গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৩

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার চূড়ান্ত প্রতিবেদন
বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

জুন ২০২১

সূচিপত্র

Acronyms iii
নির্বাহী সার-সংক্ষেপ iv
প্রথম অধ্যায় ৬
প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ ৬
১.১. ভূমিকা ৬
১.২ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৬
১.৩ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ৬
১.৪ প্রকল্পের অবস্থান ৭
১.৫ প্রকল্প অনুমোদন/সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি ৭
১.৬ প্রকল্পের অর্থায়ন (মূল/সংশোধনের হ্রাস/বৃদ্ধির হার) ৭
১.৭ প্রকল্প সংশোধন ৮
১.৮ প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ ৮
১.৯ অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ৯
১.১০ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম ১১
১.১০.১ পণ্য ক্রয় কার্যক্রম (ডিপিপি অনুসারে) ১১
১.১০.২ কার্য ক্রয় কার্যক্রম (ডিপিপি অনুসারে) ১২
১.১০.৩ সেবা ক্রয় কার্যক্রম (ডিপিপি অনুসারে) ১৩
১.১১ প্রকল্প এলাকা ১৪
১.১২ লগ ফ্রেম ১৫
১.১৩ এক্সিট প্ল্যান ১৫
দ্বিতীয় অধ্যায় ১৬
প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি ১৬
২.১ প্রভাব মূল্যায়ন কাজের পটভূমি ১৬
২.২ সমীক্ষার উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি ১৬
২.৩ কর্ম পদ্ধতি (Methodology) ১৭
২.৪ জরিপের জন্য নির্বাচিত প্রকল্প এলাকা ২১
২.৫ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও কর্মপরিকল্পনা ২২
তৃতীয় অধ্যায়: ২৩
ফলাফল পর্যালোচনা ২৩
৩.১ প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম ও কর্ম-পরিকল্পনা এবং অগ্রগতি পর্যালোচনা ২৩
৩.১.১ অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয় ২৩
৩.১.২ মূল কার্যক্রমঃ (প্রধান কার্যক্রমের বিষয়ে সংশোধিত ডিপিপি এবং ১ম ও ২য় সংশোধনী প্রস্তাবের তুলনামূলক চিত্র) .. ২৪

৩.১.৩ অঞ্চভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত অবস্থা..... ২৫
৩.২ পণ্য ক্রয়, কার্য এবং পরামর্শ সেবা ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা..... ২৭
৩.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ৩০
৩.৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন ৩০
৩.৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ৩২
৩.৪.১ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য ৩২
৩.৪.২ পিইসি ও পিএসসি কমিটি সম্পর্কিত তথ্য ৩২
৩.৫ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন..... ৩৬
৩.৫.১ উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ ৩৭
৩.৫.২ পানি সরবরাহ প্রযুক্তি ও ব্যবহার..... ৩৮
৩.৫.৩ পানির উৎসের দূরত্ব এবং পানি সংগ্রহের সময়..... ৩৯
৩.৫.৪ পানি প্রাপ্তির পর্যাপ্ততা ৪০
৩.৫.৫ পানির নিরাপত্তা ও গুণগত মান ৪১
৩.৫.৬ পানির উৎস নির্মাণে অর্থায়ন ও সহায়ক চাঁদা..... ৪২
৩.৫.৭ পানির উৎস পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ.....৪৪
৩.৫.৮ স্যানিটেশন ৪৯
৩.৫.৯ স্বাস্থ্যগত ও অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রকল্পের কার্যক্রমের প্রভাব..... ৫২
৩.৫.১০ এফজিডি ও নিবিড় সাক্ষাতকারের পর্যালোচনা..... ৫৪
৩.৫.১১ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা ৫৫
চতুর্থ অধ্যায় ৫৮
সবলতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ (SWOT ANALYSIS)..... ৫৮
পঞ্চম অধ্যায়..... ৬০
সার্বিক পর্যবেক্ষণ..... ৬০
ষষ্ঠ অধ্যায় ৬২
সুপারিশ ৬২
সংযুক্তি-১: প্রশ্নপত্র ও গাইডলাইন

ACRONYMS

ADP	:	Annual Development Program
BDT	:	Bangladeshi Taka
BDWS	:	Bangladesh Drinking Water Standards
BCR	:	Benefit-Cost Ratio
BOQ	:	Bill of Quantity
BRWSSP	:	Bangladesh Rural Water Supply and Sanitation Project
CBO	:	Community Based Organization
DPHE	:	Department of Public Health Engineering
DPP	:	Development Project Proposal
DTW	:	Deep Tube Well
ECNEC	:	Executive Committee of National Economic Council
EoI	:	Expression of Interest
FGD	:	Focus Group Discussion
GoB	:	Government of Bangladesh
IMED	:	Implementation Monitoring and Evaluation Division
IRR	:	Internal Rate of Return
KII	:	Key Informant Interview
ME	:	Margin of Error
MICS	:	Multi Indicator Cluster Survey
MS	:	Micro Soft
NGO	:	Non-Government Organization
NWP	:	National Water Policy
O&M	:	Operation & Maintenance
PCR	:	Project Completion Report
PD	:	Project Director
PIC	:	Project Implementation Committee
PMC	:	Project Management Committee
PPA	:	Public Procurement Act
PPR	:	Public Procurement Rules
PSF	:	Pond Sand Filter
PTF	:	Project Task Force
RDPP	:	Revised Development Project Proposal
RFP	:	Request for Proposal
SPSS	:	Statistical Package for the Social Sciences
SWOT	:	Strength Weakness Opportunity Threat
TC	:	Technical Committee
TEC	:	Tender Evaluation Committee
TOC	:	Tender Opening Committee
ToR	:	Terms of Reference
WATSAN	:	Water Supply and Sanitaion

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) কর্তৃক বাস্তবায়িত বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সাহায্যপুষ্ট 'Bangladesh Rural Water Supply and Sanitation Project (BRWSSP)' শীর্ষক প্রকল্পটি অত্যধিক আর্সেনিক, আয়রন ও লবণাক্ত প্রবণ এলাকায় গ্রামীণ জনগণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপনের লক্ষ্যে জুলাই/২০১২-জুন/২০১৬ এই বাস্তবায়ন মেয়াদে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮,১৯৪.৩০ লক্ষ (জিওবি ১,৪৩৯.০৬ লক্ষ + প্রকল্প সাহায্য ৫৫,৫০৩.৫৪ লক্ষ + কমিউনিটি/স্পন্সর ১১,২৫১.৭০ লক্ষ) বরাদ্দ রেখে গত ১৯/০৬/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গত ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ সময়ে পরিচালিত বিশ্বব্যাংকের মিডটার্ম রিভিউ মিশনের সুপারিশের আলোকে জুলাই/১২-ডিসেম্বর/২০১৭ বাস্তবায়ন মেয়াদে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮,৪১২.১৯ লক্ষ (জিওবি ১,৩২৪.৪৬ লক্ষ + প্রকল্প সাহায্য ৩২,৯৬২.৮৩ লক্ষ + কমিউনিটি/স্পন্সর ৪,১২৪.৯০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ রেখে প্রকল্পের ১ম সংশোধন প্রস্তাব ০৮-০৩-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পুনরায় গত ০৭/০৯/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের সাশ্রয়কৃত অর্থ দ্বারা অতিরিক্ত বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রণীত জুলাই/১২-জুন/২০১৮ বাস্তবায়ন মেয়াদে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮৪১২.১৯ লক্ষ (জিওবি ১,১০০.০০ লক্ষ + প্রকল্প সাহায্য ৩৩,৪৪৯.৮০ লক্ষ + কমিউনিটি/স্পন্সর ৩,৮৬২.৩৯ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ রেখে প্রকল্পের ২য় বার সংশোধন করা হয়। মূল ডিপিপিতে প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ছিল ৪৮ মাস (জুলাই ২০১২ – জুন ২০১৬)। পরবর্তীতে ১ম সংশোধনী এবং ২য় সংশোধনীসহ মোট ২৪ মাস সময় বৃদ্ধি করতে হয়। প্রকল্প বরাদ্দ ৪৩.৬৭% হ্রাস পায়। সংশোধনসমূহের অন্যতম কারণগুলি ছিল ৩০% বিনিয়োগের শর্তে গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক আগ্রহী স্পন্সর না পাওয়ায় মূল লক্ষ্যমাত্রা ১২৫টির পাইপড ওয়াটার স্কিম এর পরিবর্তে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক ৩৭টি স্কিম নির্ধারণ করে দেওয়া, প্রকল্পের মেয়াদ বিবেচনায় স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা থেকে ২৫১৪০০টি কমিয়ে ৫০,০০০ করে দেওয়া এবং ছোট শহরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উপর সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য নতুন অঙ্গ যোগ করায় প্রথম সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে। প্রকল্প সহায়তার বিভিন্ন কম্পোনেন্ট থেকে সাশ্রয়কৃত অর্থের মাধ্যমে অতিরিক্ত ৩,২০০টি বিভিন্ন পানির অপশন ও ৫,০০০টি অতিরিক্ত স্বাস্থসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন, প্রকল্পের জনবল হ্রাস এবং স্টাডি ট্যুর ও এক্সপোজার ভিজিট ১০টি কমানোর সুপারিশসমূহের জন্য দ্বিতীয় সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ও প্রাইভেট স্পন্সরদের সম্পৃক্ত করে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা; অত্যধিক মাত্রায় পানিতে আর্সেনিক, লবণাক্ত ও আয়রন সমস্যা প্রবণ ইউনিয়ন ও গ্রাম নির্বাচন করে নন-পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম নির্মাণ করা (গভীর নলকূপ, পন্ড স্যান্ড ফিল্টার, রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম); দরিদ্র জনগণের জন্য স্বল্প মূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ করা; এবং স্থানীয় প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে গুণগত মানের স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পে প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ও প্রাইভেট স্পন্সরদের সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ জনগণের জন্য পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের নিমিত্তে ৩৭টি গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম স্থাপন করা হয়েছে। উচ্চ মাত্রায় পানিতে আর্সেনিক, লবণাক্ত ও আয়রন সমস্যাযুক্ত ইউনিয়ন ও গ্রাম নির্বাচন করে প্রকল্প এলাকায় মোট ২০,৪৭৫টি বিভিন্ন ধরনের নন-পাইপড পানির উৎস স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া স্থানীয় স্যানিটারি ল্যাট্রিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত ইউনিয়নসমূহের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কস্ট শেয়ারিং ভিত্তিতে মোট ৫৫,০০০টি স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাদেরকে প্রকল্প কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত ক্রয় আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইড লাইন ইত্যাদি) অনুসরণ করা হয়েছে ই-জিপি পদ্ধতিতে আহ্বানকৃত টেন্ডারের বিপরীতে ঠিকাদারগণ প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে হ্রাসকৃত মূল্যে দর দাখিল করায় প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গে অর্থের সাশ্রয় হয়েছে। ডিপিএইচই'র ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াগুলির প্রাথমিক মূল্যায়নে তাদের সিস্টেম এবং সক্ষমতার দুর্বলতা চিহ্নিত হয়, যা পরামর্শদাতাদের সহায়তা, প্রশিক্ষণ এবং গাইডেন্সের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছিল। ক্রয় প্রক্রিয়া পরিচালনা করার মাধ্যমে ডিপিএইচইর ক্রয় প্রক্রিয়া সংক্রান্ত সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প শেষে কোনো অডিট আপত্তি ছিল না।

উপকারভোগীদের মধ্যে জরিপের ফলাফলে দেখা যায় প্রকল্প এলাকায় ৯৮.৩% পরিবার নিরাপদ উৎস থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করে। সার্বিকভাবে ৯৩.৬% পরিবার সংগৃহীত পানির উৎস থেকে প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপদ পানি

সংগ্রহ করতে পারছে এবং ৮৬.৯% পরিবার যে সকল পানির উৎস ব্যবহার করে তা থেকে সারা বছর নিরাপদ পানি পাচ্ছে। জরিপকৃত পরিবারের শতকরা ৯৮.১ ভাগ ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যে পানি সংগ্রহ করতে পারে। প্রকল্প এলাকায় শতকরা ৭০ ভাগ পরিবারের খাবার পানির উৎস ১৫০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত। ৯১.১% ক্ষেত্রে উত্তরদাতারা বলেছেন যে, নারীরা সহজে টিউবওয়েল ব্যবহার করতে পারে। ৮৪.৩% টিউবওয়েল-এর ক্ষেত্রে স্থান নির্বাচনের সময় নারীদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। শতকরা ৯৫.৭ ভাগ উত্তরদাতা মনে করে যে, তারা যে সকল পানির উৎস খাবার পানির জন্য ব্যবহার করে তা নিরাপদ। ৮৭.৬% উত্তরদাতা বলেছেন তাদের সংগৃহীত খাবার পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি নাই, ৮১.০% উত্তরদাতা বলেছেন বর্তমানে আয়রনের উপস্থিতি নাই এবং ৯৪.১ উত্তরদাতা বলেছেন বর্তমানে খাবার পানি লবণাক্ত নয়। উত্তরদাতারা জানিয়েছেন, ডিপিএইচই কর্তৃক পানি পরীক্ষার ফলাফল থেকে তারা পানির মান সম্পর্কে জেনেছেন।

প্রকল্প এলাকায় ১৮.৮% পরিবারের ল্যাট্রিন পিটের আউটলেট পানির উৎস/খোলা জায়গার সাথে সংযুক্ত। এর ফলে মল পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ছে এবং তা স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতির কারণ হচ্ছে। সাবান দিয়ে হাত ধোওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, উত্তরদাতার পরিবারের সদস্যগণ শৌচকার্যের পরে (৯৬.৮%) এবং খাবার প্রস্তুত ও পরিবেশনের আগে (৯৬.৮%) সাবান দিয়ে হাত ধোয়; তবে শিশুদের শৌচকার্য করানোর পরে অথবা শিশুদের খাওয়ানোর আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয় এমন পরিবারের সংখ্যা তুলনামূলক কম যা যথাক্রমে ৭৩.৯% এবং ৭৩.৮%। উত্তরদাতাদের মতে, ৯১.৮% পরিবারের পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমেছে এবং ৯১.১% পরিবারের পানিবাহিত রোগের চিকিৎসা ব্যয় কমেছে। স্থানীয় বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন বিতরণ ও স্থাপনের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন পণ্য ও সেবা সরবরাহের মাধ্যমেও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। ৯২.৩%উত্তরদাতা মনে করেন যে, বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় এসে তাদের পরিবার আর্থিক ও সামাজিকভাবে লাভবান হয়েছে।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য সবল দিকগুলো হলো প্রকল্পের জন্য বেসরকারি স্পন্সর প্রতিষ্ঠানসমূহ একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চিহ্নিত করা; বেসরকারি স্পন্সর প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায়ের সুযোগ সৃষ্টি করা; পাইপযুক্ত পানি সরবরাহ স্কিমগুলি নির্মাণের মোট ব্যয়ের ৩০ শতাংশ বেসরকারি খাতের অর্থায়নে নির্মিত; ৪৫০ জন স্থানীয় বেসরকারি উদ্যোক্তাকে ল্যাট্রিন তৈরি ও নির্মাণের জন্য সম্পৃক্ত করা; এলাকার জিও-হাইড্রোলজিক্যাল অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে পানি প্রযুক্তি নির্বাচন; নিরাপদ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা এবং বাস্তবায়ন কৌশল যেমন আর্সেনিক দূরীকরণ নীতিমালা, ওয়াটার কোয়ালিটি প্রটোকল অনুসরণ করা; স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাদেরকে প্রকল্প কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদান।

প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য দুর্বল দিকগুলো হলো সকল ক্ষেত্রে উপকারভোগীদের ব্যবহারের উপযোগী প্রযুক্তি স্থাপনের স্থান নির্বাচন করতে না পারা; ওয়াটসান কমিটিকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্থান নির্বাচনে অন্তর্ভুক্ত না করা; পানির উৎসের গুণগত মান পরীক্ষা না হওয়া; কস্ট শেয়ারিং স্ট্র্যাটেজি, ২০১২ সর্বক্ষেত্রে অনুসরণ না করা; অনেক ক্ষেত্রে একটি পরিবার একটি নলকূপ ব্যবহার করা; গ্রামীণ পাইপড প্রকল্পগুলি টেকসই করার জন্য স্পন্সর প্রতিষ্ঠানসমূহের যথাযথ ব্যবসায়িক পরিকল্পনা না থাকা ।

প্রভাব মূল্যায়নের প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে সুপারিশসমূহ: প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রারম্ভিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে যথাযথ সময় রাখা প্রয়োজন; বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সাথে অংশিদারিত্বের মাধ্যমে প্রামীণ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পরীক্ষিত ব্যবস্থাপনাটি ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা যেতে পারে; গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার স্কিমগুলি টেকসই করার জন্য বেসরকারি উদ্যোক্তাদের যথাযথ ব্যবসায়িক পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন; স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনের ক্ষেত্রে স্যানিটেশন মার্কেটিং পদ্ধতিটি ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রকল্পে অনুসরণ করা যেতে পারে; প্রযুক্তি স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচনে ওয়াটসান কমিটির পাশাপাশি ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির ভূমিকা থাকা প্রয়োজন; ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বিশেষত পাইপলাইন, পন্ড স্যান্ড ফিল্টার ও রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং স্থাপন ও ব্যবহার বাড়াতে হবে; প্রযুক্তি স্থাপনের স্থান নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণের দিকটি বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন; ডিপিএইচই'র পক্ষ থেকে তদারকি কার্যক্রমে বিশেষত স্যানিটারি ইন্সপেকশন, নির্দিষ্ট সময়ান্তরে পানির মান পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা প্রয়োজন; প্রযুক্তি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণকারী কেয়ারটেকারদের প্রশিক্ষণে পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে; প্রযুক্তি স্থাপনের এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপকারভোগীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কস্ট শেয়ারিং স্ট্র্যাটেজি' ২০১২ অনুসরণ করা প্রয়োজন; পরিবেশ রক্ষার্থে পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন এবং অবকাঠামোগত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ডিপিপি প্রণয়নের সময়ই এর বাস্তবভিত্তিক মেয়াদ ও সঠিক কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণের বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হবে।

প্রথম অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের বিবরণ

১.১. ভূমিকা

রোগজীবাণু দ্বারা পানীয় জল দূষণের মাধ্যমে পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব মহামারি আকার ধারণ করার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ভূ-উপরিস্থ উৎস থেকে ভূ-পৃষ্ঠের নিচের পানির উৎস নির্ভর হয়ে পড়ে। বাংলাদেশে নলকূপের সাহায্যে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশংসনীয় সফলতা অর্জিত হয় ৯৮% মানুষের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে। কিন্তু নব্বইয়ের দশকে ভূগর্ভস্থ পানিতে বিশেষ করে অগভীর পানির স্তরে আর্সেনিক দূষণ চিহ্নিত হওয়ার ফলে ভূগর্ভস্থ পানির উৎস নির্ভর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা অনেক বড় ঝুঁকির সম্মুখীন হয়। ডিপিএইচই-ইউনিসেফ, ডিপিএইচই-বিজিএস এবং বিএএমডব্লিউএসপি ২৭১টি উপজেলায় নির্ধারিত জরিপ (পানি পরীক্ষা) এর ফলে দেখা যায় আর্সেনিক দূষণের পরিমাণ ২৯%। যদিও দূষণের মাত্রা ১%-৯০% এর উপরে পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং আর্সেনিক দূষণ বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের পানি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য এককভাবে সবচেয়ে বড় সমস্যা হিসাবে বিবেচিত হয়। জাতীয় আর্সেনিক নীতিমালা (National Policy for Arsenic Mitigation) এবং বাংলাদেশ আর্সেনিক নিরসন পরিকল্পনা ২০০৪ বিভিন্ন ধরনের কারিগরি ব্যবস্থা যথা গভীর নলকূপ, ডাগওয়েল, পন্ড স্যান্ড ফিল্টার, রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ইত্যাদি উল্লেখ করে এবং ক্রমবর্ধমান হারে পাইপের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের পরামর্শ প্রদান করে। ২০১০ সালে ডব্লিউএইচও-ইউনিসেফ জয়েন্ট মনিটরিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, ৫৪% এর অধিক জনসংখ্যার উন্নত স্যানিটেশন ব্যবস্থা ব্যবহারের সুযোগ আছে। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্যানিটেশন অভ্যাস টেকসই করার জন্য অতি দরিদ্র ও দরিদ্র পরিবার হ্রাসকৃত মূল্যে ল্যাট্রিন সরবরাহের মাধ্যমে উন্নত স্যানিটেশন সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন, প্রদর্শন ও বেসরকারি ল্যাট্রিন উৎপাদনকারীসহ অংশীজনদের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচারণা আবশ্যক। উক্ত পরামর্শের ভিত্তিতেই এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়।

বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটি ২০২০-২১ অর্থ বছরে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর মূল্যায়ন সেক্টর কর্তৃক পার্টিসিপেটরী ম্যানেজমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর ডেভেলপমেন্ট (পিএমআইডি) নামক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করে।

১.২ প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

প্রকল্পের নাম	: বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	: স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)

১.৩ প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রকল্পের লক্ষ্য: টেকসই ও পর্যাপ্ত নিরাপদ পানির সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে পানিতে অত্যধিক মাত্রায় আর্সেনিক, আয়রন এবং লবণাক্ত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামসমূহের মানুষের জীবন মান এবং স্বাস্থ্যের উন্নয়ন করা।

প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ও প্রাইভেট স্পন্সরদের সম্পৃক্ত করে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা;

- পানিতে অত্যধিক মাত্রায় আর্সেনিক, লবণাক্ত ও আয়রন সমস্যা প্রবণ ইউনিয়ন ও গ্রাম নির্বাচন করে নন-পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম নির্মাণ করা;
- নির্বাচিত ইউনিয়নের দরিদ্র জনগণের জন্য স্বল্প মূল্যে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণ করা;
- স্থানীয় প্রাইভেট সেক্টরের মাধ্যমে নির্বাচিত গ্রামে গুণগত স্যানিটেশন ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা; এবং
- উপকারভোগী ও অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

১.৪ প্রকল্পের অবস্থান

প্রকল্পটি বাংলাদেশের ৪২টি জেলার, ১০৯টি উপজেলার ও ৩৮৩টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হয়।

১.৫ প্রকল্প অনুমোদন/সংশোধন/মেয়াদ বৃদ্ধি

টেবিল: ১.২: প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল

ডিপিপির ধরন	শুরুর তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
মূল	০১/০৭/২০১২	৩০/০৬/২০১৬
সংশোধিত (১ম)	০১/০৭/২০১২	৩১/১২/২০১৭
সংশোধিত (২য়)	০১/০৭/২০১২	৩০/০৬/২০১৮

মূল ডিপিপিতে প্রকল্পটির অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল ছিল ৪৮ মাস (জুলাই ২০১২ – জুন ২০১৬) । পরবর্তীতে ১ম সংশোধনী এবং ২য় সংশোধনীসহ মোট ২৪ মাস সময় বৃদ্ধি করা হয়, অর্থাৎ ৪৮ মাসের প্রকল্পে ২৪ মাস সময় বৃদ্ধি (৫০%) করা হয়েছে। বিস্তারিত ছক ১.৩-এ দেখানো হয়েছে।

টেবিল: ১.৩: প্রকল্প বাস্তবায়নকালের হ্রাস/বৃদ্ধি

ডিপিপি অনুযায়ী বাস্তবায়ন সময়কাল		অতিরিক্ত সময় লেগেছে	অতিবাহিত সময় (প্রকৃত বাস্তবায়নের সময়কালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		
১	২	৩	৪
৪৮ মাস (০১-০৭-২০১২ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	৭২ মাস (০১-০৭-২০১২ থেকে ৩০-০৬-২০১৮)	২৪ মাস	৫০% বৃদ্ধি পেয়েছে

১.৬ প্রকল্পের অর্থায়ন (মূল/সংশোধনের হ্রাস/বৃদ্ধির হার)

প্রকল্পের মূল প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮,১৯৪.৩০ লক্ষ টাকা যা পরবর্তীতে দুইবার সংশোধন করে ৩৮৪১২.১৯ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পটির ব্যয় ৪৩.৬৭% কমেছে অথচ সময় ৫০% বেড়েছে। বিস্তারিত ছক ১.৪-এ দেখানো হলো।

টেবিল-১.৪ অনুমোদিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত	পার্থক্য	হ্রাস/বৃদ্ধি (%)
মোট	৬৮,১৯৪.৩০	৩৮,৪১২.১৯	২৯৭৮২.১১	(-)৪৩.৬৭
জিওবি	১,৪৩৯.০৬	১,১০০.০০	৩৩৯.০৬	(-)২৩.৫৬
প্রকল্প সাহায্য	৫৫,৫০৩.৫৪	৩৩,৪৪৯.৮০	২২০৫৩.৭৪	(-)৩৯.৭৩
কমিউনিটি/স্পন্সর	১১,২৫১.৭০	৩,৮৬২.৩৯	৭৩৮৯.৩১	(-)৬৫.৬৭

১.৭ প্রকল্প সংশোধন

প্রকল্প সংশোধনের কারণসমূহ:

প্রথম সংশোধন: ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত বিশ্বব্যাংক মিড-টার্ম রিভিউ মিশনের সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের কার্যক্রম কমিয়ে আনা হয়। হ্রাসকৃত প্রকল্পের আওতায় ৩৭টি পাইপের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ স্কিম (১২৫টি-মূল লক্ষ্য মাত্রার বিপরীতে), ১৭,২৭৫টি বিভিন্ন ধরনের পানির অপশন (মূল লক্ষ্য মাত্রা ২০,০০০ এর বিপরীতে) এবং ৫০,০০০ স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন (মূল লক্ষ্যমাত্রা ৩,১৬,৪০০টির বিপরীতে)। অনুরূপভাবে সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমও হ্রাস করে। ততদিনে বেশ কিছু পাইপড ওয়াটার স্কিম নির্মাণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল বিধায়, মিশন বাস্তবায়ন পদ্ধতি পরিবর্তন না করার পরামর্শ প্রদান করে (পাইপের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ স্কিমের খরচের অংশিদারিত্বসহ)। নির্ধারিত চার ধরনের ল্যাট্রিনের ক্ষেত্রে সেট প্রতি সমহারে ৫,০০০.০০ টাকা ভর্তুকি প্রদান যা করলে নির্বাচিত পরিবারের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে মিশন এই মর্মে পরামর্শ প্রদান করে। "ছোট শহরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উপর সম্ভাব্যতা" জরিপের মত ন্যূনতম কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করে যা পরবর্তীতে বিনিয়োগ প্রকল্পের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং বিদ্যমান পাইপের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ স্কিমের পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ করে ৩০ জুন ২০১৫ তারিখে সরকার ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর করে। যার ফলে প্রকল্পের ১ম ডিপিপি সংশোধিত হয়।

সরকার ও বিশ্বব্যাংক এর মধ্যে স্বাক্ষরিত অর্থায়ন চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় জুন ২০১৭ পর্যন্ত। কিন্তু মূল ডিপিপিতে যা ছিল জুন ২০১৬। অর্থায়ন চুক্তির সাথে সঙ্গতি রাখতে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করার প্রয়োজন পড়ে। তাছাড়া প্রকল্প সমাপ্ত ও সংশ্লিষ্ট অংশিজনদের উপর দায়িত্ব হস্তান্তরের জন্য অতিরিক্ত ছয় মাস সময় প্রয়োজন হয়। উল্লিখিত প্রেক্ষিতে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

দ্বিতীয় সংশোধন: প্রকল্প সহায়তার বিভিন্ন কম্পোনেন্ট থেকে সাশ্রয়কৃত অর্থের মাধ্যমে অতিরিক্ত ৩,২০০টি পানির অপশন ও ৫,০০০টি স্বাস্থসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য দ্বিতীয় সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গে প্রকল্প সাহায্য খাতে সাশ্রয়কৃত অর্থ দ্বারা অতিরিক্ত ৩,২০০টি বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপনের নিমিত্তে এ খাতে বিদ্যমান বরাদ্দ ১৭,২৭৫টির স্থলে ২০,৪৭৫ (১৭,২৭৫+৩,২০০)-টির প্রস্তাব করা হয়। এজন্য এই খাতে বরাদ্দ ১,১৬০.৩৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। অতিরিক্ত ৫,০০০টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপনের নিমিত্তে এই খাতে বিদ্যমান বরাদ্দ ৫০,০০০টির স্থলে ৫৫,০০০(৫০,০০০+৫,০০০)-টির প্রস্তাব করা হয়েছিল। এজন্য এই খাতে বরাদ্দ ২৫.৬৫ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

তাছাড়া প্রকল্প সমাপ্তি ও বিশ্বব্যাংক-এর ডিসবার্সমেন্ট গ্রেস পিরিয়ড ব্যবহার ৩০/০৬/২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত হয়। এই মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি সদয় সম্মতি প্রদান করে। সে অনুসারে প্রকল্পের আরডিপিপি সংশোধিত হয়।

প্রকল্পের জনবল হ্রাস: প্রকল্পের সর্বশেষ অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী মোট ৪৬ জন জিওবি জনবল নিয়োগের সংস্থান ছিল। ডিসেম্বর/২০১৭ মাসের পর অধিদপ্তরের সার্কেল পর্যায়ে প্রকল্পের ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রয়োজন না থাকায় ঐ আঞ্চলিক কার্যালয়গুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, বিশ্বব্যাংক-এর আইসিআর প্রস্তুতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য প্রস্তাবিত বর্ধিত মেয়াদে শুধুমাত্র ১১ জন জনবল নিয়োজিত থাকে। এজন্য জনবলের বেতন ও ভাতাদি খাতে বরাদ্দ ৩১১.২৯ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছিল।

স্টাডি ট্যুর ও এক্সপোজার ভিজিটঃ সর্বশেষ অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী সংস্থানকৃত মোট ১৩টি স্টাডি ট্যুর/এক্সপোজার ভিজিট এর মধ্যে জুন ২০১৭ পর্যন্ত মোট ৪টি সম্পন্ন হয়েছিল। অবশিষ্ট ৯টির মধ্য হতে বিশ্বব্যাংক ও সরকার মাত্র ৪টি স্টাডি ভিজিট সম্পন্নের বিষয়ে একমত ছিল। একারণে এই খাতে বরাদ্দ ১৪১.৩৯ লক্ষ টাকা হ্রাস করা হয়েছিল।

১.৮ প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ

বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় আইডব্লিউএম (IWM)-এর ফিজিবিলিটি প্রবতবেদনের উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের অঙ্গসমূহ নির্ধারিত হয়।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপঃ

- গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম নির্মাণ;
- আর্সেনিক, আয়রন এবং লবণাক্ত এলাকায় নিরাপদ পানির অপশন স্থাপন;
- দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনসাধারণের জন্য স্বল্প মূল্যের ল্যাট্রিন নির্মাণ ও বিতরণ;
- পর্যবেক্ষণ কূপসহ ভূগর্ভস্থ নিরাপদ পানি সম্পদের পরিবীক্ষণ এবং ক্যারেক্টারাইজেশন;
- বিদ্যমান গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমের পুনর্বাসন;
- গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সরবরাহের বিলিং ব্যবস্থার জন্য অ্যাকাউন্টিং সফট্ওয়ার;
- পানির গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ এবং সার্ভিলেন্স;
- কারিগরি পরামর্শকের মাধ্যমে গ্রামীণ পাইপ ওয়াটার স্কিমের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, সামাজিক সম্প্রসারণ, নকশা ও তদারকি;
- ছোট শহর/পৌরসভার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উপর সম্ভাব্যতা যাচাই;
- স্যানিটেশন মার্কেটিং;
- কমিউনিটি মবিলাইজেশন এবং গ্রামীণ নন-পাইপড পানি সরবরাহের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে কমিউনিটির সচেতনতা বৃদ্ধি; এবং
- অফিস ও জিও ফিজিক্যাল যন্ত্রপাতি এবং কম্পিউটার ও যানবাহন ক্রয়।

১.৯ অঙ্গভিত্তিক বাস্তব ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা

আলোচ্য প্রকল্পটি মোট দুইবার সংশোধিত হয়েছে। নিম্নের ছকে সর্বশেষ সংশোধনীর পর কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা তার তালিকা, বরাদ্দকৃত অর্থ দেখানো হলো। এখানে সংশোধনকালে যেসব প্রস্তাবিত কার্যক্রম প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে সেগুলো সন্নিবেশিত হয়নি।

টেবিল ১.৫: অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

ক্রম	কাজের বিবরণ	ইউনিট	আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা	
			আর্থিক	ভৌত (পরিমাণ)
(ক) রাজস্ব ব্যয়				
১	কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বেতন ভাতাদি	জনবল	৪৩৫.০০	২১
২	পিএমইউ পরিচালনা ব্যয়	থোক	৭৮২.২৫	থোক
৩	প্রকল্প কর্মশালা এবং পরিচিতি কার্যক্রম	থোক	৩০.০০	থোক
৪	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ ও কমিউনিটি-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি	থোক	৫০০.০০	থোক
৫	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর-এর এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের শিক্ষা সফর	থোক	২৫৮.৬১	থোক
৬	পানির গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ এবং সার্ভিলেন্স	থোক	৩০৫.০০	থোক
৭	দীর্ঘমেয়াদী পরামর্শক	জনবল	৪০২.০২	৫
৮	কারিগরি পরামর্শকের মাধ্যমে গ্রামীণ পাইপ ওয়াটার স্কিমের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, সামাজিক সম্প্রসারণ, নকশা ও তদারকি	চুক্তি	২৪৪১.০০	১
৯	ছোট শহর/পৌরসভার ফিজিবিলিটি স্টাডি	থোক	৮৭৫.২৮	থোক
১০	স্যানিটেশন মার্কেটিং	চুক্তি	৩২৮.১৩	১
১১	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরার্মশক	থোক	৬৪.৯৯	থোক
১২	কমিউনিটি মবিলাইজেশন এবং গ্রামীণ নন-পাইপড পানি সরবরাহের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং	চুক্তি	৭০৬.৪৫	১

ক্রম	কাজের বিবরণ	ইউনিট	আরডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা	
			আর্থিক	ভৌত (পরিমাণ)
	স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে কমিউনিটি'র সচেতনতা বৃদ্ধি			
১৩	প্রকল্প নিরীক্ষা	চুক্তি	১২.০০	১
১৪	পিএমইউ এবং আরপিও অফিস সংস্কার	থোক	১৩২.২৫	থোক
১৫	যানবাহন ও যন্ত্রপাতির মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৯১.১৩	থোক
উপ-মোট রাজস্ব ব্যয়			**৭৩৬৪.১১**	
(খ) মূলধন ব্যয়				
১৬	ভূমি উন্নয়ন	থোক	৩৫৫.০০	থোক
১৭	গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার স্কিম নির্মাণ	স্কিম	৮০৬৭.৪৩	৩৭
১৮	আর্সেনিক এবং লবণাক্ত এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন	সংখ্যা	১৫৮৭৪.১১	২০৪৭৫
১৯	দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনসাধারণের জন্য কম খরচে ল্যাট্রিন নির্মাণ	সংখ্যা	৪২৩৬.৮৫	৫৫০০০
২০	পর্যবেক্ষণ কূপসহ ভূগর্ভস্থ নিরাপদ পানি সম্পদের পরিবীক্ষণ এবং ক্যারেক্টারাইজেশন	সেট	৭০৫.৫০	৩৮৩
২১	বিদ্যমান রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমের পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ	সেট	৬৭৪.০০	১৯
সরঞ্জাম				
২২	পানি পরীক্ষার জন্য ফিল্ড কিটস্	সেট	১৪৫.০০	১৫০০
২৩	জিপিএস	সেট	২২.৮০	১০০
২৪	জিপ	সেট	২১৬.৭৮	৩
২৫	ডাবল কেবিন পিক-আপ	সেট	২৪৭.০৮	৬
২৬	মোটর সাইকেল	সেট	৮৪.৪৮	৬৬
২৭	বাই-সাইকেল	সেট	৭.৭০	১০০
২৮	অ্যাকাউন্টিং সফট্ওয়ার এবং পিএমইউ এর আর্থিক ব্যবস্থাপনার বার্ষিক মেইন্টেনেন্স	সেট	২.৫৫	১
২৯	গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সরবরাহ ব্যবস্থার বিলিং অ্যাকাউন্টিং সফট্ওয়ার	সেট	৮.৫০	১
৩০	ইন্টারনেট, ই-মেইল ও পিএবিএক্স সিস্টেমসহ অফিস এবং জিও ফিজিক্যাল যন্ত্রপাতি	থোক	১৬১.৩১	থোক
৩১	কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সরঞ্জামসহ প্রিন্টার (ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ)	সেট	১৪০.৫৭	১৬২
৩২	ফ্যাক্স	সেট	৫.০৪	১২
৩৩	ফটোকপিয়ার	সেট	৯৩.৩৮	৪৫
উপ-মোট (মূলধন ব্যয়)			**৩১০৪৮.০৮**	
সর্বমোট (ক+খ)			**৩৮৪১২.১৯**	

সূত্র: পিসিআর

১.১০ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম

১.১০.১ পণ্য ক্রয় কার্যক্রম (ডিপিপি অনুসারে)

টেবিল ১.৬: পণ্য ক্রয় কার্যক্রম

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং প্রকার	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	আনুমানিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশিত তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	কাজ সম্পন্ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
বিআরডব্লিউএসএসপি-জিডি-১-২	ফিল্ড টেস্ট কিট/ জিপিএস	সংখ্যা	১৫০০/১০০	ওটিএম/বিজি	প্রকল্প পরিচালক	বিশ্ব ব্যাংক-জিওবি	১৫০.০০	০১/১০/২০১২	৩০/১২/২০১২	২৮/০২/২০১৩
				ওটিএম/বিজি				০১/০৮/২০১৪	৩০/১০/২০১৪	২৯/১২/২০১৪
বিআরডব্লিউএসএসপি-জিডি-২	জিপ	সংখ্যা	৩	ওটিএম/বিজি	প্রকল্প পরিচালক	বিশ্ব ব্যাংক-জিওবি	২৩৪.০০	০১/১০/২০১২	৩০/১২/২০১২	২৮/০২/২০১৩
বিআরডব্লিউএসএসপি-জিডি-৪	ডাবল কেবিন পিক আপ	সংখ্যা	৬	ওটিএম/বিজি	প্রকল্প পরিচালক	বিশ্ব ব্যাংক-জিওবি	২৫১.০০	০১/১০/২০১২	৩০/১২/২০১২	২৮/০২/২০১৩
বিআরডব্লিউএসএসপি-জিডি-৫	মোটর সাইকেল/বাই-সাইকেল		৬৬/১০০	ওটিএম/বিজি	প্রকল্প পরিচালক	বিশ্ব ব্যাংক-জিওবি	১০৮.০০	০১/১০/২০১২	৩০/১২/২০১২	২৮/০২/২০১৩
বিআরডব্লিউএসএসপি-জিডি-৬	পিএমইউয়ের আর্থিক পরিচালনার জন্য বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণসহ অ্যাকাউন্টিং সফট্ওয়ার	সংখ্যা	১	ওটিএম/বিজি	প্রকল্প পরিচালক	বিশ্ব ব্যাংক-জিওবি	১৮.০০	০১/১০/২০১২	৩০/১২/২০১২	২৮/০২/২০১৩
বিআরডব্লিউএসএসপি-জিডি-৭-৮	গ্রামীণ পাইপ ওয়াটার সরবরাহকারী বিলিং সিস্টেমের জন্য অ্যাকাউন্টিং সফট্ওয়ার	সংখ্যা	১	ওটিএম/বিজি	প্রকল্প পরিচালক	বিশ্ব ব্যাংক-জিওবি	১০.০০	০১/০৮/২০১৪	৩০/১০/২০১৪	২৯/১২/২০১৪
বিআরডব্লিউএসএসপি-জিডি-৯-১০	অফিস ও জিও ফিজিক্যাল সরঞ্জাম (ইন্টারনেট, ইমেইল, পিএবিএক্স, ইত্যাদি)	সংখ্যা	থোক	ওটিএম/বিজি	প্রকল্প পরিচালক	বিশ্ব ব্যাংক-জিওবি	১৫০.০০	০১/১০/২০১২	৩০/১২/২০১২	২৮/০২/২০১৩
								০১/০৮/২০১৩	৩০/১০/২০১৩	২৯/১২/২০১৩
বিআরডব্লিউএসএসপি-জিডি-১১	কম্পিউটারসহ আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম (প্রিন্টার, ডেস্কটপ এবং ল্যাপটপ) ফ্যাক্স ফটোকপিয়ার	সংখ্যা	২২	ওটিএম/বিজি	প্রকল্প পরিচালক	বিশ্ব ব্যাংক-জিওবি	৩২.০০	০১/০৯/২০১২	৩০/১১/২০১২	২৮/০১/২০১৩

১.১০.২ কার্য ক্রয় কার্যক্রম (ডিপিপি অনুসারে)

টেবিল ১.৭: কার্য ক্রয় কার্যক্রম

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	ইউনিট	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং প্রকার	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	আনুমানিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশিত তারিখ		
								দরপত্র আহবান	চুক্তি স্বাক্ষর	কাজ সম্পন্ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
বিআরডব্লিউএসএসপি-ডব্লিউ-০১-৬৬	ভূমি উন্নয়ন	এম^{৩}		ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	বিশ্ব ব্যাংক-জিওবি	৫০০.০০	০১/১০/২০১৩	৩০/১২/২০১৩	৩০/০৩/২০১৪
								০১/০৮/২০১৫	৩০/১২/২০১৫	২৭/০৪/২০১৬
বিআরডব্লিউএসএসপি-ডব্লিউ-৬৭-১৯১	গ্রামীণ পাইপযুক্ত পানি সরবরাহ প্রকল্পের স্কিম নির্মাণ	সংখ্যা	১২৫	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	বিশ্ব ব্যাংক-জিওবি	২৭৫৭৮.১২৫	০১/০৭/২০১২	২৯/০৯/২০১২	২৭/০৫/২০১৩
								০১/০৭/২০১৩	২৯/০৯/২০১৩	২৭/০৫/২০১৪
								০১/০৭/২০১৪	২৯/০৯/২০১৪	২৭/০৫/২০১৫
								০১/০৭/২০১৫	২৯/০৯/২০১৫	২৭/০৪/২০১৬
বিআরডব্লিউএসএসপি-ডব্লিউ-১৯২-২৯০	আর্সেনিক এবং স্যালাইন প্রভাবিত অঞ্চলে নিরাপদ পানির পয়েন্ট স্থাপন	সংখ্যা	১৪০০০	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক/হোপ	বিশ্ব ব্যাংক-জিওবি	১২১১০.০০	০১/০৮/২০১২	৩০/১০/২০১২	২৭/০২/২০১৩
								০১/০৮/২০১৩	৩০/১০/২০১৩	২৭/০২/২০১৪
								০১/০৮/২০১৪	৩০/১০/২০১৪	২৭/০২/২০১৫
								০১/০৮/২০১৫	৩০/১০/২০১৫	২৭/০৪/২০১৬
বিআরডব্লিউএসএসপি-ডব্লিউ-২৯১-৩২৩	ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে নিরাপদ পানির পয়েন্ট স্থাপন	সংখ্যা	৬০০০	ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক/হোপ	বিশ্ব ব্যাংক-জিওবি	৫১৯০.০০	০১/০৮/২০১২	৩০/১০/২০১২	২৭/০২/২০১৩
								০১/০৮/২০১৩	৩০/১০/২০১৩	২৭/০২/২০১৪
								০১/০৮/২০১৪	৩০/১০/২০১৪	২৭/০২/২০১৫
								০১/০৮/২০১৫	৩০/১০/২০১৫	২৭/০৪/২০১৬
বিআরডব্লিউএসএসপি-ডব্লিউ-৩২৪-৩৩৯	পর্যবেক্ষণ কূপসহ নিরাপদ ভূগর্ভস্থ পানি সম্পদের বৈশিষ্ট্য এবং পর্যবেক্ষণ	থোক		ওটিএম (এনসিটি)	প্রকল্প পরিচালক	বিশ্ব ব্যাংক-জিওবি	৭০০.০০	০১/০৮/২০১২	৩০/১০/২০১২	২৮/০৪/২০১৩
								০১/০৮/২০১৩	৩০/১০/২০১৩	২৮/০৪/২০১৪
								০১/০৮/২০১৪	৩০/১০/২০১৪	২৮/০৪/২০১৫
								০১/০৮/২০১৫	৩০/১০/২০১৫	২৭/০৪/২০১৬
বিআরডব্লিউএসএসপি-ডব্লিউ-৩৪০-৪৩০	দরিদ্র ও অতি দরিদ্রদের জন্য কম খরচে ল্যাট্রিন সেট স্থাপন	সংখ্যা	৩০৬৪০০	এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	বিশ্ব ব্যাংক-জিওবি	৮৫৭৯২.০০	০১/০৮/২০১২	৩০/১০/২০১২	২৮/০৪/২০১৩
								০১/০৮/২০১৩	৩০/১০/২০১৩	২৮/০৪/২০১৪
								০১/০৮/২০১৪	৩০/১০/২০১৪	২৮/০৪/২০১৫
								০২/০৮/২০১৫	৩১/১০/২০১৫	২৮/০৪/২০১৬

১.১০.৩ সেবা ক্রয় কার্যক্রম (ডিপিপি অনুসারে)

টেবিল ১.৮: সেবা ক্রয় কার্যক্রম

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং প্রকার	চুক্তি অনুমোদন কর্তৃপক্ষ	তহবিলের উৎস	আনুমানিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নির্দেশিত তারিখ			
							ইওআই আমন্ত্রণ	আরএফপি ইস্যু	চুক্তি স্বাক্ষর	কাজ সম্পন্ন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
বিআরডব্লিউএসএসপি-এসইআর-০১-৫	দীর্ঘমেয়াদী স্বতন্ত্র পরামর্শদাতা	থোক	কিউসিবিএস	হোপ	বিশ্ব ব্যাংক-জিওবি	৪১০.৪০	০১/০৫/২০১২	৩১/০৫/২০১২	২৮/১০/২০১২	৩০/০৬/২০১৬
বিআরডব্লিউএসএসপি-এসইআর-০৬	সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন সামাজিক প্রচার, গ্রামীণ পাইপ পানি সরবরাহ প্রকল্পের নকশা এবং তত্ত্বাবধায়ক দ্বারা তদারকি	থোক	কিউসিবিএস	সিসিজিপি	বিশ্ব ব্যাংক-জিওবি	১৫৬৫.৪০	০১/০৫/২০১২	৩১/০৫/২০১২	২৮/১০/২০১২	৩০/০৬/২০১৬
বিআরডব্লিউএসএসপি-এসইআর-০৭	বিশ্লেষণমূলক ও পরামর্শমূলক পরামর্শ এবং বেসরকারি খাতের সাথে অংশীদারিসহ টেকসই গ্রামীণ পানি এবং স্যানিটেশন পরিষেবা বিধান	থোক	কিউসিবিএস	প্রকল্প পরিচালক	বিশ্ব ব্যাংক-জিওবি	৯৭.০৫	০১/০৭/২০১৪	৩১/০৭/২০১২	২৮/১২/২০১৪	৩০/০৬/২০১৬
বিআরডব্লিউএসএসপি-এসইআর-০৮	পাইলট পরিচালনার জন্য ক্ষুদ্র ইনস্টিটিউটের স্থানীয় উদ্যোক্তা এবং সম্প্রদায়ের লোকদের সামাজিক বিপণন সহায়তা হিসাবে স্যানিটেশন পাইলট	থোক	কিউসিবিএস	হোপ	বিশ্ব ব্যাংক-জিওবি	৩৭৬.২১	০১/০৭/২০১২	৩১/০৭/২০১২	২৮/১২/২০১২	৩০/০৬/২০১৬
বিআরডব্লিউএসএসপি-এসইআর-০৯-১০	পাইপযুক্ত এবং নন-পাইপযুক্ত পানি সরবরাহ প্রকল্পের জন্য তৃতীয় পক্ষের প্রযুক্তিগত এবং সামাজিক তদারকি। আর্থিক নিরীক্ষাসহ স্যানিটেশন এবং বেসরকারি স্পন্সর কর্মক্ষমতা	থোক	কিউসিবিএস	হোপ	বিশ্ব ব্যাংক-জিওবি	৩৪৭.৬৪	০১/০৭/২০১২	৩১/০৭/২০১২	২৮/১২/২০১২	৩০/০৬/২০১৬
বিআরডব্লিউএসএসপি-এসইআর-১১-১২	স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত গ্রামীণ নন-পাইপযুক্ত পানি সরবরাহ জনগোষ্ঠী সচেতনতা বাড়ানোর জন্য কমিউনিটি সংহতকরণ এবং উন্নয়ন কর্ম পরিকল্পনা	থোক	কিউসিবিএস	মন্ত্রণালয়	বিশ্ব ব্যাংক-জিওবি	১০৩৩.৯৮	০১/০৭/২০১২	৩১/০৭/২০১২	২৮/১২/২০১২	৩০/০৬/২০১৬
বিআরডব্লিউএসএসপি-এসইআর-১৩	পুনর্বাসনের জন্য অ্যাকশন প্ল্যান	থোক	কিউবিএস	প্রকল্প পরিচালক	বিশ্ব ব্যাংক-জিওবি	১০.০০	০১/০৭/২০১২	৩১/০৭/২০১২	২৮/১২/২০১২	৩০/০৬/২০১৬
বিআরডব্লিউএসএসপি-এসইআর-১৪	প্রকল্প নিরীক্ষণ	থোক	কিউবিএস	প্রকল্প পরিচালক	বিশ্ব ব্যাংক-জিওবি	১৫.০০	০১/০৭/২০১৩	৩১/০৭/২০১৩	২৮/১২/২০১৩	৩০/০৬/২০১৬

১.১১ প্রকল্প এলাকা

প্রকল্পটির কার্যক্রম দেশের ৪২টি জেলার ১০৯ উপজেলার ৩৮৩টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হয়। জাইকার সিচুয়েশন এনালাইসিস প্রতিবেদন ২০১২ (পানির গুণগত মানের পরীক্ষা) এর উপর ভিত্তি করে প্রকল্পের জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন নির্বাচিত হয়। নিম্নে প্রকল্পের বিভাগ, জেলা ও উপজেলা দেওয়া হলো:

টেবিল ১.৯: প্রকল্প এলাকা

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
১	ঢাকা	ঢাকা	দোহার, কেরাণীগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ
২		ফরিদপুর	আলফাডাঙ্গা, ভাঙ্গা, ফরিদপুর সদর ও নগরকান্দা
৩		গাজীপুর	গাজীপুর সদর
৪		গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ সদর, কাশিয়ানী, কোটালীপাড়া, মুকসুদপুর ও টুংগীপাড়া
৫		কিশোরগঞ্জ	ভৈরব, ইটনা ও নিকলী
৬		মাদারীপুর	কালকিনি, মাদারীপুর সদর, রাজৈর ও শিবচর
৭		মানিকগঞ্জ	হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ সদর, শিবালয় ও সিংগাইর
৮		মুন্সিগঞ্জ	গজারিয়া ও মুন্সিগঞ্জ সদর
৯		নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার, বন্দর ও সোনারগাঁ
১০		নরসিংদী	বেলাবো
১১		টাঙ্গাইল	কালিহাতী ও নাগরপুর
১২	চট্টগ্রাম	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	কসবা, নাসিরনগর ও সরাইল
১৩		চাঁদপুর	হাজীগঞ্জ, কচুয়া ও শাহরাস্তি
১৪		চট্টগ্রাম	মীরসরাই ও সীতাকুন্ড
১৫		কুমিল্লা	বরুড়া, মনোহরগঞ্জ, মেঘনা, মুরাদনগর ও নাঙ্গলকোট
১৬		ফেনী	ফেনী সদর ও সোনাগাজী
১৭		লক্ষ্মীপুর	লক্ষ্মীপুর সদর ও রামগঞ্জ
১৮		নোয়াখালী	বেগমগঞ্জ, কবিরহাট, নোয়াখালী সদর, সেনবাগ ও সোনাইমুড়ী
১৯	রাজশাহী	বগুড়া	শেরপুর, শিবগঞ্জ ও সোনাতলা
২০		চাঁপাইনবাবগঞ্জ	চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর
২১		পাবনা	সাঁথিয়া
২২		সিরাজগঞ্জ	কামারখন্দ
২৩	খুলনা	বাগেরহাট	চিতলমারী, কচুয়া, মোল্লাহাট, মোংলা, মোড়েলগঞ্জ ও শরণখোলা
২৪		খুলনা	দাকোপ, কয়রা, পাইকগাছা ও রূপসা
২৫		মেহেরপুর	মেহেরপুর সদর
২৬		ঝিনাইদহ	শৈলকুপা
২৭		যশোর	ঝিকরগাছা, কেশবপুর ও শার্শা
২৮		মাগুরা	মহম্মদপুর
২৯		নড়াইল	নড়াইল সদর
৩০		সাতক্ষীরা	আশাশুনি, কলারোয়া, কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা সদর, শ্যামনগর ও তালা
৩১	সিলেট	হবিগঞ্জ	মাধবপুর ও নবীগঞ্জ
৩২		মৌলভীবাজার	কুলাউড়া
৩৩		সুনামগঞ্জ	ধর্মপাশা ও সুনামগঞ্জ সদর
৩৪		সিলেট	বালাগঞ্জ, দক্ষিণ সুরমা ও কানাইঘাট
৩৫	বরিশাল	বরিশাল	আগৈলঝাড়া, মেহেন্দিগঞ্জ ও মুলাদী
৩৬		বরগুনা	বরগুনা সদর ও পাথরঘাটা
৩৭		পটুয়াখালী	মির্জাগঞ্জ
৩৮		পিরোজপুর	মঠবাড়ীয়া, নাজিরপুর ও পিরোজপুর সদর
৩৯	রংপুর	দিনাজপুর	বিরল
৪০		কুড়িগ্রাম	উলিপুর
৪১		রংপুর	বদরগঞ্জ, গংগাচড়া, কাউনিয়া, মিঠাপুকুর, পীরগাছা ও পীরগঞ্জ
৪২	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা

১.১২ লগ ফ্রেম

সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্দেশ্যমূলক যাচাইযোগ্য সূচক (ওভিআই)	যাচাইয়ের মাধ্যম (এমওভি)	গুরুত্বপূর্ণ অনুমান (আইএ)
লক্ষ্য			
টেকসই ও পর্যাপ্ত নিরাপদ পানির সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে পানিতে অত্যধিক মাত্রায় আর্সেনিক এবং লবণাক্ত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামসমূহের মানুষের জীবন মান এবং স্বাস্থ্যের উন্নয়ন করা	প্রকল্প এলাকায় বসবাসকারী মানুষের স্বাস্থ্যের উন্নতি	সরকারের প্রতিবেদন	
উদ্দেশ্য			
প্রকল্প অঞ্চলে টেকসই এবং পর্যাপ্ত নিরাপদ পানি এবং স্যানিটারি ল্যাট্রিন সরবরাহ	মানুষ সারা বছর ধরে বিনা মূল্যে আর্সেনিক এবং লবণাক্তমুক্ত নিরাপদ পানি পাবে এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে আচরণ ব্যবস্থা অনুশীলন করবে	কর্তৃপক্ষের প্রকল্প সমাপ্তির প্রতিবেদন এবং আইএমইডি'র ভ্যালিডেশন প্রতিবেদন	যথা সময়ে প্রয়োজনীয় সম্পদের সংস্থান
আউটপুট			
গ্রামীণ পর্যায়ে পাইপযুক্ত পানি সরবরাহ স্কিম নির্মাণ	৩৭টি পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ স্কিম স্থাপন	পিডি কর্তৃক মাসিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন, ফিল্ড ভিজিট রিপোর্ট, অডিট রিপোর্ট	যথা সময়ে প্রয়োজনীয় সম্পদের সংস্থান। রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কাজের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত
আর্সেনিক এবং লবণাক্ত প্রভাবিত অঞ্চলে নিরাপদ পানির বিকল্প উৎসগুলি স্থাপন	২০৪৭৪টি বিকল্প পানি সরবরাহ উৎস স্থাপন		
দরিদ্র ও অতি-দরিদ্রদের জন্য এবং টেকসই স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপন	৫৫০০০টি টেকসই এবং স্যানিটারি লেট্রিন সরবরাহ ও স্থাপন		
পর্যবেক্ষণ কূপের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ	৩৮৩ পর্যবেক্ষণ নলকূপ স্থাপন		
ইনপুট			
জনবল	২১ জনশক্তি নিয়োগ/নিয়োগ	পিডি কর্তৃক মাসিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন, তত্ত্বাবধায়ক, উপকারভোগী এলজিআই এবং ডিপিএইচই কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ/কর্মশালা সম্পর্কিত ফিল্ড ভিজিট রিপোর্ট, তদারকি ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন	সম্পদ এবং প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল যথাযথ ছিল। রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কাজের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত
প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং তদারকির জন্য পরামর্শ পরিষেবা	প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য একটি পরামর্শ সংস্থা (টিএ) নিয়োগ		
সামাজিক বিপণন সম্পর্কিত স্যানিটেশন মার্কেটিং পরিচালনার জন্য ক্ষুদ্র ঋণ ইনস্টিটিউট-এর মাধ্যমে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা	সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রচারের জন্য একটি পরামর্শ সংস্থা/এনজিও নিয়োগ		
পাইপযুক্ত এবং নন-পাইপযুক্ত পানি সরবরাহের জন্য তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত এবং সামাজিক তদারকি ও মূল্যায়ন।	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে পৃথক পরামর্শদাতা নিয়োগ । সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা কর্তৃক নিরীক্ষণ		
পানি পরীক্ষার কিট এবং জিপিএস ব্যবহার	পানি পরীক্ষার জন্য ১৫০০ ফিল্ড টেস্ট কিট এবং ১০০ জিপিএস সংগ্রহ, বিতরণ এবং ব্যবহার	পিডি কর্তৃক মাসিক এবং বার্ষিক প্রতিবেদন, ক্রয় প্রতিবেদন	পণ্য এবং যন্ত্রপাতি স্থানীয় বাজারে না পাওয়া
প্রিন্টার এবং ইউপিএসসহ কম্পিউটার।	১৬২টি এই প্রকল্পের আওতায় প্রিন্টার এবং ইউপিএসসহ কম্পিউটার সংগ্রহ করা হবে।		
যানবাহন	৩টি জিপ, ৬টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ৬৬টি মোটর বাইক এবং ১০০টি বাই সাইকেল ক্রয় এবং বিতরণ ।		

১.১৩ এক্সিট প্ল্যান

ডিপিপিতে এক্সিট প্ল্যান বিষয়ে উল্লেখ না থাকলেও বাস্তবায়ন গাইডলাইন অনুযায়ী গ্রামীণ পাইপ ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম ১২ বছর পর্যন্ত স্পন্সরদের কাছে থাকবে এবং পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ-এর নিকট হস্তান্তর করা হবে। নলকূপ, রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং ও পিএসএফ স্থাপনের পর সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়কদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে উপকারভোগীদের নিকট হস্তান্তর করার কথা বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রভাব মূল্যায়ন কার্যক্রমের কার্যপদ্ধতি

২.১ প্রভাব মূল্যায়ন কাজের পটভূমি

বাংলাদেশ সরকারের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটি ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এর মূল্যায়ন সেক্টর কর্তৃক পিএমআইডি নামক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব প্রদান করে (২১ জানুয়ারি, ২০২১)। চুক্তি অনুযায়ী পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে সুনির্দিষ্ট শর্তাবলী অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষরের ১৫ দিনের মধ্যে প্রারম্ভিক প্রতিবেদন তৈরি ও জমা দেওয়া হয়। প্রতিবেদনটি চুড়ান্তকরণের জন্য টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটিতে যাচাই-বাছাইসহ স্থানীয় ও জাতীয় কর্মশালায় উপস্থাপন করা হয়। টেকনিক্যাল, স্টিয়ারিং কমিটি ও কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত মন্তব্য বা পরামর্শ অনুযায়ী প্রতিবেদনটি সংশোধন/পরিমার্জন করা হয়। উল্লেখ্য যে, চুক্তি অনুযায়ী প্রভাব মূল্যায়ন কাজটি ১০০ দিনের মধ্যে শেষ করে চুড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। পরিমাণ ও গুণগত উভয় পদ্ধতি এই প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় অনুসরণ করা হয়েছে। পরিমাণগত পদ্ধতির আওতায় একটি প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা খানা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় ও গুণগত পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে ডকুমেন্ট পর্যালোচনা, নিবিড় আলোচনা (কেআইআই), ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (এফজিডি), পর্যবেক্ষণ, স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা ।

২.২ সমীক্ষার উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় (Assignment) কার্যপরিধি নিম্নরূপঃ

- প্রকল্পের বিবরণ (পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধনের অবস্থা, অর্থায়নের বিষয়, প্রকল্প এলাকা নির্বাচনে যৌক্তিকতাসহ ইত্যাদি সকল প্রযোজ্য তথ্য) পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যয় ও বিস্তারিত অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লগ ফ্রেমের আলোকে output পর্যায়ের অর্জন পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংগ্রহের (Procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত সংগ্রহ আইন ও বিধিমালা (পিপিএ, পিপিআর, উন্নয়ন সহযোগীর গাইডলাইন ইত্যাদি) এবং প্রকল্প দলিলে উল্লিখিত ক্রয় পরিকল্পনা প্রতিপালন করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ (টেকসই পরিকল্পনা) আনুষঙ্গিক বিষয় পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন/BOQ/TOR, গুণগত মান, পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিবীক্ষণ/যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে তুলনামূলক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্পের ঝুঁকি অর্থাৎ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন অর্থায়নে বিলম্ব, বাস্তবায়নে পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতা ও প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

- প্রকল্পের আংশিক কাজ বাস্তবায়নের পর প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুফল সৃষ্টি হয়েছে কিনা কিংবা প্রকল্পটি পরিকল্পনা মোতাবেক বাস্তবায়িত হলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সুফল অর্জন সম্ভব কিনা সে বিষয়ে মাঠ পর্যায় হতে সরেজমিনে পরিদর্শন Individual Interview, KII (Key Informant Information) & FGD (Focus Group Discussion) এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ;
- প্রকল্প অনুমোদন সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অর্থ বরাদ্দ, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধ ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ডিপিপি-তে বছরভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও অর্থ চাহিদার প্রাক্কলন যৌক্তিকতা এবং প্রকল্পের শুরু হতে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করা; পরিকল্পনার সাথে ব্যত্যয় ঘটলে তা চিহ্নিত করে প্রতিকারের পরামর্শ এবং ভবিষ্যতের জন্য সুপারিশ প্রদান;
- উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা (যদি থাকে) কর্তৃক চুক্তি স্বাক্ষর, চুক্তির শর্ত, ক্রয় প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন, অর্থ ছাড়, বিল পরিশোধে সম্মতি ও বিভিন্ন মিশন এর সুপারিশ ইত্যাদির তথ্য-উপাত্তভিত্তিক পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- প্রকল্প হতে সুফলভোগীগণ কর্তৃক প্রাপ্ত সুবিধাদি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রকল্পের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;
- প্রকল্প সমাপ্তির পর সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই (sustainable) করার লক্ষ্যে মতামত প্রদান;
- প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয় অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT ANALYSIS;
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা ও মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণের আলোকে সার্বিক পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, ও প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে ও জাতীয় কর্মশালায় প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করবে। জাতীয় কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত সন্নিবেশ করে চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা: প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ, জনবল নিয়োগ, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা, প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সভার ও প্রতিবেদনের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, অগ্রগতির তথ্য প্রেরণ ইত্যাদি পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;
- ইন্টারনাল অডিট;
- এক্সটারনাল অডিট;
- অডিট আপত্তি আছে কি না, থাকলে কয়টি, বিবরণ কী, জড়িত অর্থের পরিমাণ ইত্যাদি; এবং
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী।

২.৩ কর্ম পদ্ধতি (METHODOLOGY)

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কর্মপদ্ধতি নিম্নরূপঃ

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ধরন অনুযায়ী মূল্যায়নটি হয় পরিমাণগত ও গুণগত উভয় প্রকৃতির। একটি প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের ধরন অনুযায়ী সমীক্ষার পরিপূর্ণ ও প্রতিনিধিত্বমূলক পদ্ধতি ও প্রশ্নপত্র/গাইডলাইন নির্ধারণ করা হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণির উত্তরদাতা নির্বাচন করার ফলে প্রাপ্ত তথ্যাবলী ত্রিমুখী বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ক. পরিমাণগত পদ্ধতি

নমুনায়ন ডিজাইন

সমীক্ষার উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধির আলোকে নমুনায়ন ইউনিট নির্বাচনের জন্য একটি বহুস্তর বিশিষ্ট নমুনায়ন ডিজাইন অনুসরণ করা হয়েছে; যা নমুনার প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে এবং নমুনা থেকে প্রাপ্ত প্রাক্কলনসমূহ precision level উপযুক্ত সমেত পাওয়া যায়। সমীক্ষাভুক্ত অঞ্চলের বিভিন্ন পর্যায়ের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির আলোকে বিবেচনা করা হয়।

ভৌগলিক এলাকা বিবেচনাপূর্বক নমুনায়ন

প্রকল্পাধীন প্রতিটি বিভাগই নমুনায়নে বিবেচনা করা হয়েছে। সে কারণে সমীক্ষা ময়মনসিংহ বিভাগসহ ৮টি বিভাগেই হয়। ৮টি বিভাগ থেকে প্রযুক্তি স্থাপনের ভিত্তিতে মোট ১৬টি জেলা, ৩২টি উপজেলা এবং ৬৪টি ইউনিয়ন নির্বাচন করা হয়। প্রস্তাবিত বহুস্তর বিশিষ্ট নমুনায়ন পরিকল্পনার প্রাথমিক স্তর ছিল জেলা এবং এগুলো ছিল প্রাথমিক নমুনায়ন ইউনিট। প্রতিটি জেলাধীন উপজেলাসমূহ দ্বিতীয় স্তর হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। তৃতীয় স্তরে দৈবচয়নের মাধ্যমে প্রযুক্তি নির্বাচন করা হয়। আবার এসব প্রযুক্তির লক্ষিত উপকারভোগী চতুর্থ স্তর বা চুড়ান্ত নমুনায়ন ইউনিট হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। কাজেই সার্বিক প্রকল্প উপজেলাসমূহ থেকে নমুনায়ন ডিজাইনের মাধ্যমে নমুনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

নমুনায়ন সংখ্যা

নমুনার ভ্রান্তি নিয়ন্ত্রণ এবং নমুনায়ন ডিজাইন পরিকল্পনায় নমুনার আকার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সঠিক প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতের প্রয়োজনে ৪২টি জেলার মধ্যে যথাযথ পানি সরবরাহ প্রযুক্তিসম্পন্ন ১৬টি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতি জেলা থেকে পানি প্রযুক্তি স্থাপনের ভিত্তিতে উপজেলা ও ইউনিয়ন নির্বাচন করা হয়েছে। লক্ষিত উপকারভোগীর নমুনায়ন সংখ্যা নিম্নলিখিত ফর্মুলার ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে;

$$n = \frac{Z^2{}_{\alpha} P(1-P)}{D^2} \times Def$$

যেখানে, n হচ্ছে কাঙ্খিত নমুনা সংখ্যা

P হচ্ছে প্রকল্প কর্তৃক উন্নীত অনুমিত অনুপাত (অজ্ঞাত ক্ষেত্রে আমরা P=০.৫০ হিসাবে এটিকে নির্ধারণ করে থাকি যাতে সর্বাধিক নমুনা পাওয়া যায়)

Z হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড Normal Quintile মান যার অনুমানভিত্তিক অনুপাতের বিশেষ confidence level 1- α

D হচ্ছে ভুলের প্রত্যাশিত মার্জিন এবং

Def হচ্ছে সহজ দৈবচয়ন নমুনায়নের পরিবর্তে বিবেচিত বহুস্তর বিশিষ্ট নমুনায়নের জন্য ডিজাইন ইফেক্ট।

আমরা জানি, ৯৫% confidence level এর জন্য Z এর মান হচ্ছে - ১.৯৬ এবং এছাড়া অনুমিত ভুলের মার্জিন ৩% (০.০৩) এবং ডিজাইন ইফেক্ট Def ১.৭৫ বিবেচনা করা হয়েছে।

উপরোক্ত নমুনায়ন সংখ্যা ফর্মুলা ব্যবহার করে নমুনা আকার ন্যূনপক্ষে ১৮৮৫ পাওয়া গেছে।

৫% হারে উত্তর অপ্রাপ্তি বিবেচনায় রেখে এবং স্তরভিত্তিক বন্টনের সুবিধার্থে ১৯২০ টি নমুনা বিবেচনা করা হয়েছে।

খানা নমুনা বিভাজন

আইএমইডি এর পরামর্শক্রমে সারা দেশের জেলাসমূহের প্রতিনিধিত্বের জন্য দৈবচয়নের ভিত্তিতে সমীক্ষা পরিচালিত হয় ।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সর্বাধিক পানি সরবরাহ প্রযুক্তি সম্পন্ন জেলা এই সমীক্ষার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে।

অতঃপর প্রতি উপজেলা থেকে ২টি করে ইউনিয়ন নির্বাচন করা হয়। প্রত্যেকটি ইউনিয়ন থেকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৩০জন উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়; নির্বাচিত জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন সংখ্যার ভিত্তিতে নিম্নোক্ত টেবিলে বর্ণিত সংখ্যক উত্তরদাতা নির্বাচনপূর্বক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

টেবিল ২.১: নির্বাচিত জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়নের সংখ্যার ভিত্তিতে উত্তরদাতার সংখ্যা

বিভাগ	নির্বাচিত জেলার সংখ্যা	নির্বাচিত উপজেলার সংখ্যা	নির্বাচিত ইউনিয়নের সংখ্যা	নমুনায়ন উপকারভোগী খানার সংখ্যা	মোট উপকারভোগী খানার সংখ্যা
ঢাকা	৪	৮	১৬	৩০	৪৮০
চট্টগ্রাম	২	৪	৮	৩০	২৪০
খুলনা	৩	৬	১৪	৩০	৪২০
রাজশাহী	১	২	৩	৩০	৯০
রংপুর	১	৩	৬	৩০	১৮০
সিলেট	২	৪	৭	৩০	২১০
বরিশাল	২	৪	৯	৩০	২৭০
ময়মনসিংহ	১	১	১	৩০	৩০
সর্বমোট	**১৬**	**৩২**	**৬৪**	**২৪০**	**১৯২০**

নিম্নের বৈশিষ্ট্য এর ভিত্তিতে নমুনা খানা নির্বাচন করা হয়:

- পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের জন্য নমুনা খানা;
- বিভিন্ন ধরনের অপশনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের জন্য নমুনা খানা; ও
- স্যানিটারি ল্যাট্রিনের জন্য নমুনা খানা।

নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে জেলা, উপেজেলা এবং ইউনিয়নসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে:

- প্রকল্পে উদ্দেশ্য বিবেচনার আলোকে লবণাক্ত ও আর্সেনিক প্রবণ এলাকা এবং যেখানে গভীর নলকূপ, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ প্রযুক্তি এবং পন্ড স্যান্ড ফিল্টার স্থাপন করা হয়েছে সে সমস্ত এলাকাসমূহ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে (সাতক্ষিরা, খুলনা, বাগেরহাট ও পিরোজপুর);
- ঢাকা এবং ফরিদপুর জেলায় উপজেলার সংখ্যা বেশি নেওয়ার কারন হচ্ছে, এই সমস্ত জেলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় এবং বেসরকারি খাত মডেলের আওতায় পাইপ লাইন দ্বারা পানি সরবরাহ স্থাপনার মাধ্যমে পানি সরবরাহের প্রযুক্তি বেশি স্থাপন করা হয়েছে;
- ময়মনসিংহ বিভাগে শুধুমাত্র ১টি উপজেলার ১টি ইউনিয়নে কাজ হয়েছে বলে ১টি ইউনিয়ন নেওয়া হয়েছে; ও
- অন্যান্য জেলাসমূহে প্রযুক্তির আধিক্য বিবেচনায় নির্বাচন করা হয়েছে।

খ. গুণগত পদ্ধতি

গুণগত সমীক্ষার জন্য নিম্নবর্ণিত উত্তরদাতাদের কাছ থেকে বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়।

টেবিল ২.২: গুণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতি ও উত্তরদাতা

ক্রমিক নং	পদ্ধতি	সংখ্যা	উত্তরদাতাবৃন্দ
১.	ডকুমেন্ট পর্যালোচনা	প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট	প্রকল্প ডকুমেন্ট, প্রকল্প বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল, ক্রয় পরিকল্পনা, প্যাকেজের (পণ্য, কার্য ও সেবা) (টেন্ডার আহ্বান, টেন্ডার মূল্যায়ন, অনুমোদন প্রক্রিয়া, চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি) প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদন, পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন, বেইজলাইন প্রতিবেদন, পিসিআর সংশ্লিষ্ট পলিসি ও স্ট্র্যাটেজি এবং মধ্যবর্তী পর্যালোচনা প্রতিবেদন
২.	খানা জরিপ	১৯২০	বিভিন্ন পানি সরবরাহ প্রযুক্তির আওতাধীন খানাসমূহ
৩.	এফজিডি	৩২	বিভিন্ন পানি সরবরাহ প্রযুক্তি ব্যবহারকারী জনগণ
৪.	কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই)	২	প্রকল্প পরিচালক/উপ- প্রকল্প পরিচালক
		২	ডিপিএইচই'র ২ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা
		১৬	নির্বাহী প্রকৌশলী - ডিপিএইচই
		৩২	সহকারী/উপ-সহকারী প্রকৌশলী – ডিপিএইচই/ টিউবওয়েল মেকানিক্স
		১৬	ইউপি চেয়ারম্যান
		১৬	বেসরকারি উদ্যোক্তা
৫.	কেস স্টাডি	(প্রযুক্তি)	অত্যধিক আর্সেনিক ও লবণাক্ত প্রবণ এলাকায় পানির অপশন স্থাপন
৬.	স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা (অংশগ্রহণকারী ৩০ জন)	১	স্টেকহোল্ডার ও উপকারভোগী
৭.	জাতীয় কর্মশালা	১	আইএমইডি-ও প্রকল্প কর্মকর্তা এবং জাতীয় পর্যায়ের স্টেকহোল্ডার

মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য তথ্য সংগ্রহকারী ও মাঠ সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয়। খানা জরিপের তথ্য সংগ্রহের জন্য ৪ ধরনের টুলস প্রস্তুত করা হয়। যেমন কেআইআই গাইডলাইন, খানা জরিপের জন্য প্রশ্নমালা, উপকারভোগী পর্যায়ে এফজিডি গাইডলাইন, ক্রয় সংক্রান্ত চেকলিস্ট। টুলসগুলো প্রথমে বাংলায় তৈরি করা হয় এবং মাঠ পর্যায়ে প্রাক-যাচাইয়ের পরে চুড়ান্ত করা হয়। খসড়া প্রশ্নমালা তৈরির পরে আইএমইডি-র সাথে আলোচনা করে খসড়া চুড়ান্ত করা হয়েছে। এরপর সকল খসড়া টুলস প্রাক-যাচাই ও তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ শেষে চুড়ান্ত করা হয়। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থী নিয়োগ দিয়ে তাদের ৩ দিনের প্রশিক্ষণ (১ দিন মাঠ পর্যায়ের অনুশীলন) প্রদান করা হয়।

২.৪ জরিপের জন্য নির্বাচিত প্রকল্প এলাকা

টেবিল ২.৩: জরিপের জন্য নির্বাচিত এলাকা

ক্রমিক নং	ডিভিশন	নির্বাচিত জেলা	নির্বাচিত উপজেলা	নির্বাচিত ইউনিয়ন			মোট নির্বাচিত ইউনিয়ন
১	ঢাকা	ঢাকা	দোহার	বিলাসপুর	-	-	১
২			নবাবগঞ্জ	বক্সনগর	চুড়াইন	-	২
৩		ফরিদপুর	আলফাডাঙ্গা	বুড়াইচ	গোপালপুর	টগরবন্দ	২
৪			ভাঙ্গা	আলগী	নুরুল্যাগঞ্জ	-	২
৫		গোপালগঞ্জ	মুকসুদপুর	মহারাজপুর	খান্দারপাড়া	-	২
৬			টুংগীপাড়া	পাটগাতী	কুশলী	-	২
৭		নারায়ণগঞ্জ	আড়াইহাজার	ব্রাহ্মন্দী	কালাপাহাড়িয়া	-	২
৮			সোনারগাঁ	নোয়াগাঁও	মোগরাপাড়া	-	২
৯	চট্টগ্রাম	চাঁদপুর	কচুয়া	উত্তর গোহাট	সহদেবপুর	-	২
১০			শাহরাস্তি	উত্তর সূচিপাড়া	দক্ষিন সূচিপাড়া	-	২
১১		কুমিল্লা	মেঘনা	রাধানগর	গোবিন্দপুর	-	২
১২			মনোহরগঞ্জ	ঝলম দক্ষিণ	মৈশাতুয়া	-	২
১৩	রাজশাহী	বগুড়া	শেরপুর	সাঘাট	-	-	১
১৪			সোনাতলা	জোড়গাছা	পাকুল্লা	-	২
১৫	খুলনা	বাগেরহাট	মোংলা	চাঁদপাই	সুন্দরবন	মিঠাখালী	৩
১৬			শরণখোলা	ধানসাগর	সাউথখালী	-	২
১৭		খুলনা	দাকোপ	বাজুয়া	লাউডোব	-	২
১৮			কয়রা	মহেশ্বরীপুর	বাগালী	-	২
১৯		সাতক্ষীরা	সাতক্ষীরা সদর	বৈকারী	কুশখালী	-	২
২০			শ্যামনগর	মুন্সিগঞ্জ	রমজাননগর	আটুলিয়া	৩
২১	সিলেট	হবিগঞ্জ	মাধবপুর	আদাঐর	বহরা	-	২
২২			নবীগঞ্জ	করগাঁও	-	-	১
২৩		সিলেট	বালাগঞ্জ	বালাগঞ্জ	পশ্চিম পৈলনপুর	-	২
২৪			কানাইঘাট	বড়চতুল	সাল্লা	-	২
২৫	বরিশাল	বরগুনা	বরগুনা সদর	নলটোনা	এম. বালিয়াতলী	-	২
২৬			পাথরঘাটা	কালমেঘা	পাথরঘাটা	-	২
২৭		পিরোজপুর	মঠবাড়ীয়া	বেতমোর রাজপাড়া	আমড়াগাছিয়া	শাপলেজা	৩
২৮			নাজিরপুর	মালিখালী	মাটিভাংগা	-	২
২৯	রংপুর	রংপুর	বদরগঞ্জ	বিষ্ণুপুর	মধুপুর	-	২
৩০			পীরগঞ্জ	মিঠাপুর	পীরগঞ্জ	-	২
৩১			গঙ্গাচড়া	লক্ষীটারী	নোহালী	-	২
৩২	ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	মুক্তাগাছা	কাশিমপুর	-	-	১
মোট	৮	১৬	৩২				৬৪

২.৫ পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও কর্মপরিকল্পনা

কর্মপরিকল্পনা (Work plan)

চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে ২১ জানুয়ারি, ২০২১। চুক্তি স্বাক্ষর থেকে ১০০ দিন শেষ হবে ৩০ এপ্রিল, ২০২১।

টেবিল ২.৪: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কর্মপরিকল্পনা নিম্নরূপঃ

কার্যক্রম	অগ্রগতি ও সময়কাল
চুক্তি স্বাক্ষর	২১ জানুয়ারি, ২০২১
আইএমইডি'র সাথে পরিকল্পনা সভা	সম্পন্ন হয়েছে
রেফারেন্স ডকুমেন্টস, পলিসি, সার্কুলার, অর্ডিন্যান্স, নিয়ম ইত্যাদি সংগ্রহ এবং পর্যালোচনা	সম্পন্ন হয়েছে
প্রভাব মূল্যায়ন ডিজাইন এবং প্রশ্নমালা তৈরি	সম্পন্ন হয়েছে
প্রারম্ভিক প্রতিবেদন প্রণয়ন	৪ ফ্রেবুয়ারি, ২০২১
টেকনিক্যাল কমিটির নিকট প্রারম্ভিক প্রতিবেদন উপস্থাপন	১১ ফ্রেবুয়ারি, ২০২১
স্টিয়ারিং কমিটির নিকট প্রারম্ভিক প্রতিবেদন উপস্থাপন	৩ মার্চ, ২০২১
মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহকারী দলকে প্রশিক্ষণ প্রদান	১৩-১৫ মার্চ ২০২১
মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ	১৮- ৩১ মার্চ ২০২১
ডাটা বিশ্লেষণের জন্য ডাটা ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বিন্যাস (প্রোসেসিং)	১-৫ এপ্রিল ২০২১
আউটপুট টেবিল এবং গ্রাফের মাধ্যমে ডাটা তৈরি এবং বিশ্লেষণ	৭-৯ এপ্রিল ২০২১
খসড়া প্রতিবেদন তৈরি	১০-১৯ এপ্রিল ২০২১
টেকনিক্যাল কমিটির নিকট খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন	২ মে, ২০২১
স্থানীয় কর্মশালা সংগঠন	২৩ মে, ২০২১
স্টিয়ারিং কমিটির নিকট চুড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন	২৭ মে, ২০২১
জাতীয় কর্মশালায় চুড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন	৯ জুন, ২০২১
টেকনিক্যাল কমিটির নিকট চুড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন	১৫ জুন ,২০২১
চুড়ান্ত প্রতিবেদন জমা প্রদান (বাংলা ও ইংরাজি ভার্সন))	
চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রিন্টিং এবং জমাদান	

তৃতীয় অধ্যায়:
ফলাফল পর্যালোচনা

৩.১ প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম ও কর্ম-পরিকল্পনা এবং অগ্রগতি পর্যালোচনা

৩.১.১ অর্থবছরভিত্তিক বরাদ্দ ও ব্যয়

অত্যধিক আর্সেনিক, আয়রন ও লবণাক্ত প্রবণ/আক্রান্ত এলাকায় গ্রামীণ জনগণের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপনের লক্ষ্যে জুলাই/২০১২-জুন/২০১৬ এই বাস্তবায়ন মেয়াদে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৮,১৯৪.৩০ লক্ষ (জিওবি ১৪৩৯.০৬ লক্ষ + প্রকল্প সাহায্য ৫৫,৫০৩.৫৪ লক্ষ + কমিউনিটি/স্পন্সর ১১,২৫১.৭০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ রেখে প্রকল্পটি গত ১৯/০৬/২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে গত ফেব্রুয়ারি, ২০১৫ সময়ে পরিচালিত বিশ্বব্যাংক-এর মিড টার্ম রিভিউ মিশন প্রকল্পের কিছু কিছু অঙ্গের কার্যাদি হ্রাস করার সুপারিশ করে। উক্ত সুপারিশের আলোকে প্রণীত জুলাই/১২-ডিসেম্বর/২০১৭ বাস্তবায়ন মেয়াদে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮,৪১২.১৯ লক্ষ (জিওবি ১৩,২৪.৪৬ লক্ষ + প্রকল্প সাহায্য ৩২,৯৬২.৮৩ লক্ষ + কমিউনিটি/স্পন্সর ৪১,২৪.৯০ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ রেখে প্রকল্পের ১ম সংশোধন প্রস্তাব গত ০৮-০৩-২০১৭ তারিখে ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হয়। পুনরায় গত ০৭/০৯/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের সাশ্রয়কৃত অর্থ দ্বারা বিভিন্ন ধরনের অতিরিক্ত পানির উৎস ও অতিরিক্ত স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮,৪১২.১৯ লক্ষ (জিওবি ১১০০.০০ লক্ষ + প্রকল্প সাহায্য ৩৩৪৪৯.৮০ লক্ষ + কমিউনিটি/স্পন্সর ৩৮৬২.৩৯ লক্ষ) টাকা বরাদ্দ রেখে গত ৩১/১২/২০১৭ তারিখে ২য় সংশোধনী অনুমোদিত হয়। আরডিপিপিতে প্রকল্প বরাদ্দ কমেছে ৪৪% ও মেয়াদকাল বেড়েছে ৫০%।

টেবিল ৩.১ ডিপিপি অনুযায়ী মূল এবং সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	মূল ডিপিপি অনুযায়ী আর্থিক বরাদ্দ এবং বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা					সর্বশেষ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী আর্থিক বরাদ্দ এবং বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা				
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	কমিউনিটি/ স্পন্সর	বাস্তব %	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	কমিউনিটি/ স্পন্সর	বাস্তব %
২০১২-১৩	৯,৪১২.০২	৩২৫.৮১	৭,৬৯৭.১২	১,৩৮৯.০৯	১৫%	৮২.৮৮	২৩.১৭	৫৯.৭১	-	১%
২০১৩-১৪	২০,৮৯৮.৭২	৩২৫.৮১	১৭,১৩৪.৫১	৩,৪৩৮.৪০	৩৫%	১,৩৬৫.১১	৭৬.১৩	১,২৮২.২৩	৬.৭৫	৪%
২০১৪-১৫	১৯,৪২০.৩৪	৩২৫.৮১	১৫,৬৫৬.১৩	৩,৪৩৮.৪০	৩০%	২,৫৮৫.৪৬	৯০.৪৯	২,৩৭৭.৩২	১১৭.৬৫	১০%
২০১৫-১৬	১৮,৪৬৩.২২	৪৬১.৬৩	১৫,০১৫.৭৮	২,৯৫৮.৮১	২০%	১১,৭১২.৭৮	২৮৯.৭৩	১০,১৩৭.৬৪	১,২৮৫.৪১	৩৪%
২০১৬-১৭	-	-	-	-	-	১৫,৩০৫.৩২	৩০১.০০	১৩,১৫৮.৭২	১,৮৪৫.৬০	৪৫%
২০১৭-১৮	-	-	-	-	-	৭,৩৬০.৬৪	৩১৯.৪৮	৬,৪৩৪.১৮	৬০৬.৯৮	৬%
মোট	৬৮,১৯৪.৩০	১,৪৩৯.০৬	৫৫,৫০৩.৫৪	১১,২৫১.৭০	১০০%	৩৮,৪১২.১৯	১,১০০.০০	৩৩,৪৪৯.৮০	৩,৮৬২.৩৯	১০০%

সূত্র: পিসিআর

উপরোক্ত টেবিল পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মূল ডিপিপি অনুযায়ী মোট ৬৮,১৯৪.৩০ লক্ষ টাকা ছিল কিন্তু আরডিপিপিতে ৩৮,৪১২.১৯ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ ৪৪% টাকা হ্রাস করা হয়। প্রকল্প ব্যয় হ্রাসের কারণ প্রতিটি পাইপ ওয়াটার স্কিমের জন্য ৭০% প্রকল্প সহায়তা এবং ৩০% প্রাইভেট স্পন্সরের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হয়। প্রাইভেট স্পন্সরদের ৩০% অর্থ গ্রাহকদের কাছ থেকে ট্যারিফের মাধ্যমে আদায়ের জন্য ১২ বছর মেয়াদী স্কিম পরিচালনার চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। সময় বৃদ্ধির কারণ হলো বেসরকারি স্পন্সরদের উদ্যোগে ১২৫টি গ্রামীণ পাইপলাইন স্থাপনের জন্য স্পন্সর নিয়োগে বিলম্ব হওয়া। এই ব্যবস্থাপনাটি প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নতুন এবং তেমনভাবে পরীক্ষিত ও প্রচলিত ছিল না। সে কারণে বাস্তবায়িত স্কিমসমূহের জন্য স্পন্সর পেতে বিলম্ব হয়েছে। যদিও উল্লিখিত বাস্তবতার কারণে প্রকল্প থেকে প্রাইভেট স্পন্সরদের অর্থ ৩০% থেকে কমিয়ে ১০% এবং স্পন্সরদের সাথে চুক্তির মেয়াদ ১২ বছর থেকে কমিয়ে আনার প্রস্তাব করা হয়েছিল, যাতে করে ১২৫টি স্কিমের জন্য অর্থায়ন করা সম্ভব হয়। কিন্তু বিশ্বব্যাংক-এর সম্মতি না পাওয়ায় তা কার্যকর করা যায়নি। সেই প্রেক্ষিতে ফেব্রুয়ারি ২০১৫ অনুষ্ঠিত বিশ্বব্যাংক-এর মিড টার্ম রিভিউ মিশন মূল কার্যপরিধি ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অবশিষ্ট মেয়াদের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় বিধায় প্রকল্পের কার্যপরিধি হ্রাস করার বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। স্থানীয় ও জাতীয় কর্মশালায় ৩০% স্পন্সরদের অর্থ ভবিষ্যতে যৌক্তিকভাবে কমিয়ে আনার পরামর্শ প্রদান করেন।

টেবিল ৩.২ প্রকল্পের অনুকূলে বিভিন্ন অর্থ বছরে প্রাপ্ত এডিপি/আরডিপিপি অনুসারে বছরভিত্তিক ব্যয়
(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	এডিপি/আরডিপিপি বরাদ্দ			অবমুক্তকৃত টাকা	প্রকৃত ব্যয়		
	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
২০১২-১৩	১,০২৭.০০	২৭.০০	১.০০০.০০	১০০.০০	৮২.৮৮	২৩.১৭	৫৯.৭১
২০১৩-১৪	২,১০০.০০	১০০.০০	২,০০০.০০	৩৭৫.০০	১,৩৫৮.৩৬	৭৬.১৩	১,২৮২.২৩
২০১৪-১৫	৫,৩০০.০০	৩০০.০০	৫,০০০.০০	১৫০.০০	২,৪৬৭.৮১	৯০.৪৯	২,৩৭৭.৩২
২০১৫-১৬	১০,৫০০.০০	৩০০.০০	১০,২০০.০০	৩০০.০০	১০,৪২৭.৩৭	২৮৯.৭৩	১০,১৩৭.৬৪
২০১৬-১৭	১৫,০০০.০০	৪০০.০০	১৪,৬০০.০০	৩৯৯.৪৭	১৩,৪৫৯.৭২	৩০১.০০	১৩,১৫৮.৭২
২০১৭-১৮	৬,৩০০.০০	৩০০.০০	৬,০০০.০০	৩০০.০০	৫,৮৭৫.৭০	২৫৮.১৮	৫,৬১৭.৫২
মোট	৪০,২২৭.০০	১,৪২৭.০০	৩৮,৮০০.০০	১,৬২৪.৪৭	৩৩,৬৭১.৮৪	১,০৩৮.৭০	৩২,৬৩৩.১৪

সূত্র: প্রকল্প অফিস

উপরোক্ত টেবিল পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আরডিপিপি অনুযায়ী এডিপিতে জিওবি থেকে মোট বরাদ্দ ছিল ১,৪২৭.০০ লক্ষ টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছিল ১,৬২৪.৪৭ লক্ষ টাকা এবং যার বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ১,০৩৮.৭০ লক্ষ টাকা। এডিপিতে মোট প্রকল্প সাহায্য হিসেবে বরাদ্দ ছিল ৩৮,৮০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকৃত ব্যয় হয়েছিল ৩২,৬৩৩.১৪ লক্ষ টাকা। এক্ষেত্রে আরডিপিপি অনুযায়ী এডিপিতে সর্বমোট বরাদ্দ ছিল ৪০,২২৭.০০ লক্ষ টাকা এবং সর্বমোট প্রকৃত ব্যয় হয়েছিল ৩৩,৬৭১.৮৪ লক্ষ টাকা।

৩.১.২ মূল কার্যক্রমঃ (প্রধান কার্যক্রমের বিষয়ে সংশোধিত ডিপিপি এবং ১ম ও ২য় সংশোধনী প্রস্তাবের তুলনামূলক চিত্র)

টেবিল ৩.৩: মূল কার্যক্রম

ক্রম	অঙ্গের নাম	মূল ডিপিপি অনুযায়ী	১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী	প্রস্তাবিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী	পার্থক্য (+/-)
১	গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম	১২৫টি	৩৭টি	৩৭ টি	-৮৮
২	বিভিন্ন ধরনের পরামর্শক ব্যবহার	৯৪৮ জনমাস	৯৪৮ জনমাস	৯৪৮ জনমাস	-
৩	আর্সেনিক, আয়রন ও লবণাক্ত এলাকায় পানির বিভিন্ন অপশন	২০,০০০টি	১৭,২৭৫টি	২০,৪৭৫টি	(+) ৪৭৫টি
৪	স্যানিটারি ল্যাট্রিন	৩,০৬,৪০০টি	৫০,০০০টি	৫৫,০০০ টি	(-) ২৫১৪০০টি
৫	অবজারভেশন ওয়েল স্থাপন	৩৮৩ টি	৩৮৩টি	৩৮৩টি	
৬	পানির গুণগত মান পরীক্ষাকরণ কিট	১৫০০টি	১৫০০টি	১৫০০ টি	-
৯	জিপিএস মেশিন ক্রয়	১০০টি	১০০টি	১০০টি	-
১০	যানবাহন ক্রয়	জীপ ৩টি, ডাবল কেবিন পিক-আপ ৬টি, মটর সাইকেল ৬৬টি, বাইসাইকেল ১০০টি।	জীপ ৩টি, ডাবল কেবিন পিক-আপ ৬টি, মটর সাইকেল ৬৬টি, বাইসাইকেল ১০০টি।	জীপ ৩টি, ডাবল কেবিন পিক-আপ ৬টি, মটর সাইকেল ৬৬টি, বাইসাইকেল ১০০টি)।	-
১১	বিদ্যমান পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম সংস্কার	-	১৯টি	১৯ টি	১৯টি

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ও প্রাইভেট স্পন্সরদের সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ জনগণের জন্য পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের নিমিত্তে ৩৭টি গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম স্থাপন করা হয়েছে। অত্যধিক লবণাক্ত ও আর্সেনিক সমস্যাযুক্ত ইউনিয়ন ও গ্রাম নির্বাচন করে প্রকল্প এলাকায় মোট ২০,৪৭৫টি বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া স্থানীয় স্যানিটারি ল্যাট্রিন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্তির মাধ্যমে নির্বাচিত ইউনিয়নসমূহের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কস্ট শেয়ারিং ভিত্তিতে মোট ৫৫,০০০টি স্বাস্থ্যসম্মত স্বল্প মূল্যের ল্যাট্রিন স্থাপন করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত

অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও উপকারভোগীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য তাদেরকে প্রকল্প কাজের সাথে সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

উক্ত প্রকল্পের আওতায় পাইপের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ স্কিম ব্যতীত অন্যান্য পানি সরবরাহ স্কিমের জন্য কমিউনিটি মবিলাইজেশন এন্ড ডেভলপমেন্ট অ্যাকশন প্ল্যান এবং কমিউনিটি এয়ারনেস বিল্ডিং অন স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন প্রমোশন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। বাগেরহাট জেলার ১৪টি ইউনিয়নে ১০০% স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে স্যানিটেশন মার্কেটিং স্কিম বাস্তবায়িত হয়েছে। ডিপিএইচই কর্মকর্তা, বেসরকারি উদ্যোক্তা, ইউনিয়ন পরিষদ এবং জনগোষ্ঠীর জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়েছে। অধিকন্তু ২০টি পৌরসভায় বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, বিস্তারিত কারিগরি নকশা, বিড ডকুমেন্ট তৈরি করা হয়েছে।

৩.১.৩ অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত অবস্থা

টেবিল ৩.৪: অঙ্গভিত্তিক আর্থিক ও ভৌত অবস্থা (লক্ষ টাকায়)

অঙ্গের/উপাঙ্গের নাম	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয়	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী ভৌত পরিমাণ (থোক, জনমাস, টি, কিঃমিঃ, বর্গফুট ইত্যাদি)	জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি (থোক, জনমাস, টি, কিঃমিঃ, বর্গফুট ইত্যাদি)	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী অবশিষ্ট ভৌত পরিমাণ (থোক, জনমাস, টি, কিঃমিঃ, বর্গফুট ইত্যাদি)	অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ
ক) রাজস্ব ব্যয়:						
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি	৪৩৫.০০	২১ জন	৪২৪.৪৩	২১ জন	১০.৫৭	-
পিএমইউ পরিচালনা ব্যয়	৭৮২.২৫	থোক	৭৪৩.১৫	থোক	৩৯.১০	থোক
প্রকল্প শুরু কর্মশালা এবং পরিচিত কার্যক্রম	৩০.০০	থোক	১৩.৫৪	থোক	১৬.৪৬	থোক
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ ও কমিউনিটির সক্ষমতা বৃদ্ধি	৫০০.০০	থোক	৪৫৯.২৪	থোক	৪০.৭৬	থোক
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের শিক্ষা সফর	২৫৮.৬১	থোক	২৩৯.৫৩	থোক	১৯.০৮	থোক
পানি গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ এবং সার্ভিলেন্স	৩০৫.০০	থোক	২৬২.৬৭	থোক	৪২.৩৩	থোক
দীর্ঘমেয়াদী পরামর্শক	৪০২.০২	৫ জন	৪০২.০২	৫ জন	-	-
কারিগরি পরামর্শকের মাধ্যমে গ্রামীণ পাইপ ওয়াটার স্কিমের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, সামাজিক সম্প্রসারণ, নকশা ও তদারকি	২,৪৪১.০০	১টি চুক্তি	২,৪২৭.৭৩	১টি চুক্তি	১৩.২৭	-
ছোট শহর/পৌরসভার ফিজিবিলিটি স্টাডি	৮৭৫.২৮	থোক	৪২৯.৭৪	থোক	৪৪৫.৫৪	থোক
স্যানিটেশন মার্কেটিং	৩২৮.১৩	১টি চুক্তি	৩২৬.১৩	১টি চুক্তি	২.০০	-
পাইপ ওয়াটার এন্ড নন-পাইপ ওয়াটার সরবরাহ এবং	৬৪.৯৯	থোক	৫৪.৯৯	থোক	১০.০০	-

পয়ঃনিষ্কাশন স্কিমের উপর ৩য় পক্ষ কর্তৃক আর্থিক নিরীক্ষাসহ কারিগরি এবং সামাজিক পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং বেসরকারি স্পন্সরদের পারফরমেন্স যাচাই						
কমিউনিটি মবিলাইজেশন এবং গ্রামীণ নন-পাইপড পানি সরবরাহের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে কমিউনিটির সচেতনতা বৃদ্ধি	৭০৬.৪৫	১টি চুক্তি	৭০৫.২৪	১টি চুক্তি	১.২১	-
প্রকল্প নিরীক্ষা	১২.০০	১টি চুক্তি	৫.৯২	১টি চুক্তি	৬.০৮	থোক
পিএমইউ এবং আরপিও অফিস সংস্কার	১৩২.২৫	থোক	১২২.২৪	থোক	১০.০১	থোক
যানবাহন ও যন্ত্রপাতির মেরামত ও সংরক্ষণ	৯১.১৩	থোক	৮৩.৩৬	থোক	৭.৭৭	থোক
উপ-মোট (রাজস্ব অঙ্গ)	৭,৩৬৪.১১		৬,৬৯৯.৯৩		৬৬৪.১৮	
(খ) মূলধন ব্যয়						
ভূমি উন্নয়ন	৩৫৫.০০	থোক	৩৩২.৬০	থোক	২২.৪০	থোক
গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার স্কিম নির্মাণ	৮,০৬৭.৪৩	৩৭টি স্কীম	৮,০১২.২৬	৩৭টি স্কীম	৫৫.১৭	-
আর্সেনিক এবং লবণাক্ত এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন	১৫,৮৭৪.১১	২০৪৭৫টি	১৫,৭২৭.৯৫	২০৪৭৫টি	১৪৬.১৬	-
দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনসাধারণের জন্য কম খরচে ল্যাট্রিন নির্মাণ	৪,২৩৬.৮৫	৫৫০০০টি	৪,২২৮.৩৪	৫৫০০০টি	৮.৫১	-
পর্যবেক্ষণ কূপসহ ভূগর্ভস্থ নিরাপদ পানি সম্পদের পরিবীক্ষণ এবং ক্যারেক্টারাইজেশন	৭০৫.৫০	৩৮৩ সেট	৭০৫.৫০	৩৮৩ সেট	-	-
বিদ্যমান রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমের পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ	৬৭৪.০০	১৯টি	৬৭৪.০০	১৯টি	-	-
পানি পরীক্ষার জন্য ফিল্ড কিডস্	১৪৫.০০	১৫০০টি	১৪৪.৭১	১৫০০টি	০.২৯	-
জিপিএস	২২.৮০	১০০টি	২২.৮০	১০০টি	-	-
জীপ	২১৬.৭৮	৩টি	২১৬.৭৮	৩টি	-	-
ডাবল কেবিন পিক-আপ	২৪৭.০৮	৬টি	২৪৭.০৮	৬টি	-	-
মোটর সাইকেল	৮৪.৪৮	৬৬টি	৮৪.৪৮	৬৬টি	-	-
বাইসাইকেল	৭.৭০	১০০টি	৭.৭০	১০০টি	-	-
অ্যাকাউন্টিং সফট্ওয়ার এবং পিএমইউ-এর আর্থিক ব্যবস্থাপনার বার্ষিক মেইন্টেনেন্স	২.৫৫	১টি	১.৬৭	১টি	০.৮৮	-
গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সরবরাহ বিলিং ব্যবস্থার জন্য অ্যাকাউন্টিং সফট্ওয়ার	৮.৫০	১টি	৫.৫০	১টি	৩.০০	-
ইন্টারনেট, ই-মেইল ও পিএবিএক্স	১৬১.৩১	থোক	১৫৯.৯৬	থোক	১.৩৫	থোক

সিস্টেমসহ অফিস এবং জিও ফিজিক্যাল যন্ত্রপাতি						
কম্পিউটার এবং কম্পিউটার সরঞ্জামসহ প্রিন্টার (ডেস্কটপ এন্ড ল্যাপটপ)	১৪০.৫৭	১৬২টি	১৪০.৫৭	১৬২টি	-	-
ফ্যাক্স	৫.০৪	১২টি	৫.০৪	১২টি	-	-
ফটোকপিয়ার	৯৩.৩৮	৪৫টি	৯৩.৩৮	৪৫টি	-	-
উপ-মোট (মূলধন)	৩১,০৪৮.০৮		৩০,৮১০.৩২		২৩৭.৭৬	
সর্বমোট (রাজস্ব + মূলধন)	৩৮,৪১২.১৯		৩৭,৫১০.২৫		৯০১.৯৪	

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী সর্বমোট রাজস্ব ও মূলধনের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮,৪১২.১৯ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৭,৫১০.২৫ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ সর্বমোট ৯০১.৯৪ টাকা কম ব্যয় হয়েছে। রাজস্ব খাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৭,৩৬৪.১১ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬,৬৯৯.৯৩ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ৬৬৪.১৮ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হয়েছে। মূলধন খাতে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৩১,০৪৮.০৮ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩০,৮১০.৩২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ ২৩৭.৭৬ লক্ষ টাকা কম ব্যয় হয়েছে। এই কম ব্যয় হওয়ার কারন সমূহ রাজস্ব ও মূলধন অঙ্গভিত্তিক বিবরন নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

রাজস্ব খাতে ব্যয়ঃ কর্মকর্তা/কর্মচারিদের বেতন ভাতাদি অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৩৫ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪২৪.৪৩ লক্ষ টাকা। এর কারন কিছু সরকারি কর্মকর্তা প্রকল্প থেকে বেতন উত্তোলন করেননি। পিএমইউ পরিচালনা ব্যয় অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৮২.২৫ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭৪৩.১৫ লক্ষ টাকা। এর কারন প্রকল্পের শেষে যানবাহন এবং ব্যবহার্য সামগ্রীর ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে। প্রকল্প কর্মশালা এবং পরিচিতি কার্যক্রম অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৩.৫৪ লক্ষ টাকা। এর কারন প্রকল্প সমাপনী কর্মশালার আয়োজন করা যায়নি। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ ও কমিউনিটির সক্ষমতা বৃদ্ধি অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০০ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৫৯.২৪ লক্ষ টাকা। এর কারন স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা পূরণের কারণে নির্ধারিত তারিখ সমাপ্তির আগে ইউনিয়ন পর্যায়ে সিডিপি বাদ দেওয়া হয়েছে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের শিক্ষা সফর অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ২৫৮.৬১ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৩৯.৫৩ লক্ষ টাকা। এর কারন অংশগ্রহণকারী কয়েকজন এই সফরে অংশ নিতে পারেননি এবং ১০টি শিক্ষা সফর বাতিল করা হয়েছে। পানির গুণগত মান পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ এবং সার্ভিলেন্স অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ৩০৫ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৬২.৬৭ লক্ষ টাকা। এর কারন সরবরাহকারীর উদ্বৃত্ত মূল্য প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে কম। কারিগরি পরামর্শকের মাধ্যমে গ্রামীণ পাইপ ওয়াটার স্কিমের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, সামাজিক সম্প্রসারণ, নকশা ও তদারকি অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ২৪৪১.০০ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৪২৭.৭৩ লক্ষ টাকা। এর কারন পরামর্শ সংস্থাটি পুরো রিইমবারসিবল ব্যয় করতে পারেনি। ছোট শহর/পৌরসভার ফিজিবিলিটি স্টাডি অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৭৫.২৮ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪২৯.৭৪ লক্ষ টাকা। এর কারন কনসালটেন্সি ফার্ম চুক্তি অনুসারে সম্পূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টটি সম্পন্ন করতে পারেনি। স্যানিটেশন পাইলটিং অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২৮.১৩ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩২৬.১৩ লক্ষ টাকা। এর কারন ক্ষুদ্র ঋণ ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপনা ফি সহায়তাকারী সংস্থাকে প্রদান করা যায়নি। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরার্মশক অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৪.৯৯ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫৪.৯৯ লক্ষ টাকা। এর কারন প্রকল্পের বর্ধিত মেয়াদে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞের চুক্তির সময় বাড়ানো হয়নি। কমিউনিটি মবিলাইজেশন এবং গ্রামীণ নন-পাইপড পানি সরবরাহের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে কমিউনিটির সচেতনতা বৃদ্ধি অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ৭০৬.৪৫ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭০৫.২৪ লক্ষ টাকা। এর কারন রিইমবারসিবল ব্যয়ের দাবি না করায় কিছু সাশ্রয় ঘটেছে। প্রকল্প নিরীক্ষা অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ১২ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫.৯২ লক্ষ টাকা। এর কারন নিরীক্ষক শেষ দুটি এসাইনমেন্ট শেষ করতে পারেননি। পিএমইউ এবং আরপিও অফিস সংস্কার অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩২.২৫ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১২২.২৪ লক্ষ টাকা। এর কারন প্রকল্পের শেষদিকে পিএমইউ অফিস সংস্কার করার প্রয়োজন হয়নি। যানবাহন ও যন্ত্রপাতির মেরামত ও সংরক্ষণ অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ৯১.১৩ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮৩.৩৬ লক্ষ টাকা। এর কারন প্রকল্পের সমাপ্তিতে যানবাহনের ব্যবহার হ্রাস পাওয়ার কারণে কিছু ব্যয় সাশ্রয় হয়েছে।

মূলধন খাতে ব্যয়ঃ ভূমি উন্নয়ন অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৫৫ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৩২.৬০ লক্ষ টাকা। এর কারন হলো কিছু RPWS স্কিমের ভূমি উন্নয়ন কাজের প্রয়োজন হয়নি। গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার স্কিম নির্মাণ অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ৮০৬৭.৪৩ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮০১২.২৬ লক্ষ টাকা। এর কারন হলো অল্প কিছু স্পন্সর অত্যাবশ্যক নয় এমন কিছু কাজ না করার কারণে কিছু সাশ্রয় হয়েছে। আর্সেনিক এবং লবণাক্ত এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৮৭৪.১১ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৫৭২৭.৯৫ লক্ষ টাকা। এর কারন হলো প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে ঠিকাদারের উদ্বৃত্ত দর কম হওয়ায় কিছু সাশ্রয় হয়েছে। দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনসাধারণের জন্য কম খরচে ল্যাট্রিন

নির্মাণ অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ৪২৩৬.৮৫ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪২২৮.৩৪ লক্ষ টাকা। এর কারন হলো স্থানীয় জনগণ বিভিন্ন ধরনের ল্যাট্রিন নির্বাচনের কারণে কিছু সাশ্রয় হয়েছে। পানি পরীক্ষার জন্য ফিল্ড কিটস্ অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ১৪৫.০০ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৪৪.৭১ লক্ষ টাকা। এর কারন হলো নির্ধারিত দামের চেয়ে সরবরাহকারী কম প্রস্তাব করায় কিছু সাশ্রয় হয়েছে। অ্যাকাউন্টিং সফট্ওয়ার এবং পিএমইউ এর আর্থিক ব্যবস্থাপনার বার্ষিক মেইন্টেনেন্স অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ২.৫৫ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১.৬৭ লক্ষ টাকা। এর কারন হলো সফট্ওয়ার সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে রক্ষণাবেক্ষণ পরিষেবার বিল পরিশোধ করতে হয় নাই। গ্রামীণ পাইপড সরবরাহ বিলিং ব্যবস্থার জন্য অ্যাকাউন্টিং সফট্ওয়ার অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ৮.৫০ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫.৫০ লক্ষ টাকা। এর কারন হলো নির্ধারিত দামের চেয়ে সরবরাহকারী কম প্রস্তাব করায় কিছু সাশ্রয় হয়েছে। ইন্টারনেট, ইমেইল ও পিএবিএক্স সিস্টেমসহ অফিস এবং জিও ফিজিক্যাল যন্ত্রপাতি অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬১.৩১ লক্ষ টাকা কিন্তু জুন ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৫৯.৯৬ লক্ষ টাকা। এর কারন হলো নির্ধারিত দামের চেয়ে সরবরাহকারী কম প্রস্তাব করায় কিছু সাশ্রয় হয়েছে।

৩.২ পণ্য ক্রয়, কার্য এবং পরামর্শ সেবা ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা

মূল ডিপিপি এবং আরডিপিপি-এর সাথে ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নে পার্থক্য অনেক। এর মূল কারণ হলো প্রকল্পের প্রায় অর্ধেক বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া, যে কারণে আরডিপিপি তৈরির সময় ক্রয় কার্যক্রম নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে হয়। ডিপিপিতে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণের তারিখ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আরডিপিপিতে দেওয়া হয়নি। এর ফলে প্রক্রিয়াকরণে লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়নি। যেমন- ডিপিপিতে জিডি-৩ প্যাকেজে দরপত্র আহবানের তারিখ ০১/১০/২০১২ তে নির্ধারণ করা হয়েছিল। আরডিপিপিতে শুধু Completed উল্লেখ করা হয়েছে । ফলে প্রকৃতপক্ষে কোন তারিখে শুরু হয়েছে এবং শেষ হয়েছে তা বুঝা যায় না। তবে লক্ষ্যমাত্রা ২৩৪.০০ লক্ষ টাকার মধ্যে প্রকৃত ২১৬.৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে তা বুঝা যায়। অন্যান্য প্যাকেজের ক্ষেত্রে একই পর্যবেক্ষন প্রযোজ্য।

ক্রয় ও সংগ্রহ বিধিমালা (পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮) এর শর্তাবলী অনুসরণ করে যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন করা হয়। প্রকল্পের উল্লিখিত ক্রয় কার্যক্রমের নথিপত্র পযার্লোচনা করে দেখা যায়, ই-জিপি পদ্ধতিতে আহ্বানকৃত টেন্ডারের বিপরীতে ঠিকাদারগণ প্রাক্কলিত মূল্যের চেয়ে হ্রাসকৃত মূল্যে দর দাখিল করায় প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গে অর্থের সাশ্রয় হয়েছে।

টেবিল ৩.৫: ক্রয় কার্যক্রমের প্যাকেজ সংখ্যা

ক্রয়ের ধরন	সর্বশেষ অনুমোদিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে প্যাকেজ সংখ্যা	বাস্তবায়িত প্যাকেজ সংখ্যা	ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত প্যাকেজ সংখ্যা	ই-জিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত প্যাকেজ সংখ্যা
পণ্য	৪৯	৪৬	৩৫	১১
কার্য	৫৫৯	৫৫৭	১৮৭	৩৭০
সেবা	১৭	১৫	১৫	০
মোট	৬২৫	৬১৮	২৩৭	৩৮১

ডিপিএইচই'র ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াগুলির প্রাথমিক মূল্যায়নে তাদের সিস্টেম এবং সক্ষমতার দুর্বলতা চিহ্নিত হয়, যা পরামর্শদাতা সহায়তা, প্রশিক্ষণ এবং গাইডেন্সের মাধ্যমে পূরণ হয়েছিল। সর্বশেষ অনুমোদিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে মোট প্যাকেজ সংখ্যা ৬২৫টি, বাস্তবায়িত প্যাকেজ সংখ্যা ৬১৮টি, এর মধ্যে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত প্যাকেজ সংখ্যা ২৩৭টি এবং ই-জিপি পদ্ধতিতে বাস্তবায়িত প্যাকেজ সংখ্যা ৩৮১টি। প্রকল্পের প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম জুলাই ২০১২ হতে আরম্ভ হলেও মূলতঃ প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপি পদ্ধতিতে আরম্ভ করা হয় ২০১৫ সাল হতে। ডিপিএইচই দক্ষতার সাথে এই সংগ্রহগুলি পরিচালনা করতে সম্পূর্ণ সক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেনি যা প্রকল্পের প্রাথমিক বিলম্ব এবং পরবর্তী পুনর্গঠনের একটি কারণ। ক্রয় প্রক্রিয়া পরিচালনা করার জন্য ডিপিএইচই-এর সক্ষমতা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইন্টারনাল অডিট হয়েছে ৩বার এবং এক্সটারনাল অডিট হয়েছে ৬ বার। সর্বশেষ ০৩/১২/২০১৮ ইং তরিখে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন হয়েছে। অডিটের সকল আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়।

যানবাহন ক্রয় এবং প্রকল্প শেষে যানবাহন ব্যবস্থাপনা

উন্নয়ন প্রকল্পের যানবাহন ক্রয় এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর তা ব্যবহার বিষয়ক পরিপত্রের ২নং বিধান অনুযায়ী- প্রকল্প সমাপ্তির পর মন্ত্রণালয়/সংস্থার যানবাহনের প্রাপ্যতা অথবা নতুন অনুমোদিত প্রকল্প-এর প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান থাকলে অথবা সদ্য সমাপ্ত উক্ত যানবাহনের আবশ্যকতা সম্পর্কে অনুমোদিত প্রকল্প দলিলে উল্লেখ করা থাকলে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়-কে অবগত করে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এটি ব্যবহারের জন্য এতদসংক্রান্ত আদেশ জারি করতে পারবে। এই বিধান অনুযায়ী অধিদপ্তরীয় যানবাহনের প্রাপ্যতা ও নতুন অনুমোদিত প্রকল্প-এর প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান থাকায় সরকারি কাজের সুবিধার্থে প্রকল্প সমাপ্তির পর "বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ক্রয়কৃত যানবাহন বরাদ্দ অধিদপ্তরীয় গাড়ি বরাদ্দ কমিটির ২৫ জুলাই, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উন্নয়ন প্রকল্পের যানবাহন ক্রয় এবং প্রকল্প সমাপ্তির পর অধিদপ্তরীয় কাজের সুবিধার্থে উক্ত যানবাহন বরাদ্দ বহাল রাখার নিমিত্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রমিক নং	বরাদ্দ প্রাপ্ত দপ্তরের নাম	গাড়ির ধরন (জীপ/পিক আপ)	রেজিস্ট্রেশন নম্বর	বরাদ্দ প্রদানের যৌক্তিকতা
১	প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা।	জীপ	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৮২৮৫	অধিদপ্তরীয় দৈনন্দিন কাজ ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সুবিধার্থে উক্ত যানবাহনটি ২৭/০২/২০১৯ তারিখে প্রকল্প হতে বরাদ্দ করা হয়েছিল। প্রকল্প সমাপ্তির পর অধিদপ্তরীয় কাজের সুবিধার্থে উক্ত বরাদ্দ বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
২	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর (পূর্ত) এর কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, কাকরাইল, ঢাকা।	জীপ	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৮২৮৬	অধিদপ্তরীয় দৈনন্দিন কাজ ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের সুবিধার্থে উক্ত যানবাহনটি ২৭/০২/২০১৯ তারিখে প্রকল্প হতে বরাদ্দ করা হয়েছিল। প্রকল্প সমাপ্তির পর অধিদপ্তরীয় কাজের সুবিধার্থে উক্ত বরাদ্দ বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
৩	বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ স্যানিটেশন প্রকল্প	জীপ	ঢাকা মেট্রো-ঘ-১৩-৮২৮৪	উল্লিখিত প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন কাজ তদারকির সুবিধার্থে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ের অনুকূলে এই তিনটি যানবাহন বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল। "বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ স্যানিটেশন প্রকল্প" বাস্তবায়নের সুবিধার্থে এই তিনটি যানবাহন এই অনুমোদিত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। অবশ্য নতুন প্রকল্পের অধীনের গাড়ি ক্রয়ের পর উক্ত যানবাহনগুলো প্রধান প্রকৌশল কর্তৃক অধিদপ্তরের অন্যান্য দপ্তরের জন্য বন্টন করা হয়।
৪	বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ স্যানিটেশন প্রকল্প	পিক আপ	ঢাকা মেট্রো-ঠ-১৩-২১৬৮	
৫	বাংলাদেশের ৩০টি পৌরসভায় পানি সরবরাহ স্যানিটেশন প্রকল্প	পিক আপ	ঢাকা মেট্রো-ঠ-১৩-২১৬৯	
৬	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়, ফরিদপুর সার্কেল, ফরিদপুর	পিক আপ	ঢাকা মেট্রো-ঠ-১৩-২১৭১	উল্লিখিত প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন কাজ তদারকির সুবিধার্থে উক্ত যানবাহনটি ২৭/০২/২০১৯ তারিখে প্রকল্প হতে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছিল। প্রকল্প সমাপ্তির পর অধিদপ্তরীয় কাজের সুবিধার্থে উক্ত বরাদ্দ বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
৭	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়, গ্রাউন্ড ওয়াটার সার্কেল, ঢাকা	পিক আপ	ঢাকা মেট্রো-ঠ-১৩-২১৭২	উল্লিখিত প্রকল্পের অধীনে পর্যবেক্ষণ কূপসহ ভূগর্ভস্থ নিরাপদ পানি সম্পদের পরিবীক্ষণ এবং ক্যারেক্টরাইজেশন কাজ বাস্তবায়ন ও তদারকির সুবিধার্থে উক্ত যানবাহনটি ২৭/০২/২০১৯ তারিখে প্রকল্প হতে বরাদ্দ করা হয়েছিল। প্রকল্প সমাপ্তির পর

				অধিদপ্তরীয় কাজের সুবিধার্থে উক্ত বরাদ্দ বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
৮	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়. বাগেরহাট জেলা	পিক আপ	ঢাকা মেট্রো-ঠ-১৩-২১৭০	উল্লিখিত প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন কাজ তদারকির সুবিধার্থে উক্ত যানবাহনটি ২৭/০২/২০১৯ তারিখে প্রকল্প হতে বরাদ্দ করা হয়েছিল। প্রকল্প সমাপ্তির পর অধিদপ্তরীয় কাজের সুবিধার্থে উক্ত বরাদ্দ বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।
৯	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়. মাগুরা জেলা	পিক আপ	ঢাকা মেট্রো-ঠ-১৩-২১৭৩	উল্লিখিত প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের বাস্তবায়ন কাজ তদারকির সুবিধার্থে উক্ত যানবাহনটি ২৭/০২/২০১৯ তারিখে প্রকল্প হতে বরাদ্দ করা হয়েছিল। প্রকল্প সমাপ্তির পর অধিদপ্তরীয় কাজের সুবিধার্থে উক্ত বরাদ্দ বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

৩.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন

৩.৩.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন

পানির উৎসের প্রতিবন্ধকতার ফলে বাংলাদেশের অনেক অঞ্চল পানির সংকটের সম্মুখীন হচ্ছে। অধিকন্তু অগভীর পানির স্তরে আর্সেনিক দূষণ, মাত্রাতিরিক্ত আয়রনের উপস্থিতি এবং লবণাক্ততার কারণে ভূগর্ভস্থ পানির উৎস উন্নয়ন সহজ নয়। যার ফলে অনেক মানুষের কাছে নিরাপদ পানি প্রাপ্তির সুযোগ দুর্লভ হয়ে পড়ে। সুতরাং কারিগরি ও সামাজিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উদ্ভাবন এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে তা সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাছাড়া পানি সরবরাহ ব্যবস্থার টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীসহ অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করাও খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে দুর্গম এলাকার জনগণের জন্য নিরাপদ পানি সহজলভ্য করা এবং মানুষের জন্য নিরাপদ পানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করা একটি মৌলিক প্রয়োজন সরকারের এমন প্রতিশ্রুতির সাথে প্রকল্পের উদ্দেশ্য সঙ্গতিপূর্ণ। প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সরকারের এ সংক্রান্ত নীতিমালা ও কৌশলসমূহ ছিল সঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং উক্ত প্রকল্পের যৌক্তিকতা যথাযথ ছিল।

আরডিপিপি অনুসারে উদ্দেশ্যসমূহ	আউট-পুট ও অর্জন
ব্যাপকভাবে আর্সেনিক ও লবণাক্ততা আক্রান্ত এলাকার নির্বাচিত গ্রামসমূহে বেসরকারি উদ্যোক্তা, জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বেসরকারি খাতের অংশিদারিত্বের আওতায় পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ স্কিম (Piped Water Supply Scheme) নির্মাণ।	ব্যাপকভাবে আর্সেনিক ও লবণাক্ততা আক্রান্ত এলাকার নির্বাচিত গ্রামসমূহে বেসরকারি উদ্যোক্তা জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বেসরকারি খাতের অংশিদারিত্বের আওতায় এ প্রকল্পে পাইপের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে ৩৭টি স্কিম নির্মাণ সম্পন্ন করেছে এবং এর মাধ্যমে ৯৩,০৭৮ জনগোষ্ঠীর মধ্যে উন্নত পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। যেখানে আনুমানিক লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৮১,০০০ জনগোষ্ঠী।
আর্সেনিক, আয়রন ও লবণাক্ততাজনিত দূষণের নিরিখে অতি সংক্রমিত ঝুঁকিপূর্ণ নির্বাচিত গ্রাম ও ইউনিয়নসমূহে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যতীত অন্যান্য পদ্ধতি (Options) নির্মাণ।	আর্সেনিক, আয়রন ও লবণাক্ততাজনিত দূষণের নিরিখে অতি ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার গ্রাম ও ইউনিয়নসমূহে গভীর ও অগভীর নলকূপ, বৃষ্টির পানি ধারণ ব্যবস্থা (Rain Water Harvesting System), পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (Pond Sand Filter), এ আই আর পি সহ মোট ২০,৪৭৫টি পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ১২,১৯,৬৭৬ জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত পানির উৎস নিশ্চিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আনুমানিক লক্ষ্য মাত্রা ছিল ১২,৩৬,৬৭৭ জনগোষ্ঠী;
নির্বাচিত ইউনিয়নসমূহে অতিদরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের জন্য স্বল্পমূল্যে ল্যাট্রিন নির্মাণ।	উক্ত প্রকল্পে নির্বাচিত ইউনিয়নসমূহে অতি দরিদ্র ও দরিদ্র পরিবারের জন্য ৪টি ভিন্ন ধরনের স্বল্পমূল্যের ৫৫,০০০টি পায়খানা নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ২,৪৭,৫০০ গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের জন্য স্বল্পমূল্যের স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে।

বিদ্যমান ১৯টি পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই ব্যবস্থার পুনর্বাসন।	বিদ্যমান ১৯টি পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই ব্যবস্থার পুনর্বাসনের মাধ্যমে ৬,০০৭ জনগোষ্ঠীর মধ্যে উন্নত পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আনুমানিক লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৪,৬১২ জনগোষ্ঠী।
৩৮৩টি পর্যবেক্ষণ নলকূপের বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে শ্রেণিকরণ;	৩৮৩টি পর্যবেক্ষণ নলকূপের বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে শ্রেণিকরণ (Characterization) করা হয়েছে।
স্থানীয় বেসরকারি খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানসম্পন্ন স্যানিটেশন ব্যবস্থা, এর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত আচরণে উৎসাহিত করার জন্য নির্বাচিত ইউনিয়নসমূহে পরীক্ষমূলক উদ্যোগ গ্রহণ।	বাগেরহাট জেলার অন্তর্গত ৪টি উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নের সহযোগী সংগঠন (Support Organization)কে সম্পৃক্ত করে ১০০% স্যানিটেশন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্পর্কিত মার্কেটিং সম্পন্ন হয়েছে। অধিকন্তু সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে জনগোষ্ঠী সংগঠিতকরণ, পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যতীত অন্যান্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন, স্বাস্থ্যসম্মত আচরণ উৎসাহিতকরণ, স্থানীয় উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি, তাছাড়া স্থানীয় স্বাস্থ্যসম্মত মাধ্যম ল্যাট্রিন উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের তালিকাভুক্তির মাধ্যমে কিস্তিতে ল্যাট্রিন বিক্রয়।
গুরুত্বপূর্ণ অংশীজনদের (Key Stakeholders) সক্ষমতা বৃদ্ধি।	বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ ও স্থানীয় স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের তালিকাভুক্ত করার মাধ্যমে গ্রামীণ স্যানিটেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে সে জন্য প্রকল্পের পক্ষ থেকে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।
ইনপুট	
ডিপিপি অনুযায়ী ৪৬ জন জনবল নিয়োগ।	২১ জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। এছাড়া ৫ জন পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে; ● প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট ● ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট এনালিস্ট ● হাইড্রো-জিওলজিস্ট ● সিনিয়ন ওয়াটার সাপ্লাই স্পেশালিস্ট ● ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট উল্লেখিত পাঁচ জন পরামর্শক দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিক ইনপুটের আওতায় প্রকল্পে কর্মরত ছিলেন। তাদের মোট ম্যান-মান্থ ছিল ২২৬ এবং সব ইনপুট ব্যবহার হয়েছে , পিডির মতে পরামর্শকবৃন্দ দক্ষ ও কার্যকরী ছিল।
প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং তদারকির জন্য পরামর্শ পরিষেবা।	প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য একটি পরামর্শ সংস্থা (টিএ) নিয়োগ করা হয়েছে;
সামাজিক বিপণন সম্পর্কিত স্যানিটেশন মার্কেটিং পরিচালনার জন্য ক্ষুদ্র ঋণ ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা।	সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রচারের জন্য পরামর্শক সংস্থা/এনজিও নিয়োগ করা হয়েছে।
পাইপযুক্ত এবং নন-পাইপযুক্ত পানি সরবরাহের জন্য তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে প্রযুক্তিগত এবং সামাজিক তদারকি ও মূল্যায়ন।	পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে পৃথক পরামর্শদাতা নিয়োগ। সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থা কর্তৃক নিরীক্ষণ। মন্ত্রণালয় থেকে ১বার, আইএমইডি থেকে ২বার ও পিএমইউ থেকে ৩৯ বার প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়।
পানি পরীক্ষার কিট এবং জিপিএস ব্যবহার।	পানি পরীক্ষার জন্য ১৫০০ ফিল্ড টেস্ট কিট এবং ১০০ জিপিএস সংগ্রহ, বিতরণ এবং ব্যবহার করা হয়।
যানবাহন।	৩টি জিপ, ৬টি ডাবল কেবিন পিকআপ, ৬৬টি মোটর বাইক এবং ১০০টি বাই সাইকেল ক্রয় এবং বিতরণ করা হয়।

৩.৪ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

৩.৪.১ প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য

টেবিল: ৩.৬: প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য

ক্রমিক নং	কমকর্তার নাম	দায়িত্ব/পদবি	দায়িত্বকাল	
			যোগদান	ট্রান্সফার
১	জনাব মনোয়ার আলী	প্রকল্প পরিচালক/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী	২৪/০৭/২০১২	২৩/০২/২০১৫
২	জনাব এ কে এম ইব্রাহীম	প্রকল্প পরিচালক/তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২৩/০২/২০১৫	২৪/০৪/২০১৭
৩	জনাব মীর আব্দুস সাহিদ	প্রকল্প পরিচালক/ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২৪/০৪/২০১৭	৩০/০৬/২০১৮

৩.৪.২ পিআইসি ও পিএসসি কমিটি সম্পর্কিত তথ্য

ডিপিপিতে উল্লেখ আছে যে, বছরে ২বার পিএসসি মিটিং হওয়ার উল্লেখ থাকলেও প্রকল্প সময়ের মধ্যে সর্বমোট ৪বার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও পিআইসি'র মিটিং বছরে ২বার হওয়ার উল্লেখ থাকলেও প্রকল্প সময়ের মধ্যে সর্বমোট ৪বার অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং এর সিদ্ধান্ত ও গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ দেওয়া হলো:

ক. "Bangladesh Rural Water Supply and Sanitation Project (BRWSSP)" শীর্ষক প্রকল্পের উপর ০৭/১২/২০১১ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প যাচাই কমিটির সিদ্ধান্তের উপর স্থানীয় সরকার বিভাগ/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিপ্তরের গৃহীত ব্যবস্থা:

ক্রমিক নং	প্রকল্প যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত	ক্রমিক নং	স্থানীয় সরকার বিভাগ/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা
১	প্রকল্পের গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক ঘোষিত সকলের জন্য পানি সরবরাহ এবং ২০১৩ এর মাধ্যমে ১০০% স্যানিটেশন কাভারেজ অর্জনে কি প্রভাব পড়বে তা ডিপিপিতে উল্লেখ করতে হবে এবং প্রকল্পের ডিপিপি'র পার্ট বি এর উদ্দেশ্য অনুচ্ছেদে তা বিস্তারিত আকারে প্রতিস্থাপন করতে হবে।	১	প্রকল্পের গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক ঘোষিত সকলের জন্য পানি সরবরাহ এবং ২০১৩ এর মাধ্যমে ১০০% স্যানিটেশন কাভারেজ অর্জনে কি প্রভাব পড়বে তা ডিপিপিতে ডিপিপি'র পার্ট বি উল্লেখ করা হয়েছে এবং বিস্তারিতভাবে দেয়া আছে।
২	ডিপিএইচই কর্তৃক বাস্তবায়িত সমধর্মী প্রকল্প হতে অর্জিত অভিজ্ঞতা (ডিপিপি অনুচ্ছেদ ১৭) বিস্তারিতভাবে ডিপিপিতে উল্লেখ করতে হবে, এ আলোকে পর্যবেক্ষণপূর্বক প্রকল্প কার্যক্রমের দ্বৈততা পরিহার করতে হবে।	২	ডিপিএইচই কর্তৃক বাস্তবায়িত সমধর্মী প্রকল্প হতে অর্জিত অভিজ্ঞতা (ডিপিপি অনুচ্ছেদ ১৭) বিস্তারিতভাবে ডিপিপিতে উল্লেখপূর্বক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে।
৩	প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের Criteria ডিপিপি-তে সন্নিবেশ করতে হবে।	৩	প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের Criteria ডিপিপি-তে সন্নিবেশ করা হয়েছে।
৪	প্রকল্পে ভূমি ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে কিন্তু অধিগ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ নেই। বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	৪	প্রকল্পে প্রয়োজনীয় ভূমি ইউনিয়ন পরিষদ প্রদান করে। সে কারণে ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র ভূমি উন্নয়নের সংস্থান রাখা হয়েছে।
৫	প্রকল্পের বিভিন্ন পদে ৮৫ জনবল বিষয়ে অর্থ বিভাগের জনবল সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ পুনর্গঠিত ডিপিপি-তে সন্নিবেশিত করতে হবে।	৫	প্রকল্পের বিভিন্ন পদে ৮৫ জনবল বিষয়ে অর্থ বিভাগের জনবল সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ এর জন্য জনবল প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
৬	Supply and Service অঙ্গের বিস্তারিত বিভাজন পুনর্গঠিত ডিপিপি-তে	৬	Supply and Service অঙ্গের বিস্তারিত বিভাজন পুনর্গঠিত ডিপিপি-তে সন্নিবেশ করা

	সন্নিবেশ করতে হবে।		হয়েছে।
৭	প্রকল্প পরামর্শকের ৭টি প্যাকেজ সর্বমোট ৭৪৯১.৯৬ লক্ষ টাকার (মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১১.৬৯%) সংস্থান রয়েছে। বিষয়টির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	৭	প্রকল্প পরামর্শকের ৭টি প্যাকেজের বিষয়টির সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
৮	Works Procurement Plan Characterization and Monitoring of Safe Ground Service Procurement Plan এ স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন।	৮	Works Procurement Plan Characterization and Monitoring of Safe Ground Service Procurement Plan এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে।
৯	প্রকল্পে ব্যবহারযোগ্য পাইপ লাইনের Specification (মিমি ডায়া) ডিপিপি-তে প্রতিস্থাপিত করতে হবে।	৯	প্রকল্পে ব্যবহারযোগ্য পাইপ লাইনের Specification (মিমি ডায়া) ডিপিপি-তে প্রতিস্থাপিত করতে হয়েছে।
১০	পাইপড্ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম এবং বিভিন্ন ধরনের পানির উৎসসমূহ কোন জেলার কোন উপজেলাতে কতটি স্থাপন করা হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে ডিপিপি-তে উল্লেখ করতে হবে।	১০	পাইপড্ ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম এবং বিভিন্ন ধরনের পানির উৎসসমূহ কোন জেলার কোন উপজেলাতে কতটি স্থাপন করা হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে ডিপিপি-তে উল্লেখ করা হয়েছে।
১১	CBO/Sponsor নির্বাচন পদ্ধতি ও প্রকল্প এলাকায় কার্যক্রম প্রক্রিয়া এবং নীতিমালা ডিপিপি-তে সংযুক্ত করতে হবে।	১১	CBO/Sponsor নির্বাচন পদ্ধতি ও প্রকল্প এলাকায় কার্যক্রম প্রক্রিয়া এবং নীতিমালা ডিপিপি-তে সংযুক্ত করা হয়েছে।

খ. "Bangladesh Rural Water Supply and Sanitation Project (BRWSSP)" শীর্ষক প্রকল্পের উপর ০২/০২/২০১২ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত PIC সভার সিদ্ধান্তের উপর স্থানীয় সরকার বিভাগ/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিপ্তরের গৃহীত ব্যবস্থা:

ক্রমিক নং	PIC সভার সিদ্ধান্ত	ক্রমিক নং	স্থানীয় সরকার বিভাগ/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা
১	ডিপিপি'র উদ্দেশ্যের মধ্যে Public Private Partnership (PPP) concept টি ডিপিপি হতে বাদ দিয়ে তার স্থলে Partnership with Private Sector রাখতে হবে।	১	ডিপিপি'র উদ্দেশ্যের মধ্যে Public Private Partnership (PPP) concept টি ডিপিপি হতে বাদ দিয়ে তার স্থলে Partnership with Private Sector রেখে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে।
২	প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পরামর্শক বাবদ ৬২৯৪.৭৩ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৯.২৫% হতে আনুপাতিক হারে কর্তন করে ৬.৫০%-৭.০০% অর্থ পরামর্শক খাতে বরাদ্দ এবং অবশিষ্ট অর্থ মুলধন খাতে পানির বিভিন্ন অপশনে পুনরায় বরাদ্দ রাখতে হবে।	২	প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন পরামর্শক বাবদ ৪৭৪০.৬৮ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট প্রকল্প ব্যয়ের প্রায় ৬.২৫% নির্ধারণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট অর্থ মূলধন খাতে পানির বিভিন্ন অপশনে পুনরায় বরাদ্দ করে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে।
৩	প্রকল্পের আওতায় জনবলের সংস্থাপনের প্রস্তাব অর্থ বিভাগের জনবল সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ সংগ্রহপূর্বক পুনর্গঠিত ডিপিপিতে সংযুক্ত করতে হবে।	৩	প্রকল্পের আওতায় জনবলের সংস্থাপনের প্রস্তাব অর্থ বিভাগের জনবল সংক্রান্ত কমিটির সুপারিশ সংগ্রহপূর্বক পুনর্গঠিত ডিপিপিতে সংযুক্ত করা হয়েছে।
৪	প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত ২১টি জেলার সাথে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় জেলাসহ অন্যান্য আর্সেনিক প্রবণ জেলাগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে	৪	প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত ২১টি জেলার সাথে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উপকূলীয় জেলাসহ অন্যান্য আর্সেনিক প্রবণ জেলাগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে

	প্রকল্প এলাকা সম্প্রসারণ করে জেলাওয়ারী ব্যয় আনুপাতিক হারে সামঞ্জস্য করে পুনর্বিন্যাস করতে হবে।		প্রকল্প এলাকা সম্প্রসারণ করে ২১টি জেলার পরিবর্তে ৩৩টি জেলায় জেলাওয়ারী ব্যয় আনুপাতিক হারে সামঞ্জস্য করে ডিপিপি পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।
৫	প্রকল্পের আওতায় কত ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন করা হবে তা উল্লেখসহ PWD সর্বশেষ Rate Schedule অনুযায়ী Specification সহ Detail Estimate পুনর্গঠিত ডিপিপিতে সন্নিবেশ করতে হবে।	৫	প্রকল্পের আওতায় কত ঘনমিটার ভূমি উন্নয়ন করা হবে তা উল্লেখসহ PWD সর্বশেষ Rate Schedule অনুযায়ী Specification সহ Detail Estimate পুনর্গঠিত ডিপিপিতে সন্নিবেশ করা হয়েছে।
৬	Unpaid Liability of BWSPP ৩.০০ কোটি টাকা প্রকল্প বাদ দিতে হবে।	৬	Unpaid Liability of BWSPP ৩.০০ কোটি টাকা প্রকল্প বাদ দিয়ে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে।
৭	Construction of Rural Piped Water Supply Schemes by Private Sponsors Installation of Safe Water Options in Arsenic and Saline Effected Areas অঙ্গের Detail সহ কোন কোন Water Options ব্যবহার করা হবে তার বিস্তারিত পুনর্গঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	৭	Construction of Rural Piped Water Supply Schemes by Private Sponsors Installation of Safe Water Options in Arsenic and Saline Effected Areas অঙ্গের Detail সহ কোন কোন Water Options ব্যবহার করা হবে তার বিস্তারিত পুনর্গঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
৮	ডিপিপির ৭৮ নং পৃষ্ঠার ৪ নং অনুচ্ছেদে এর Sr. Hydro Geologist স্থলে Hydro Geologist এর পদ রাখতে হবে। ৮০ নং পৃষ্ঠায় Resident Engineer এর Persons Month ৩০০ থেকে কমিয়ে ২৭০ রাখতে হবে।	৮	ডিপিপির ৭৮ নং পৃষ্ঠার ৪ নং অনুচ্ছেদে এর Sr. Hydro Geologist স্থলে Hydro Geologist এর পদ করা হয়েছে। ৮০ নং পৃষ্ঠায় Resident Engineer এর Persons Month ৩০০ থেকে কমিয়ে ২৭০ করা হয়েছে।
৯	ডিপিপিতে প্রকল্পের অর্থভিত্তিক ব্যয়ে যেখান থেকে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে থোক এর পরিবর্তে সংখ্যা/পরিমাণ উল্লেখপূর্বক Details Break up পুনর্গঠিত ডিপিপিতে সংযুক্ত করতে হবে।	৯	ডিপিপিতে প্রকল্পের অর্থভিত্তিক ব্যয়ে যেখান থেকে উল্লেখ করা হয়েছে সেখানে থোক এর পরিবর্তে সংখ্যা/পরিমাণ উল্লেখপূর্বক Details Break up পুনর্গঠিত ডিপিপিতে সংযুক্ত করা হয়েছে।
১০	Study Tour and Exposure visits of DPHE Officials and Project Related Personal অঙ্গের বিস্তারিত বিভাজন পুনর্গঠিত ডিপিপিতে সন্নিবেশ করতে হবে।	১০	Study Tour and Exposure visits of DPHE Officials and Project Related Personal অঙ্গের বিস্তারিত বিভাজন পুনর্গঠিত ডিপিপিতে সন্নিবেশ করা হয়েছে।
১১	যন্ত্রপাতি ও যানবাহনের অঙ্গের ব্যয় যৌক্তিকভাবে হ্রাস করে তা পানির বিভিন্ন অপশনে স্থানান্তর করতে হবে।	১১	যন্ত্রপাতি ও যানবাহনের অঙ্গের ব্যয় যৌক্তিকভাবে হ্রাস করে তা পানির বিভিন্ন অপশনে স্থানান্তর করা হয়েছে।

গ. বিষয়ঃ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিআইসি) সভার কার্যবিবরণী।

১৯ নভেম্বর, ২০১৫ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র উপর প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিআইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে দেওয়া হলো।

সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ এবং তা বাস্তবায়িত হয়েছে:

১. প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদকাল আরও দেড় বছর বৃদ্ধি করে জুলাই, ২০১২ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ নির্ধারণ করা যেতে পারে;

২. বিশ্বব্যাংকের সুপারিশ মোতাবেক "ঘূর্ণিঝড় ও দুর্যোগ কবলিত এলাকায় নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন খাতটি বাদ দিয়ে এখাতে জিওবি অর্থ বরাদ্দ বাদ দিতে হবে; এবং

৩. নতুনভাবে প্রস্তাবিত "রুরাল পাইপড্ ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমসমূহের পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ" ও "ছোট শহরের ফিজিবিলিটি স্টাডি" শীর্ষক অঙ্গ দুটি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

ঘ. বিষয়ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন" শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি'র ৩য় সভার কার্যবিবরণী।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন" প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি'র ৩য় সভা ১২/১২/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে দেওয়া হলো।

সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নরূপ এবং তা বাস্তবায়িত হয়েছে:

১. বিশ্বব্যাংক-এর Aid Memorie (১৯-২৮ আগষ্ট, ২০১৬) এবং বর্তমান ওয়ার্ক প্ল্যান অনুযায়ী জুন, ২০১৭ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;

২. পাইপড্ ওয়াটার স্কিম মনিটরিং ও সুপারভিশনের স্বার্থে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ এবং প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত অর্থ যথাযথ প্রক্রিয়ায় আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

৩. ডিপিপি সংশোধনের মাধ্যমে প্রকল্পের সাশ্রয়কৃত অর্থের দ্বারা আর্সেনিক এবং লবণাক্ত প্রবণ এলাকায় নন পাইপড্ পানির উৎস ও উন্নত মানের স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

৪. সাশ্রয়কৃত অর্থে অতিরিক্ত পানির উৎস ও উন্নত মানের স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পের রিস্ট্রাকচারিং প্রস্তাবসহ ফাইনান্সিং এগ্রিমেন্টের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব জরুরি ভিত্তিতে ইআরডি-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকে প্রেরণ করতে হবে।

ঙ. বিষয়: ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ (২৩ ভাদ্র ১৪২৪) তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটি-এর সভার কার্যবিবরণী।

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "Bangladesh Rural Water Supply and Sanitation Project (BRWSSP) (1st Revised)" শীর্ষক প্রকল্পের ওপর স্টিয়ারিং কমিটির সভা ০৭/০৯/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তসমূহ নিম্নে দেওয়া হলো।

সিদ্ধান্ত	স্থানীয় সরকার বিভাগ/জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা
"Bangladesh Rural Water Supply and Sanitation Project (BRWSSP) (1st Revised)" শীর্ষক প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে মেয়াদকাল ৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধি করে জুলাই ২০১২ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত নির্ধারণপূর্বক ২য় সংশোধনী প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;	সাশ্রয়কৃত অর্থের দ্বারা অতিরিক্ত কার্যাদি সম্পন্ন - ০৭/০৯/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের সাশ্রয়কৃত অর্থের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন বাবদ বিদ্যমান বরাদ্দ ১৭,২৭৫টির অতিরিক্ত ৩২০০টি ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন স্থাপন বাবদ বিদ্যমান বরাদ্দ ৫০০০০টির অতিরিক্ত ৫০০০টি বাস্তবায়িত হয় এবং দ্বিতীয় বার সংশোধিত হয়।
১. ২য় সংশোধনীতে- **(ক)** ডিপিপি'র Installation of safe water options in arsenic and saline affected areas অঙ্গে (কোড ৭০০০) অনুমোদিত বরাদ্দ অপরিবর্তিত রেখে ১৭২৭৫টি পানির উৎসের অতিরিক্ত ৩২০০টি সহ মোট (১৭২৭৫+৩২০০) = ২০৪৭৫টি পানির উৎস স্থাপনের সংস্থান রাখতে হবে;	
(খ) ডিপিপি'র Installation of low-cost latrine sets for poor অঙ্গে (কোড ৭০০০) বরাদ্দ অপরিবর্তিত রেখে অনুমোদিত ৫০০০০টি ল্যাট্রিনের অতিরিক্ত ৫০০০টিসহ মোট ৫৫০০০টি ল্যাট্রিন স্থাপনের সংস্থান রাখতে হবে;	
(গ) প্রকল্পের বর্ধিত মেয়াদে (জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত) প্রকল্পে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান রেখে জনবল খাতে ব্যয় নির্ধারণ করতে হবে।	ডিসেম্বর/২০১৭ মাসের পর অধিদপ্তরের সার্কেল পর্যায়ে প্রকল্পের ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রয়োজন না থাকায় ঐ আঞ্চলিক কার্যালয়গুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রকল্প সমাপ্তিতে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন, বিশ্বব্যাংকের আরসিআর প্রস্তুতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য প্রস্তাবিত বর্ধিত মেয়াদে শুধুমাত্র ১১ জন জনবল নিয়োজিত হয়।

৩.৫ প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

ডিপিপিতে প্রভাব মূল্যায়ন সংক্রান্ত যে সকল নির্দেশিকার উল্লেখ আছে তা হলো - আর্সেনিক, লবণাক্ত , আয়রন ও জীবাণুমুক্ত নিরাপদ পানির সহজলভ্যতা বিশেষত নারীদের প্রয়োজনীয় সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপদ পানি সারা বছর ব্যাপী ব্যবহার করতে পারা; পানি সংগ্রহের সময় কম লাগা; স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়া; পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমা এবং চিকিৎসার ব্যয় সাশ্রয় হওয়া; গ্রামীণ পর্যায়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়া; সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন হওয়া। নিম্নলিখিত ফলাফল জরিপে সকল প্রস্তাব করা হয়েছিল বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩. ৫.১ উত্তরদাতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান বিশ্লেষণ

জরিপে আটটি বিভাগের সর্বমোট ১,৭৮৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতা ঢাকা বিভাগের যা মোট উত্তরদাতার এক চতুর্থাংশের বেশি এবং সর্বনিম্ন সংখ্যক উত্তরদাতা ময়মনসিংহ বিভাগের যা মোট উত্তরদাতার মাত্র ১.৭%। টেবিল ৩.৭-এ বিভাগওয়ারী উত্তরদাতার সংখ্যা প্রদান করা হল।

টেবিল ৩.৭: বিভাগ অনুসারে উত্তরদাতার বিন্যাস

বিভাগ	সংখ্যা (n=১,৭৮৯)	%
বরিশাল	২৭০	১৫.১%
চট্টগ্রাম	২৪২	১৩.৫%
ঢাকা	৪৫৯	২৫.৭%
খুলনা	৩০৬	১৭.১%
ময়মনসিংহ	৩০	১.৭%
রাজশাহী	৯৪	৫.৩%
রংপুর	১৭৬	৯.৮%
সিলেট	২১২	১১.৯%

টেবিল ৩.৮-এ ডেমোগ্রাফিক ও আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে। উত্তরদাতাদের শতকরা ৭০ ভাগই ছিলেন নারী; বরিশাল ব্যতীত সকল বিভাগেই পুরুষের তুলনায় নারীদের সংখ্যা ছিল বেশি এবং সিলেট বিভাগে প্রায় সকলেই নারী (৯৭.৬%)। সার্বিকভাবে অর্ধেকের বেশি (৫১.৯%) উত্তরদাতার বয়স ৩০-৫০ বছর, ময়মনসিংহে ৭৩.৪% যা অন্যান্য বিভাগের তুলনায় সর্বোচ্চ। প্রায় এক পঞ্চমাংশ উত্তরদাতা পঞ্চাশোর্ধ, বরিশাল বিভাগে ২৯.৩% এবং সিলেট বিভাগে মাত্র ৮%। ৬৪.১% উত্তরদাতার পরিবারের মাসিক আয় ১০,০০০ টাকা থেকে ২০,০০০ টাকার মধ্যে, যা ময়মনসিংহ বিভাগে সর্বোচ্চ (৯০.০%) এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরিশাল বিভাগে (৮৪.৮%)। উত্তরদাতাদের পরিবারের মধ্যে যাদের মাসিক আয় ১০,০০০ টাকার নিচে এমন পরিবারের সংখ্যা শতকরা ১৩.৪ ভাগ, রংপুর বিভাগে ৩২.৮ ভাগ এবং খুলনা বিভাগে ২৫.৯ ভাগ। সার্বিকভাবে ৬.২% উত্তরদাতার পরিবারে পরিবার প্রধান নারী, চট্টগ্রাম বিভাগে যা সর্বোচ্চ (১৪.০%)। উত্তরদাতাদের তথ্য অনুযায়ী ২৮টি পরিবারে (১.৬%) সর্বমোট ৫১ জন প্রতিবন্ধী সদস্য আছেন, যাদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা ২২ জন (প্রতিবন্ধী সদস্যের ৪৩.১%)।

টেবিল ৩.৮: উত্তরদাতা এবং তাদের পরিবারের ডেমোগ্রাফিক ও আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য %

উত্তর	বরিশাল (n=২৭০)	চট্টগ্রাম (n=২৪২)	ঢাকা (n=৪৫৯)	খুলনা (n=৩০৬)	ময়মনসিংহ (n=৩০)	রাজশাহী (n=৯৪)	রংপুর (n=১৭৬)	সিলেট (n=২১২)	সর্বমোট (n=১,৭৮৯)
উত্তরদাতার লিঙ্গ (%)									
পুরুষ	৫৩.০	৩৭.৬	১৯.৮	৪৭.১	৪৬.৭	২৩.৪	১১.৯	২.৪	২৯.৭
নারী	৪৭.০	৬২.৪	৮০.২	৫২.৯	৫৩.৩	৭৬.৬	৮৮.১	৯৭.৬	৭০.৩
বয়স(%)									
১৫-৩০ বছর	১৮.৫	৩০.২	৩১.১	২৪.৫	১০.০	২১.৬	৩৩.১	৩৯.২	২৮.২
৩০-৫০ বছর	৫২.২	৪৯.২	৫২.৬	৫০.৭	৭৩.৩	৫৬.৮	৪৮.৬	৫২.৮	৫১.৯
৫০ বছরের উর্দ্ধে	২৯.৩	২০.৭	১৬.৩	২৪.৮	১৬.৭	২১.৬	১৮.৩	৮.০	১৯.৮
উত্তরদাতাদের পরিবারের মাসিক আয় (টাকা) (%)									
১০,০০০ এর নিচে	৫.২	৯.৯	১০.৮	২৫.৯	৩.৩	১৩.২	৩২.৮	১.০	১৩.৪
১০,০০০-২০,০০০	৮৪.৮	৬৫.৭	৫২.৫	৬৩.০	৯০.০	৬৫.৯	৫৭.৫	৬২.৯	৬৪.১
২০০০০ এর উর্দ্ধে	১০.০	২৪.৪	৩৬.৬	১১.১	৬.৭	২০.৯	৯.৮	৩৬.২	২২.৫
পরিবার প্রধানের লিঙ্গ(%)									
পুরুষ	৯৪,১	৮৬,০	৯৫.২	৯৪.৪	১০০.০	৯১.৪	৯২.৬	৯৯.৫	৯৩.৮
নারী	৫.৯	১৪.০	৪.৮	৫.৬	০.০	৮.৬	৭.৪	০.৫	৬.২

টেবিল ৩.৯ অনুযায়ী উত্তরদাতা পরিবারের প্রধানদের মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক কৃষি কাজের পেশায় নিয়োজিত যা মোট পরিবারের শতকরা ৩০ ভাগ, ময়মনসিংহ বিভাগে সর্বোচ্চ যা শতকরা ৭৩ ভাগ। একটি বড় সংখ্যক পরিবার প্রধান (১৮.৯%) দিনমজুর হিসাবে কাজ করেন, খুলনা বিভাগে যা এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি (৩৭.৩%)। গড়ে পরিবার প্রতি ১.৩ জন উপার্জনকারী সদস্য বিদ্যমান।

টেবিল ৩.৯: বিভাগ অনুসারে উত্তরদাতার পরিবার প্রধানের পেশা

উৎস	বরিশাল	চট্টগ্রাম	ঢাকা	খুলনা	ময়মনসিংহ	রাজশাহী	রংপুর		গড়
	(n=২৭০)	(n=২৪২)	(n=৪৫৯)	(n=৩০৬)	(n=৩০)	(n=৯৪)	(n=১৭৬)	(n=২১২)	(n=১,৭৮৯)
কৃষি (%)	৪০.৪	১৮.২	৩২.৫	১৯.০	৭৩.৩	৩৫.১	৩৯.৮	২৪.১	৩০.০
ক্ষুদ্র ব্যবসা (%)	১৫.২	১৯.০	২১.১	১৮.৩	১০.০	১০.৬	১০.৮	২০.৮	১৭.৭
বড় ব্যবসা (%)	০.৪	৪.৫	০.৯	২.৯	০.০	০.০	০.৬	৫.৭	২.১
চাকুরি (%)	৮.১	১৫.৩	১৫.৭	৭.৮	৬.৭	৬.৪	১৩.১	১০.৪	১১.৬
দিনমজুর (%)	১৮.১	৭.৪	৭.৪	৩৭.৩	৬.৭	৩০.৯	২৭.৩	২১.২	১৮.৯
গৃহিণী (%)	৫.৯	১২.০	২.৮	৪.৬	০.০	৩.২	৩.৪	০.০	৪.৫
মৎস্য চাষ (%)	০.০	১.৭	১.১	১.০	০.০	০.০	০.০	৩.৮	১.১
বিদেশে কর্মরত (%)	০.০	৭.৯	৪.৪	০.৩	০.০	০.০	০.০	৪.৭	২.৮
অন্যান্য (%)	১১.৯	১৪.০	১৩.৩	৮.৫	০.০	১২.৮	৪.৫	৯.৪	১০.৮
উত্তর নাই			০.৯	০.৩	৩.৩	১.১	০.৬		০.৪

৩.৫.২ পানি সরবরাহ প্রযুক্তি ও ব্যবহার

খাবার পানির উৎসের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য টেবিল ৩.১০-এ উপস্থাপন করা হয়েছে। খাবার পানির উৎস হিসাবে সাত ধরনের পানি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় যা পৃথক জিও-হাইড্রোলজিক্যাল এলাকার অবস্থা অনুযায়ী ভিন্ন। উত্তরদাতার পরিবারসমূহের মধ্যে শতভাগ ৫৭.৬% পরিবার খাবার পানির প্রধান উৎস হিসাবে গভীর নলকূপ ব্যবহার করে। ঢাকা ও চট্রগ্রাম বিভাগে প্রায় চার-পঞ্চমাংশ পরিবার এবং বরিশাল বিভাগে ৬৫.২% পরিবার গভীর নলকূপ ব্যবহার করে । সার্বিকভাবে অগভীর নলকূপ ব্যবহার করে প্রায় ১৬.২% পরিবার এবং এই প্রযুক্তি ব্যবহারের হার রাজশাহী বিভাগে সবচেয়ে বেশি যা ৮১.৯%। রংপুর ও সিলেট বিভাগে যথাক্রমে ৫৬.৩% এবং ৪৮.১% পরিবার অগভীর নলকূপ ব্যবহার করে। ঢাকা, চট্রগ্রাম, ময়মনসিংহ, খুলনা এবং বরিশাল বিভাগে খাবার পানির উৎস হিসাবে অগভীর নলকূপ ব্যবহার একেবারেই লক্ষণীয় নয়। সার্বিকভাবে পাইপ লাইনের পানি ব্যবহার করে শতকরা ১০.২ ভাগ পরিবার। তারা পাম্প এর পানি ব্যবহার করে এমন পরিবার খুবই সামান্য, যা কেবল সিলেট বিভাগে (১.১%) ও রাজশাহী বিভাগে (২.৪%) সীমাবদ্ধ। খুলনা ও বরিশাল বিভাগ ব্যতীত অন্য কোনো বিভাগে বৃষ্টির পানি ও পিএসএফ এর ব্যবহার দেখা যায় নাই। খুলনা বিভাগে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরিবার বৃষ্টির পানি ব্যবহার করে (৩৮.২)%, যা নলকূপ ব্যবহারকারী পরিবার সংখ্যার (৪০.৮%) প্রায় কাছাকাছি।

টেবিল ৩.১০: পানি প্রযুক্তিসমূহের ব্যবহার

উৎস	বরিশাল	চট্টগ্রাম	ঢাকা	খুলনা	ময়মনসিংহ	রাজশাহী	রংপুর	সিলেট	গড়	জাতীয় (গ্রামীণ) গড় * (%)
	n= ২৭০(%)	n= ২৪২(%)	n= ৪৫৯(%)	n= ৩০৬(%)	n=৩০(%)	n=৯৪(%)	n= ১৭৬(%)	n= ২১২(%)	n= ১৭৮৯(%)	
পাইপ লাইন (%)	-	২০.৭	১৫.৯	৩.৩	৯৬.৭	২.১	৩.৪	৫.৭	১০.২	৪.৫%
গভীর নলকূপ (%)	৬৫.২	৭৮.১	৮০.৮	৪০.৮	-	১২.৮	৩৮.৬	৪২.০	৫৭.৬	৯২.৮%
অগভীর নলকূপ (%)	০.৪	-	২.০	০.৩	-	৮১.৯	৫৬.৩	৪৮.১	১৬.২	
তারা পাম্প নলকূপ (%)	-	-	-	-	-	১.১	-	২.৪	০.৩	
সংরক্ষিত বৃষ্টির পানি (%)	২৩.৩	-	-	৩৮.২	-	-	-	-	১০.১	০.৪
পিএসএফ (%)	১০.৪	-	-	১৪.৪	-	-	-	-	৪.০	
রিং ওয়েল (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	০.৩
অন্যান্য (%)	০.৭	১.২	১.৩	২.৯	৩.৩	২.১	১.৭	১.৯	১.৭	

*Multiple Indicator Cluster Survey 2019

MICS 2019 অনুযায়ী গ্রামীণ এলাকায় ৯৮.৫% পরিবার খাবার পানির জন্য নিরাপদ পানির উৎস ব্যবহার করলেও, প্রকল্প এলাকায় ৯৮.৩% পরিবার নিরাপদ পানির উৎস ব্যবহার করে। তবে MICS 2019 অনুযায়ী গ্রামীণ এলাকায় মাত্র ৪.৫% পরিবার খাবার পানির উৎস হিসাবে পাইপ লাইন ব্যবহার করলেও, প্রকল্প এলাকায় যা ১০.২%। MICS 2019 অনুযায়ী গ্রামীণ এলাকায় ৯২.৮% পরিবার খাবার পানির জন্য নলকূপের উপর নির্ভরশীল, যা প্রকল্প এলাকায় ৭৪.১%। খাবার পানির উৎস হিসাবে সংরক্ষিত বৃষ্টির পানি ব্যবহার জাতীয় গ্রামীণ এলাকার (০.৪%) তুলনায় প্রকল্প এলাকায় (১০.১%) যথেষ্ট বেশি।

প্রকল্প এলাকার পৃথক জিও-হাইড্রোলজিক্যাল অবস্থা বিবেচনায় মোট সাত ধরনের পানি প্রযুক্তিসমূহ নির্বাচন ও স্থাপন করা হয়েছে। ৬নং গভীর নলকূপটি যেমন জনপ্রিয় তেমনি সুবিধাজনক পানির উৎস। শুষ্ক মৌসুমে অগভীর নলকূপ ও তারা পাম্প চালানো বেশ কঠিন যখন পানির স্তর নিচে নেমে যায় এবং নারীরা তখন এ'দুটো প্রযুক্তি চালাতে অসুবিধা বোধ করেন।

১৪.৪% উত্তরদাতা জানান যে, তাদের পরিবার পূর্বে পুকুরের পানি পান করতো, যাদের মধ্যে ৩৭.৮% বরিশাল বিভাগের এবং ৩৫.৭% খুলনা বিভাগের। এসকল পরিবারে ৯৭.২% পরিবারই এখন খাবার পানির উৎস হিসাবে বিকল্প প্রযুক্তি ব্যবহার করে, যার মধ্যে ৪৭.৮% সংরক্ষিত বৃষ্টির পানি, ১৮.০% গভীর নলকূপ, ১২.৫% অগভীর নলকুপ, ১১.২% পিএসএফ, ৭.৬% পাইপ ওয়াটার ব্যবহার করে। পূর্বে খুলনা বিভাগে ১৪জন উত্তরদাতার পরিবার পানি কিনে ব্যবহার করতো, তাদের মধ্যে ১১টি পরিবারই এখন সংরক্ষিত বৃষ্টির পানি ব্যবহার করে। পূর্বে ৭.২% পরিবারকে অন্যের পানির উৎস থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করতে হতো, তারা সকলেই বর্তমানে পর্যাপ্ত পানি সংগ্রহ করে এবং ৭৬.৬% পরিবার ১৫ মিনিটের কম সময়ে পানি সংগ্রহ করতে পারে।

৩.৫.৩ পানির উৎসের দূরত্ব এবং পানি সংগ্রহের সময়

নিম্নের টেবিল ৩.১১ অনুযায়ী, উত্তরদাতার বাসস্থল থেকে নিরাপদ পানি উৎসের দূরত্ব ১৫০ ফুটের মধ্যে এমন পরিবারের সংখ্যা শতকরা ৭০ ভাগ, সর্বোচ্চ ময়মনসিংহ বিভাগে (১০০%) এবং সর্বনিম্ন বরিশাল বিভাগে (৪০.৪%)। সার্বিকভাবে ৩০.০% পরিবার ১৫০ ফুটের বেশি দূরত্ব থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করে, বরিশাল বিভাগে ৫৯.৬% পরিবার এবং খুলনা বিভাগে ৪৮.৬% পরিবার। জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০১৪ অনুযায়ী ওয়াটার পয়েন্ট বাড়ির আঙিনা থেকে সর্বোচ্চ ১৫০ মিটারের মধ্যে থাকে। এ হিসাবে প্রকল্প এলাকায় শতকরা ৭০ ভাগ পরিবারের খাবার পানির উৎস ১৫০ মিটারের মধ্যে অবস্থিত।

টেবিল ৩.১১: পানির উৎসের দূরত্ব

বিভাগ	১৫০ ফুটের মধ্যে দূরত্ব (%)	১৫০–৩০০ ফুটের মধ্যে দূরত্ব (%)	৩০০ ফুটের বেশি দূরত্ব (%)
বরিশাল	৪০.৪	৫৬.৩	৩.৩
চট্টগ্রাম	৮৬.৪	৯.৫	৪.১
ঢাকা	৮০.৮	১৫.৭	৩.৫
খুলনা	৫১.৩	৪০.৮	৭.৮
ময়মনসিংহ	১০০.০	০.০	০.০
রাজশাহী	৭৯.৮	১৯.১	১.১
রংপুর	৮৪.৭	১৫.৩	০.০
সিলেট	৭২.২	২৩.৬	৪.২
গড়	৭০.০	২৬.১	৩.৯

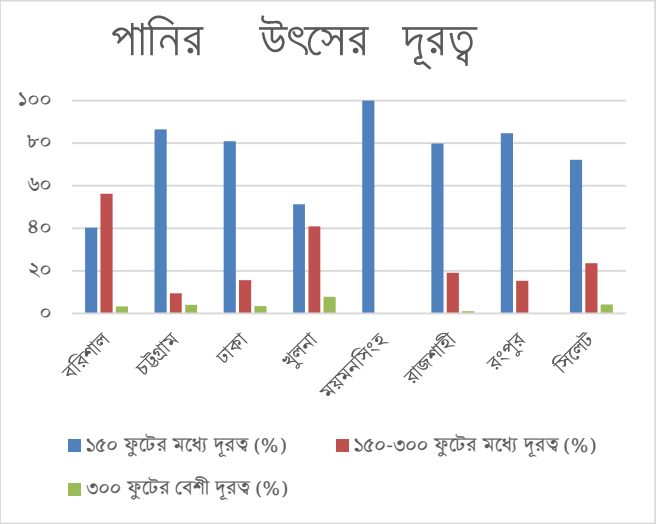

টেবিল ৩.১২ অনুযায়ী, সার্বিকভাবে ৮৪.৯% পরিবার ১৫ মিনিটের কম সময়ের মধ্যে পানি সংগ্রহ করতে পেরেছে। এটি জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন নীতিমালার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে বরিশালে এক চতুর্থাংশেরও বেশি পরিবারের পানি সংগ্রহ করতে ১৫ মিনিটের বেশি সময় ব্যয় করতে হয়। বাংলাদেশ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টরের জন্য দরিদ্র সহায়ক কৌশল ২০১৯ অনুযায়ী নিরাপদ পানির মৌলিক সেবার ন্যূনতম স্তরের বৈশিষ্ট্যে বলা হয়েছে, নিরাপদ পানির উৎস হবে বাড়ির উঠান থেকে ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যে সংগ্রহযোগ্য। উক্ত হিসাবে, জরিপকৃত পরিবারের শতকরা ৯৮.১ ভাগ পানি সংগ্রহ সময় বিবেচনায় মৌলিক সেবার ন্যূনতম স্তরে অবস্থান করছে অর্থাৎ ৩০ মিনিট সময়ের মধ্যে পানি সংগ্রহ করতে পারে, যা জাতীয় (গ্রামীণ) গড় (৯৮.০%) থেকে সামান্য বেশি (MISC 2019)।

টেবিল ৩.১২: পানির সংগ্রহের সময়

বিভাগ	১৫ মিনিটের কম সময় লাগে (%)	১৫-৩০ মিনিট সময় লাগে (%)	৩০ মিনিটের বেশি লাগে (%)
বরিশাল	৮৭.০	১১.৫	১.৫
চট্টগ্রাম	৯৬.৬	৩.৪	-
ঢাকা	৮১.৬	১৬.৫	১.৯
খুলনা	৭৯.৩	১৫.৫	৫.৩
ময়মনসিংহ	১০০.০	-	-
রাজশাহী	৯৪.৫	৫.৫	-
রংপুর	৮৯.৫	১০.৫	-
সিলেট	৭২.০	২৫.৯	২.১
গড়	৮৪.৯	১৩.২	১.৯

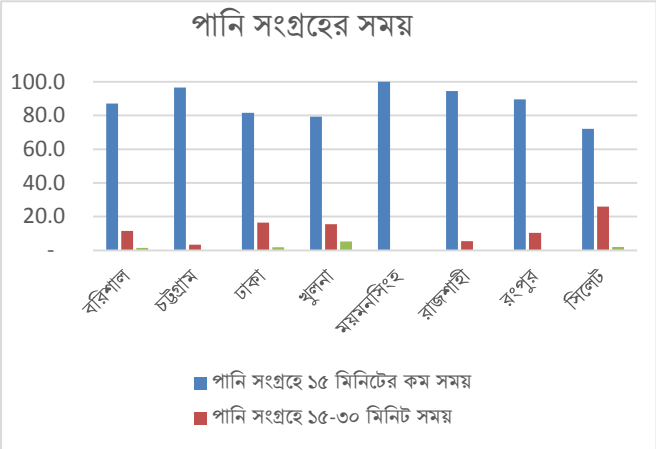

৩.৫.৪ পানি প্রাপ্তির পর্যাপ্ততা

নিচের টেবিল ৩.১৩-এ দেখা যাচ্ছে, প্রকল্প এলাকায় স্থাপিত পানি প্রযুক্তিসমূহ ভাল কাজ করছে। সার্বিকভাবে ৯৩.৬% পরিবার সংগৃহীত পানির উৎস থেকে প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার পানি সংগ্রহ করতে পেরেছে এবং ৮৬.৯% পরিবার যে সকল পানির উৎস ব্যবহার করে তা থেকে সারা বছর খাবার পানি পেয়েছে। তবে খুলনা বিভাগে পানির পর্যাপ্ততা এবং বছরব্যাপী প্রাপ্যতা দুটিই তুলনামূলকভাবে কম যা যথাক্রমে ৭০.২% এবং ৬৮.৬%। এর প্রধান কারণ এ বিভাগে একটি বড় অংশ বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও পিএসএফ-এর নির্ভরশীল এবং এ প্রযুক্তি দুটিকে কিছু চ্যালেঞ্জের সন্মুখীন হতে হয়

যথা, খরা মৌসুমে পুকুরের পানি দ্রুত কমে যাওয়া, পর্যাপ্ত বৃষ্টি না থাকা এবং ব্যবহারকারীর সংখ্যা তথা পানির চাহিদা ট্যাঙ্কের তুলনায় অনেক বেশি। রাজশাহী বিভাগে শতভাগ পরিবারের পানির পর্যাপ্ততা থাকলেও বছরব্যাপী পানির প্রাপ্যতা মাত্র ৪১.৫% পরিবারের ক্ষেত্রে। এর প্রধান কারণ এ বিভাগে অধিকাংশ পরিবারই (৮৩.৭%) অগভীর নলকূপের উপর নির্ভরশীল যা খরা মৌসুমে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়ার কারণে অকার্যকর হয়ে পড়ে। যে সকল পরিবার পানির উৎস থেকে সারা বছর পানি পায় না (১২.২%), তাদের মধ্যে ৪৪.০% সংরক্ষিত বৃষ্টির পানি এবং ৪৩.৬% অগভীর নলকূপ ব্যবহার করে।

টেবিল ৩.১৩: পানি প্রাপ্তির পর্যাপ্ততা

উৎস	বরিশাল	চট্টগ্রাম	ঢাকা	খুলনা	ময়মনসিংহ	রাজশাহী	রংপুর	সিলেট	গড়
	(n=২৭০)	(n=২৪২)	(n=৪৫৯)	(n=৩০৬)	(n=৩০)	(n=৯৪)	(n=১৭৬)	(n=২১২)	(n=১,৭৮৯)
পানির পর্যাপ্ততা (%)	৯৭.৪	৯৭.৯	৯৭.৮	৭০.২	১০০	১০০	১০০	১০০	৯৩.৬
বছরব্যাপী প্রাপ্যতা (%)	৯৫.২	৯৪.৬	৯৬.৫	৬৮.৬	১০০	৪১.৫	৭৭.৩	৯৯.৫	৮৬.৯

উৎস থেকে সারা বছর খাবার পানি না পাওয়ার কারণ হিসাবে উত্তরদাতাগণ যে সকল কারণসমূহ উল্লেখ করেছেন তা হলো, খরা মৌসুমে পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, বৃষ্টি স্বল্পতা, বৃষ্টির পানির ধারক ছোট হওয়ায় সংরক্ষিত পানি দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়া, তুলনামূলকভাবে ব্যবহার কারীর সংখ্যা বেশি, বৃষ্টির পানি ধারকের ওয়াল ফাটা থাকায়, সরকারি ট্যাংক না পাওয়া, শুষ্ক মৌসুমে পানি কমে আসলে মালিক আর পানি দিতে চায়না, স্কুলের ছাত্র/ছাত্রীরা পানি নিয়ে যায়, ইত্যাদি।

৩.৫.৫ পানির নিরাপত্তা ও গুণগত মান

শতকরা ৯৫.৭ ভাগ উত্তরদাতা মনে করে যে, তারা যে সকল পানির উৎস খাবার পানির জন্য ব্যবহার করে তা নিরাপদ (টেবিল ৩.১৪)। যারা খাবার পানির উৎস নিরাপদ নয় বলে মনে করেছে তারা যে সকল কারণ উল্লেখ করেছে তা হলো- পানিতে ময়লা দৃশ্যমান হওয়া বা ঘোলা পানি, পানিতে আয়রনের পরিমান বেশি, কখনও কখনও দুর্গন্ধ পাওয়া যায়, উৎসের পার্শ্বে নোংরা বিদ্যমান এবং কেহ কেহ ক্ষতিকর জীবাণুর সম্ভাবনার কথা বলেছেন।

টেবিল ৩.১৪ এ দেখা যায় যে, প্রকল্প পূর্বের পানির গুণগত মানের চেয়ে বর্তমানে পানির গুণগত মান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৮৭.৬% উত্তরদাতা বলেছেন যে, তাদের সংগৃহীত খাবার পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি নাই, তবে মাত্র ৩৮.১% উত্তরদাতা বলেছেন যে, প্রকল্পের পূর্বে আর্সেনিকের উপস্থিতি ছিল না। খাবার পানিতে আয়রনের উপস্থিতি বিষয়ে ৩৭.৩% উত্তরদাতা বলেছেন যে প্রকল্পের পূর্বে আয়রনের উপস্থিতি ছিল না, কিন্তু ৮১.০% উত্তরদাতা বলেছেন যে, বর্তমানে আয়রনের উপস্থিতি নাই। বিভাগসমূহের মধ্যে রাজশাহী বিভাগে ৪৮.৯% পরিবার বর্তমানে আয়রনযুক্ত উৎসের পানি সংগ্রহ করছে, চট্রগ্রাম বিভাগে এ ধরনের পরিবার শতকরা ৫৬ .২ ভাগ। একইভাবে, ২৯.১% উত্তরদাতা বলেছেন প্রকল্পের পূর্বে খাবার পানি লবণাক্ত ছিল না, তবে ৯৪.১ উত্তরদাতা বলেন যে, বর্তমানে খাবার পানি লবণাক্ত নয়।

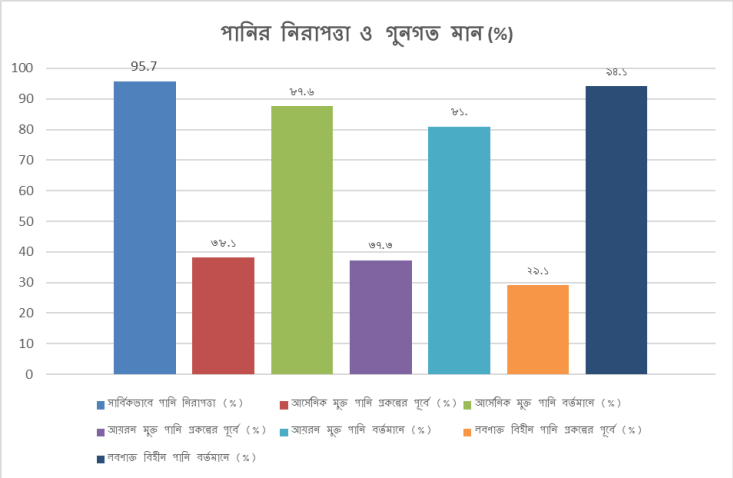

টেবিল ৩.১৪: পানির গুণগত মান

বিভাগ	সার্বিকভাবে পানি নিরাপত্তা (%)	আর্সেনিকমুক্ত পানি		আয়রনমুক্ত পানি		লবণাক্তবিহীন পানি	
		প্রকল্পের পূর্বে (%)	বর্তমানে (%)	প্রকল্পের পূর্বে (%)	বর্তমানে (%)	প্রকল্পের পূর্বে (%)	বর্তমানে (%)
বরিশাল (n=২৭০)	৯৯.৬	৬৭.৪	৯৮.৫	৭১.১	৯৮.১	৪৪.৪	৯২.২
চট্টগ্রাম (n=২৪২)	৮৬.৮	২৫.৬	৯৫.৫	২২.৩	৫৬.২	১৩.৬	৯৭.১
ঢাকা (n=৪৫৯)	৯৪.৮	২৪.৯	৯০.৬	৯.৮	৭৩.৬	৪৪.০	৮৭.১
খুলনা (n=৩০৬)	৯৬.১	২৭.৬	৬৩.৮	৫৮.৮	৯২.৫	৩৮.৯	৯৭.১
ময়মনসিংহ (n=৩০)	১০০.০	২৩.৩	৯৬.৭	৫৬.৭	৭৩.৩	৬.৭	৯৬.৭
রাজশাহী (n=৯৪)	৯৮.৯	৪৬.৮	৮৬.২	১.১	৫১.১	২০.২	৯৮.৯
রংপুর (n=১৭৬)	৯৭.৭	১৫.৩	৭৯.৫	২৬.১	৯৩.৮	২.৩	৯৭.৭
সিলেট (n=২১২)	৯৮.৬	৭৫.৫	৯৮.৬	৬২.৭	৯০.৬	৯.৯	৯৮.৬
গড় (n=১,৭৮৯)	৯৫.৭	৩৮.১	৮৭.৬	৩৭.৩	৮১.০	২৯.১	৯৪.১

বাংলাদেশের জন্য মানবদেহে আর্সেনিকের গ্রহণযোগ্য মাত্রা ০.০৫ মি:গ্রা/লি:, আয়রন ০.৩-১.০ মি:গ্রা/লি এবং লবণাক্ততা ০% মি:গ্রা/লি:, (রেফারেন্স ডিপিএইচই ওয়াটার কোয়ালিটি প্রোটকল)।

পানি প্রযুক্তিসমূহ দুর্যোগ নিরোধক হিসাবে স্থাপন করা হয়েছে; যদিও নিকট অতীতে সেখানে বড় কোনো দুর্যোগ দেখা যায়নি, তবে কোনো কোনো এলাকায় মৌসুমী বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস হয়েছিল যাতে স্থাপিত পানি প্রযুক্তিসমূহ পানিতে নিমজ্জিত হয়েছিল। ২৩.৯% উত্তরদাতা জানিয়েছেন যে তাদের এলাকা বন্যা কবলিত হয়েছিল; এবং তাদের মধ্যে ১৫.৮% জানিয়েছেন যে তাদের ব্যবহৃত পানি প্রযুক্তিটি ডুবে গিয়েছিল। যে সকল পরিবারের ব্যবহৃত পানির উৎস বন্যায় নিমজ্জিত হয়েছিল তাদের মধ্যে খুলনা বিভাগেই তিন-চতুর্থাংশের (৭৫,৮%) অবস্থান।

৩.৫.৬ পানির উৎস নির্মাণে অর্থায়ন ও সহায়ক চাঁদা

টেবিল ৩.১৫-এ দেখা যাচ্ছে, শতকরা ৮১.৮% উত্তরদাতা বলেছেন যে, তারা যে পানির উৎস ব্যবহার করেন তা নির্মাণে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অর্থায়ন করেছে; এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদের নাম উল্লেখ করেছে মাত্র ৭.০% উত্তরদাতা। বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী এবং রংপুর বিভাগের শতকরা ৯০ ভাগের অধিক উত্তরদাতা বলেছে যে, তাদের ব্যবহৃত পানির উৎস নির্মাণে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর অর্থায়ন করেছে। নিজস্ব অর্থায়নে পানির উৎস নির্মাণ করেছে এমন পরিবার খুবই কম (মাত্র ১.৬%)।

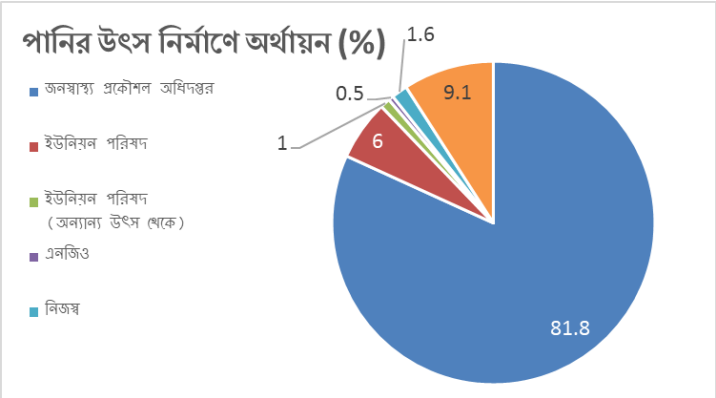

টেবিল ৩.১৫: পানির উৎস নির্মাণে অর্থায়ন

বিভাগ	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (%)	ইউনিয়ন পরিষদ (%)	ইউনিয়ন পরিষদ (অন্যান্য উৎস থেকে) (%)	এনজিও (%)	নিজস্ব (%)	অন্যান্য/ জানা নাই (%)
বরিশাল (n=২৭০)	৯৯.৬	০.৪				
চট্টগ্রাম (n=২৪২)	৭১.৫					২৮.৫
ঢাকা (n=৪৫৯)	৬৬.৭	২১.৮	২.৮	০.৭	২.৫	৫.৫
খুলনা (n=৩০৬)	৮০.৫	১.০		২.০	১.৩	১৫.২
ময়মনসিংহ (n=৩০)	৩৩.৩					৬৬.৭
রাজশাহী (n=৯৪)	৯৫.৭	২.২			২.২	
রংপুর (n=১৭৬)	৯০.৪	০.৬	৩.০		৬.০	
সিলেট (n=২১২)	৯৮.৫	১.৫				
গড় (n=১,৭৮৯)	৮১.৮	৬.০	১.০	০.৫	১.৬	৯.১

শতকরা ৩১ ভাগ উত্তরদাতা বলেছে, তারা স্থাপিত পানি প্রযুক্তিসমূহ নির্মাণে সহায়ক চাঁদা (contribution money) পরিশোধ করেছে (টেবিল ৩.১৬)। এছাড়াও ১৮.৭% পরিবার নগদ ব্যতীত অন্যান্য সহায়তা প্রদান করেছে যেমন জমি, শ্রম অথবা পণ্য। ময়মনসিংহ বিভাগের সকলে এবং চট্টগ্রাম বিভাগের অর্ধেক-এর বেশি উত্তরদাতার পরিবার এ সহায়ক চাঁদা প্রদান করেছে। রংপুর বিভাগে এবং সিলেট বিভাগে সহায়ক চাঁদা প্রদান করেছে এমন পরিবারের সংখ্যা সবচেয়ে কম যা যথাক্রমে ১২.৮% এবং ১.৪%। সহায়ক চাঁদার পরিমাণেও এলাকা ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় যা আবার প্রযুক্তিসমূহের ধরনের উপর নির্ভরশীল। যে সকল পরিবার সহায়ক চাঁদা প্রদান করেছে তাদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি (৫০.৮%) পরিবার ২,০০০ টাকা পর্যন্ত এবং ২২.৪% পরিবার ৫,০০০ টাকার বেশি সহায়ক চাঁদা প্রদান করেছে। ঢাকা বিভাগের পরিবারসমূহের মধ্য থেকে যারা সহায়ক চাঁদা প্রদান করেছে তাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি পরিবার (৫৯.৬%) পরিবার ৫,০০০ টাকার বেশি সহায়ক চাঁদা প্রদান করেছে।

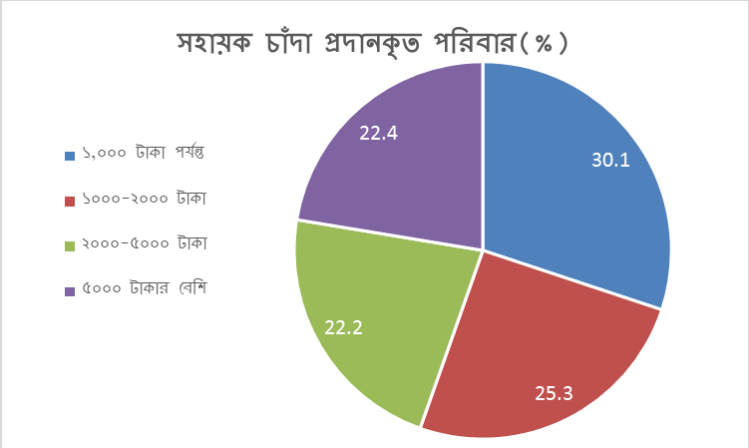

টেবিল ৩.১৬: পানির উৎস নির্মাণে উপকারভোগীর চাঁদার পরিমাণ

বিভাগ	**সহায়ক চাঁদা প্রদানকৃত পরিবার (%)**	**সহায়ক চাঁদা প্রদানকৃত পরিবার (%)**			
		১,০০০ টাকা পর্যন্ত (%)	**১০০০-২০০০ টাকা** (%)	**২০০০-৫০০০ টাকা** (%)	**৫০০০ টাকার বেশি** (%)
বরিশাল (n=১০১)	৩৮.৫	৪৪.২	২৮.৮	১৯.২	৭.৭
চট্টগ্রাম (n=১২৬)	৫২.১	২৫.৪	২৩.৮	৩৪.১	১৬.৭
ঢাকা (n=১৪১)	৩০.৭	১৫.৬	৫.৭	১৯.১	৫৯.৬
খুলনা (n=১০২)	৩৩.৩	৩০.৪	৩৭.৩	২১.৬	১০.৮
ময়মনসিংহ (n=৩০)	১০০	৯০.০	১০.০		
রাজশাহী (n=১২)	১২.৮	১৬.৭	৬৬.৭	১৬.৭	
রংপুর (n=৩৬)	২০.৫	১৯.৪	৫৫.৬	২৫.০	
সিলেট (n=৩)	১.৪		১০০.০		
গড় (n=৫৫৪)	৩১.০	৩০.১	২৫.৩	২২.২	২২.৪

৩.৫.৭ পানির উৎস পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ

ক. পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম

জরিপে মোট ১৪ টি পাইপ ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম পর্যবেক্ষণ করা হয়। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, কমিউনিটি স্ট্যান্ডপোস্ট ও হাউস কানেকশনের যে টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছিল তা অর্জিত হয়েছে। প্রকল্প-এর শুরুতে হাউস কানেকশনের সংখ্যা কম থাকলেও বর্তমানে তা লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। গড়ে স্কিম প্রতি ৩৯৮ জন গ্রাহক বিদ্যমান। মোট গৃহ সংযোগের সংখ্যা অর্জিত হলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে লক্ষিত সংখ্যা অর্জিত হয়নি। যেমন- ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলায় চূড়াইন ইউনিয়নে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমটি লক্ষিত গৃহ সংযোগ অনেক কম সংখ্যায় দিতে পেরেছে। পানিতে আয়রন বেশি থাকার কারণে জনগণ সংযোগ নিতে আগ্রহী হয় না।

টেবিল ৩.১৭: গৃহ সংযোগের লক্ষ্য

বিবরণ	n	সংযোগের সংখ্যা	প্রকল্পের শুরুতে সংযোগের সংখ্যা	প্রকল্পের শূরতে সংযোগ (%)	বর্তমান সংযোগ সংখ্যা	বর্তমান সংযোগ (%)
গৃহ সংযোগের লক্ষ্য	১৪	৫,২৪৭	৪,৪০০	৮৩.৮৬	৫,৫৭১	১০৬.১৭
কমিউনিটি স্ট্যান্ডপোস্টের লক্ষ্য		৫১৭	৫১৬	৯৯.৮১	৫১৬	৯৯.৮১
মোট		৫,৭৬৪	৪,৯১৬	৮৫.২৩	৬,০৮৭	১০৫.৬০

কোনো পাইপ ওয়াটার স্কিমে গ্রাহক পর্যায়ে পানির গৃহ সংযোগে মিটার নাই, ফলে মাসিক ভিত্তিতে নির্দিষ্ট বিল আদায় করা হয়, অর্থাৎ পানি ব্যবহারের উপর মাসিক ফি নির্ধারণ করা হয় নাই। মাসিক পানির ফি সর্বনিম্ন ১০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৩০০ টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। গড়ে স্কিমের মাসিক ফি আদায়ের পরিমাণ ৭১,১৫১ টাকা, সর্বোচ্চ ১,৬২,৫০০ টাকা এবং সর্বনিম্ন ৩৫,০০০ টাকা। আদায়যোগ্য সর্বমোট মাসিক ফি-এর পরিমাণ নির্ভর করে মাসিক ফি এর পরিমাণ এবং মোট গ্রাহক সংখ্যার উপর।

লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা ব্যয় পানির ট্যারিফ হতে নির্বাহ করতে হয়। কিন্তু টেবিল ৩.২০-এ দেখা যায় যে, এক-চতুর্থাংশের বেশি (২৮.৬%) পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় নিয়মিত ট্যারিফ আদায় হয় না এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিচালনা ব্যায় নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। এর ফলাফল হিসাবে দেখা যায় যে মাত্র ৮টি (৫৭.১%) ব্যবস্থায় ব্যাংকে অবচয় তহবিল খোলা হয়েছে এবং ৫টি ক্ষেত্রে উক্ত তহবিলে নিয়মিত টাকা জমা করা হয় । এটি পানি সরবরাহ ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার টেকসই হওয়ার অন্তরায়। ট্যারিফ নিয়মিত না দেওয়ার কারণ হিসাবে দেখা যায়, কিছু কিছু সুবিধাভোগী অভ্যাসবশত দেরিতে দেয়, আবার দরিদ্র পরিবারসমূহের সামর্থ্যের কারণে সঠিক সময়ে দিতে পারে না। তবে এখানে ব্যবস্থাপক/ সিবিও'র দিক থেকে তেমন কার্যকরী পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়নি।

চার্ট: পানির ট্যারিফ আদায় হার

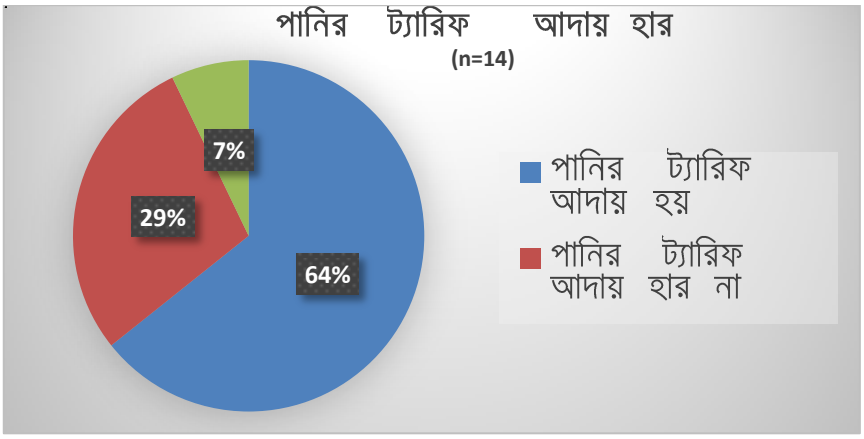

টেবিল ৩.২০-এ দেখা যায় যে, ১৪টি টি পর্যবেক্ষণকৃত পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মধ্যে একটি ব্যবস্থায় সংগৃহীত ট্যারিফ থেকে মাসিক ব্যয় সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না এবং ধার করে ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

টেবিল ৩.১৮: সংগৃহীত ট্যারিফ থেকে মাসিক ব্যয় সম্পন্ন হয় কি?

বিবরণ	উত্তর	%	মন্তব্য
সংগৃহীত ট্যারিফ থেকে মাসিক ব্যয় সম্পন্ন হয়	১৩	৯২.৯	
সংগৃহীত ট্যারিফ থেকে মাসিক ব্যয় সম্পন্ন হয় না	১	৭.১	মাঝে মাঝে পরিচালনা ব্যয়ে ঘাটতি হয় এবং ধার করে ব্যয় নির্বাহ করা হয়
মোট	**১৪**	**১০০**	

পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় অবিরত পানি সরবরাহ করা হয় না অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে পানি সরবরাহ করা হয়; এতে করে অনেক সময় প্রয়োজনীয় সময়ে পানি পাওয়া যায় না। সেজন্য কোথাও কোথাও ২৪/৭ পানি সরবরাহ করা যায় কিনা তা বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেছেন। অবিরত পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় পানির পাইপে সার্বক্ষণিক পানির চাপ থাকে বিধায় কোথাও লিক থাকলেও বাহির থেকে দূষিত পানি প্রবেশ করতে পারে না এবং সকল গ্রাহকের সংযোগে পর্যাপ্ত পানির চাপ থাকে। এছাড়াও পানির অপচয় কম হয়।

পরিচালনার সংগে সম্পর্কিত প্রতিনিধিগণ জানিয়েছেন যে, পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সমস্যা হলে তারা নিয়মিত মেরামত করেন। তবে ১৪টি ব্যবস্থার মধ্যে তিনটির প্রতিনিধিগণ বলেন, তাদের আয়রন প্ল্যান্ট (আইআরপি) দুই মাস যাবৎ বন্ধ। এছাড়াও চারটির প্রতিনিধিগণ মেরামতকালীন কিছু সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন যা হলো, ইউনিয়ন পরিষদ বা স্থানীয় প্রভাবশালী পাইপলাইন মেরামত, রোড কাটিং এবং রোড রিপেয়ার করার সময় সমস্যা তৈরি করে। তবে কোনো ব্যবস্থারই রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা নাই।

ব্যবহারকারীদের সুস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ করা ব্যবস্থা পরিচালনার সংগে যারা জড়িত তাদের অন্যতম দায়িত্ব নিয়মিত পানি পরীক্ষা করা। পানি সরবরাহ প্রযুক্তি জনগণের নিকট হস্তান্তরের পূর্বে প্রকল্প থেকে পানির গুণগত মান পরীক্ষা করা হয়। কিন্তু পর্যবেক্ষণকালীণ দেখা যায় যে মাত্র ৬টি (৪২.৯%) ব্যবস্থায় নিয়মিত পানি পরীক্ষা হয় এবং এ ছয়টি মধ্যে দুটির পরীক্ষা করা হয়েছে ২০২০ সালে, দুটির হয়েছে ২০১৭ সালে এবং দুটির কোনো তারিখ পাওয়া যায়নি। তবে উত্তরদাতাদের নিকট থেকে জানা যায় যে তারা নিয়মিত প্রয়োজনীয় মেরামত করে থাকেন।

বিদ্যমান ১৯টি পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই ব্যবস্থার পুনর্বাসনের মাধ্যমে ৬,০০৭ জনগোষ্ঠীর মধ্যে উন্নত পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আনুমানিক লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪,৬১২ জনগোষ্ঠী; এর প্রত্যেকটি বর্তমানে সচল আছে। ৩৮৩টি পর্যবেক্ষণ নলকূপের শ্রেণিকরণ (Characterization) করা হয়েছে; এই নলকূপগুলো শুধুমাত্র ডিপিএইচই-এর পানি ও অন্যান্য পর্যবেক্ষণ কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

খ. টিউবওয়েল

জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কৌশলপত্র ২০১৪ অনুযায়ী ওয়াটার পয়েন্ট বাড়ির আঙিনা থেকে সর্বোচ্চ ১৫০ মিটারের মধ্যে থাকে এবং এই দূরত্বের মধ্যে যদি কোনো সরকারি পানির উৎস থাকে তবে সেখানে নতুন সরকারি পানির উৎস স্থাপনে নিরুৎসাহিত করা হয়। জরিপে দেখা যায় যে, ৪৮.৩% পর্যবেক্ষণকৃত পানির উৎসের **১৫০** মিটার এলাকার মধ্যে সরকারিভাবে স্থাপিত অন্য নিরাপদ পানির উৎস আছে এবং ঐগুলির প্রায় সবই টিউবওয়েল যার মধ্যে ৬৫.৮% গভীর নলকূপ।

প্রকল্প থেকে ১০টি পরিবারের জন্য একটি গভীর নলকূপ দেওয়া হলেও পর্যক্ষেণকালে দেখা যায় যে, ৪২.৪% গভীর নলকূপ গড়ে ৬ থেকে ১০টি পরিবার এবং ৪৩.৫% গভীর নলকূপ গড়ে ১০টির বেশি পরিবার ব্যবহার করে।

টেবিল ৩.১৯: নলকূপ প্রতি ব্যবহারকারী পরিবার সংখ্যা

বিবরণ	নলকূপের সংখ্যা (n=99)	%
১-৫	১৪	১৪.১
৬-১০	৪২	৪২.৪
১১-১৫	২৭	২৭.৩
১৬-২০	১১	১১.১
২০ এর অধিক	৫	৫.১

প্রকল্প-এর গাইডলাইন অনুযায়ী দেখা যায় যে, টিউবওয়েলসমূহ স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত এনজিওসমূহ প্রথমে স্যোসাল ম্যাপিং এর মাধ্যমে স্থান নির্বাচন করে যেখানে উপকারভোগীদের মতামত যথাযথভাবে নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তীতে এই তালিকা ওয়াটসান কমিটিতে উপস্থাপন করা হয় এবং অনুমোদিত হয়। যৌথভাবে ব্যবহারকৃত টিউবওয়েলসমূহ সাধারণত বাড়ির বাহিরে এমন জায়গায় স্থাপন করা হয় যাতে সকল উপকারভোগী সহজে পানি সংগ্রহ করতে পারে। কিন্তু প্রকল্প এলাকায় দেখা যায় যে, ৩৯.১% টিউবওয়েল কোনো না কোনো পরিবার/খানা-এর নিজস্ব সীমানার ভিতরে অবস্থিত যেখান থেকে সহজে পানি সংগ্রহ করা যায় না। তবে ৯১.১% ক্ষেত্রে উত্তরদাতা বলেছেন যে, নারীরা সহজে টিউবওয়েল ব্যবহার করতে পারে। অন্যদিকে ৮৪.৩% টিউবওয়েল-এর ক্ষেত্রে স্থান নির্বাচনের সময় নারীদের সম্পৃক্ত করা হয়েছে। কিন্তু টেবিল ৩.১৯-এ দেখা যায় যে, উচ্চ হারে নারীদের অংশগ্রহণ থাকা সত্ত্বেও নারীরাও কারও নিজস্ব সীমানার বাহিরে স্থান নির্বাচনে তেমন ভূমিকা রাখতে পারেনি। যেখানে নারীদের স্থান নির্বাচনের সময় সম্পৃক্ত করা হয় নাই সেখানে ৬৬.৭% টিউবওয়েল পরিবার/খানা-এর নিজস্ব সীমানার বাহিরে অবস্থিত, অথচ যেখানে নারীদের স্থান নির্বাচনের সময় সম্পৃক্ত করা হয় সেখানে এ হার ৫৭.৭%। এটি প্রতীয়মান হয় যে, হয় নারীরা বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখে না অথবা স্থান নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারছে না। অতএব, স্থান নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করা, নারীদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং অন্তর্ভুক্ত সকলের জন্য জেন্ডার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

টেবিল ৩.২০: নারীদের অংশগ্রহণ

বিবরণ	স্থান নির্বাচনের সময় নারীদের সম্পৃক্ত করা		গড়
	হয়েছিল (n = ১৯৪)	হয় নাই (n = ৩৬)	
টিউবওয়েল কোন পরিবার/খানা-এর নিজস্ব সীমানার ভিতরে অবস্থিত	৪০.৭	৩০.৬	৩৯.১
টিউবওয়েল কোন পরিবার/খানা-এর নিজস্ব সীমানার বাহিরে অবস্থিত	৫৭.৭	৬৬.৭	৫৯.১
উত্তর নাই	১.৫	২.৮	১.৭

বিগত এক বছরে শতকরা ৬০ ভাগ নলকূপ অন্ততপক্ষে একবার মেরামত করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ৫৪.৫% নলকূপ একবার, ৪০.৬% নলকূপ দুইবার এবং ৫.৮% নলকূপ তিনবার মেরামত করা হয়েছে। এসকল মেরামতের তিন-চতুর্থাংশ (৭৫.৫%) ব্যয় বহন করেন কেয়ারটেকার নিজে এবং ১৫.৪% কেয়ারটেকার এবং পানি ব্যবহারকারী দলের কিছু সদস্য। পানি ব্যবহারকারী দলের কিছু সদস্য বা মাসিক হারে আদায়কৃত টাকা থেকে খুব সামান্য সংখ্যক নলকূপ মেরামত করা হয়েছে।

তবে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে পর্যবেক্ষণকালে স্থাপিত পানি প্রযুক্তিসমূহের মান ভাল পাওয়া গিয়েছিল এবং পর্যবেক্ষণকৃত নলকূপসমূহের মধ্যে ৯২.৬% সচল ছিল। জরিপকালে প্রযুক্তিসমূহের ভৌত অবস্থা পরীক্ষা করা হয়েছিল; যাতে দেখা গেছে ৯২.৩% নলকূপের প্লাটফর্ম ভাল ছিল এবং ৯০.৩% নলকূপের প্লাটফর্মের চারপাশে কাদামাটি/ময়লা পানি জমে থাকেনি এবং/অথবা প্লাটফর্মের মাটি তলদেশ/ চারপাশে থেকে ধুয়ে সরে যায়নি। উপরোক্ত পর্যবেক্ষণকৃত নলকূপের ক্ষেত্রে পানির উৎসে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। পানি সরবরাহ প্রযুক্তি জনগণের নিকট হস্তান্তরের পূর্বে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিটি কেয়ারটেকারকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল, যদিও পর্যবেক্ষণকৃত পানির প্রযুক্তির মাত্র ১৩.৫%-এর কেয়ারটেকার জানান যে, তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং টিউবওয়েলের দীর্ঘমেয়াদি কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে এবং ব্যহারকারীদের আচরণ পরিবর্তনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করতে সকল কেয়ারটেকারদের প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করা জরুরি।

পানি সরবরাহ প্রযুক্তি জনগণের নিকট হস্তান্তরের পূর্বে প্রকল্প থেকে পানির গুণগত মান পরীক্ষা করা হয়। তবে বিগত বছরগুলোতে পানি পরীক্ষা হয়েছিল ২৩০ টি পর্যক্ষেণকৃত নলকূপের মধ্যে মাত্র ৪৪ টার পানি (১৯.১%), এবং এর মধ্যে মাত্র দুইটির পানি পরীক্ষা হয়েছিল ২০২০ সালে, সাতটির ২০১৭ সালে, এবং অবশিষ্টগুলির ২০১৫ এবং ২০১৬ সালে। আলোচনায় জানা যায় যে, এই কেয়ারটেকারগণ এই সকল পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন নয় এবং পরীক্ষার ফলাফল তাদের নিকট বোধগম্য নয়। এসকল পরীক্ষার মধ্যে ৩০টি পানি পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

গ. রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম

জরিপে মোট ৬৩টি রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রকল্প থেকে একক পরিবারের জন্য একটি রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম দেওয়া হয়. তবে পর্যবেক্ষণকালে দেখা যায়, গড়ে একটি রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম ৩.২টি পরিবার (১৫,১ জন ব্যবহারকারী) ব্যবহার করে। ৬৮.৩% সিস্টেমের ১৫০ মিটারের মধ্যে সরকারিভাবে স্থাপিত নিরাপদ পানির উৎস আছে এবং এগুলির প্রায় সবগুলিই (৯৫.৩%) রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম।

পরিদর্শনকৃত সিস্টেমের মধ্যে মাত্র দুইটি ব্যতীত সকল রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম সচল অবস্থায় ছিল। ৯২.১% সিস্টেম এর কেয়ারটেকারগণ জানিয়েছেন যে, খানা বা পরিবারগুলি সহজে উৎসটি ব্যবহার করতে পারে এবং এক্ষেত্রে নারীদেরও কোনো অসুবিধা হয় না। পরিদর্শনকালে ২২.২% সিস্টেমে সংরক্ষিত পানি পাওয়া যায়নি। পানি সরবরাহ প্রযুক্তি জনগণের নিকট হস্তান্তরের পূর্বে প্রকল্প থেকে পানির গুণগত মান পরীক্ষা করা হয়। তবে এখানে কোনো রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম-এর পানি পরীক্ষা করা হয় নাই। যেহেতু রেইন ওয়াটার হারভেষ্টিং এ সারা বছর পানি পাওয়া যায় না। তাছাড়া অধিকাংশ সিস্টেমের পানি ধরে রাখার ট্যাংক আকারে ছোট। অধিকন্তু ট্যাংকের পানিতে ব্যাকটেরিয়া জন্মায়। পানির গুণগত মান রক্ষার্থে কোন ফিল্টার ব্যবহার করা হয় না। এই সমস্ত কারণে মৌসুম ব্যতীত ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেমের ব্যবহার কম।

উপকারভোগীরা গড়ে সিস্টেম প্রতি ২,১৫০ টাকা অনুদান প্রদান করেছেন, সর্বনিম্ন ১০৫০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা। এই অনুদানের টাকা ৬৯.৮% সিস্টেমের ক্ষেত্রেই সকল খানা যৌথভাবে প্রদান করে নাই, অর্থাৎ কেয়ার টেকার বা তার পরিবার প্রদান করেছেন। এর কারণ হিসাবে দেখা যায় অধিকাংশ সিস্টেমই একটি পরিবার ব্যবহার করে অথবা নিকটস্থ আত্মীয়স্বজন ব্যবহার করেন।

এখানে কোনো সিস্টেমের জন্যই কোনো ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়নি, এবং এটা স্বাভাবিক এই জন্য যে অধিকাংশ সিস্টেমই একটি পরিবার ব্যবহার করে। মাত্র ৪.৮% রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম-এর ক্ষেত্রে এর কেয়ারেটেকারকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তবে মাত্র ৩টি ব্যতীত সকল সিস্টেমে বৃষ্টি শুরু হওয়ার প্রথম ১০ মিনিট যে পানি পড়ে তা ফেলে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, তবে পাঁচটিতে গাটার ভালো অবস্থায় পাওয়া যায়নি । বিগত এক বছরে ৭৬.২% সিস্টেমে অন্ততপক্ষে একবার কোনো না কোনো মেরামত কাজ করতে হয়েছে। এসকল মেরামতের সবই কেয়ারটেকার বা উপকারভোগী পরিবারের সদস্যরা নিজেরাই করেছে এবং মেরামতের খরচ তারই বহন করেছে।

ঘ. পন্ড স্যান্ড ফিল্টার

জরিপে মাত্র ছয়টি পন্ড স্যান্ড ফিল্টার পরিদর্শন করা হয়েছে যা পিরোজপুর এবং বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, নারীসহ সকল ব্যবহারকারী পন্ড স্যান্ড ফিল্টার সহজে ব্যবহার করতে পারে। আলোচনার মাধ্যমে জানা যায়, সকল পন্ড স্যান্ড ফিল্টার-এ সারা বছর পানি থাকে। পরিদর্শনকালে একটি পন্ড স্যান্ড ফিল্টার অচল লক্ষ্য করা যায়, তবে সকল পুকুরে কচুরিপানা দেখা যায়নি বা পুকুরের চারপাশ পরিষ্কার দেখা যায়নি এবং ফিল্টার মিডিয়া নিয়মিত পরিস্কার করা হয় না। যদিও পন্ড স্যান্ড ফিল্টার হস্তান্তরের পূর্বে কেয়ারটেকারদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে কিন্তু ফলোআপ-এর অভাবে প্রশিক্ষণ ততটা কার্যকরী হয়নি। কোনো পন্ড স্যান্ড ফিল্টার-এর পানি পরীক্ষা করা হয় নাই। গড়ে ফিল্টার প্রতি

৩,২৩৮ টাকা সহায়ক চাঁদা হিসাবে আদায় করা হয় এবং এর মধ্যে তিনটি ফিল্টারে-এর ক্ষেত্রে একজনই অনুদানের সকল অর্থ নিজেই প্রদান করেছেন। এখানে কোনো সিস্টেমের জন্যই কোনো ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয়নি।

কেস স্টাডি -১: পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ)

পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া উপজেলার সাপলেজা ইউনিয়নের বাদুরতলী গ্রামের জয়নাল আবেদীন ফরাজী একজন কৃষক, পাশাপাশি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। বর্তমানে ৪ জনের সংসার। নামঃ মো: জয়নাল আবেদীন ফরাজী বাদুরতলী গ্রামে নিরাপদ পানির অভাব অনেক আগে থেকে। তাই এখানকার মানুষদেরকে পানির জন্য প্রচুর কষ্ট করতে হয়েছে। জয়নাল আবেদীন ফরাজীর পরিবার পুকুরের পানি ও অগভীর নলকূপ ইত্যাদির পানি পান করতেন। অনেক বছর ধরে পারিবারে পানিবাহিত রোগ হতো। অনেক দূর হতে পানি সংগ্রহ করতে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় হতো। এলাকার মানুষ সুপেয় পানির সংকটে ছিল। তাতে করে পারিবারিকভাবে উন্নত হতে পারতেন না, সামাজিকভাবেও পিছিয়ে ছিল। প্রায় ৪/৫ বৎসর আগে বাদুরতলী গ্রামে BRWSSP প্রকল্পের মাধ্যমে একটা পন্ড স্যান্ড ফিল্টার (পিএসএফ) স্থাপন করা হয়। পিএসএফ স্থাপনের ফলে প্রায় ৪০/৫০ টি পরিবার বিশুদ্ধ খাবার পানি পেয়ে থাকে জয়নাল আবেদীন ফরাজীসহ। তাতে করে ফরাজী পরিবারও বেশ উপকৃত হয়। বর্তমানে এলাকার মানুষের অনেক পরিবর্তন এসেছে, যেমন- পানি আনতে এখন সময় ব্যয় হয় না; চিকিৎসা ব্যয় আগের থেকে কমেছে; এই প্রযুক্তি স্থাপনের পর পানিবাহিত রোগ হয় না; অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছে; সু-স্বাস্থ্যের অধিকারি হয়েছে; শিশুদের রোগ-ব্যাধি কমেছে। অনেক সুবিধা হয়েছে তাই এ ধরনের প্রকল্প আরো হওয়া উচিত। তাহলে উপকূলীয় অঞ্চলের অবহেলিত মানুষ নিরাপদ খাবার পানি পাবে। অত্র এলাকার উন্নয়নের জন্য BRWSSP প্রকল্পের ভূমিকা অতুলনীয়। BRWSSP প্রকল্প থেকে জরিপ করা হয়েছে। সেই জরিপকারী দল এই গ্রাম নির্বাচন করেছে এবং ৪,০০০ টাকার খরচ হয়েছে। উপজেলা প্রকৌশলী ও মেকানিক্সরা খোজ খবর নিয়েছে। BRWSSP প্রকল্প স্থায়িত্বের জন্য নিম্নের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত বলে মনে করেন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আরও পরামর্শ ও সহযোগিতা করা উচিত; তদারকি বাড়ানো উচিত; ও প্রযুক্তি বরাদ্দ বাড়ানো উচিত।

কেস স্টাডি -২: রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং (আরডব্লিউএইচ)

মো: আ: ছালাম মোল্লার বাড়ি নদী বেষ্টিত উপকূলীয় এলাকা পাথরঘাটা সংলগ্ন। গ্রামঃ নিশানবাড়িয়া ইউনিয়নঃ নলটোনা উপজেলাঃ বরগুনা সদর জেলাঃ বরগুনা শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ ৫ম শ্রেণি, পরিবারের সদস্য সংখ্যাঃ ৪ জন ও পেশা কৃষি। এখানে গভীর নলকূপ বসালে পানি ভালো পাওয়া যায় না। এখানকার মানুষ পুকুরের পানি বা নদীর পানি অথবা অনেক দূর থেকে গভীর নলকূপের পানি ব্যবহার বা পান করতেন। সুপেয় পানির ব্যবস্থা না থাকার কারণে আ: ছালাম মোল্লার পরিবার ও আশেপাশের অন্যান্য পরিবারে পানিবাহিত রোগ-ব্যাধি লেগে থাকতো। যার ফলে আর্থিক সংকটে পড়তে হতো। নদীর পানি ফুটিয়ে বা কখনও কখনও পুকুরের পানি খেতে হতো। একটু নিরাপদ পানির জন্য ছালাম মোল্লাসহ অনেক পরিবারের অবস্থা খুব খারাপ হতে থাকলো। BRWSSP প্রকল্প থেকে জরিপের মাধ্যমে ছালাম মোল্লার বাড়িতে একটি রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং (আরডব্লিউএইচ) দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সেই মোতাবেক ৩/৪ বৎসর আগে আরডব্লিউএইচ প্রযুক্তি BRWSSP প্রকল্প থেকে ঠিকাদারের মাধ্যমে বসানো হয়। সেই থেকে আ: ছাল্লামের পরিবারে নিরাপদ পানির অভাব দূর হয়ে যায়। পাশাপাশি তার ভাই ও প্রতিবেশি ৩/৪ পরিবারকে নিরাপদ পানি সরবরাহ করেন। BRWSSP প্রকল্পে মাত্র ২,০০০ টাকা জমার মাধ্যমে আরডব্লিউএইচ প্রযুক্তি স্থাপনের ফলে আ: ছালাম মোল্লার পরিবার খুব সন্তুষ্ট। তার পরিবারে অনেক উন্নতি হয়েছে। যেমন - অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছে; সময় অপচয় হয় না; রোগ-ব্যাধি কমেছে; শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে।

৩.৫.৮ স্যানিটেশন

ক. ল্যাট্রিনের দূরত্ব

জরিপকালে দেখা যায় যে, প্রকল্প এলাকায় ৮২.৯% ল্যাট্রিনের দূরত্ব বসত ঘর থেকে ৫০ ফুটের কম দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত। রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের অর্ধেকের বেশি পরিবারের টয়লেট ৫০ ফুটের বেশি দূরত্বে – রাজশাহী ৫২.৫% এবং রংপুর ৬২.৫%। টয়লেট দূরে অবস্থানের কারণে বিশেষ করে নারী ও শিশুদের বিশেষ সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল অবস্থানে আছে সিলেট বিভাগ (৯৮.৪%)।

টেবিল: ৩.২১ বসত ঘর থেকে ল্যাট্রিনের দূরত্ব

বিভাগ	৫০ ফুটের কম	৫০-১০০ ফুট	১০০ ফুটের বেশি
বরিশাল (%)	৭৮.৯	২০.৩	০.৮
চট্টগ্রাম (%)	৯০.৪	৬.৫	৩.০
ঢাকা (%)	৯০.৮	৬.৯	২.২
খুলনা (%)	৯৭.২	২.৫	০.৪
ময়মনসিংহ (%)	৮৯.৭	১০.৩	-
রাজশাহী (%)	৪৭.৪	২১.৬	৩০.৯
রংপুর (%)	৩৭,৫	১১.৯	৫০.৬
সিলেট (%)	৯৮.৪	১.০	০.৫
গড় (%)	৮২.৯	৮৯	৮.১

খ. ল্যাট্রিনের আউটলেটের সংযোগ

প্রকল্প এলাকায় ১৮.৮% পরিবারের ল্যাট্রিন পিটের আউটলেট পানির উৎস/খোলা জায়গার সাথে সংযুক্ত। এর ফলে মল পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ছে এবং তা স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। সিলেট বিভাগে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ (৭৩.৫%) পরিবারের ল্যাট্রিন পিটের আউটলেট পানির উৎস/খোলা জায়গার সাথে সংযুক্ত যা খুবই উদ্বেগজনক। এক্ষেত্রে ভাল অবস্থানে আছে যথাক্রমে ময়মনসিংহ (০%), বরিশাল (১.১%), এবং চট্রগ্রাম (৩.৭%) বিভাগ।

টেবিল: ৩.২২ ল্যাট্রিনের আউটলেটের সংযোগ

বিভাগ	n	ল্যাট্রিনের আউটলেট পানির উৎস/খোলা জায়গার সাথে সংযুক্ত (%)	ল্যাট্রিনের আউটলেট পানির উৎস/খোলা জায়গার সাথে সংযুক্ত নয় (%)
বরিশাল	২৭০	১.১	৯৮.৯
চট্টগ্রাম	২৪২	৩.৭	৯৬.৩
ঢাকা	৪৫৯	১৪.৯	৮৫.১
খুলনা	৩০৬	১৩.১	৮৬.৯
ময়মনসিংহ	৩০	০.০	১০০.০
রাজশাহী	৯৪	১২.৯	৮৭.১
রংপুর	১৭৬	২৩.৪	৭৬.৬
সিলেট	২১২	৭৩.৫	২৬.৫
গড়	১৭৮৯	১৮.৪	৮১.৬

গ. ল্যাট্রিনের নির্মাণ ব্যয় ও ভর্তুকি:

যে সকল দরিদ্র পরিবারের ল্যাট্রিন নাই বা মানসম্মত ল্যাট্রিন নাই প্রকল্প তাদেরকে তালিকাভুক্ত করে এবং তাদেরকে ল্যাট্রিন প্রদানে ভর্তুকি প্রদান করে। এক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচ্ই) উপকারভোগীদেরকে সরাসরি ভর্তুকি প্রদান না করে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে প্রদান করে থাকে। ডিপিএইচ্ই উপকারভোগীদের তালিকা এবং প্রচারণামূলক উপকরণ উদ্যোক্তাদের নিকট প্রদান করে, উদ্যোক্তাগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানসম্মত ল্যাট্রিনের জন্য প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। তালিকাভুক্ত পরিবার ল্যাট্রিন কম্পোনেন্ট নিতে রাজি হলে সরাসরি উদ্যোক্তাগণকে নির্ধারিত অনুদান প্রদান করেন। উদ্যোক্তাগণ ল্যাট্রিন স্থাপনের পরে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর হতে ভর্তুকির অর্থ সংগ্রহ করে। আলোচনায় দেখা যায় এ ব্যবস্থা যথেষ্ট কার্যকরী এবং উপকারভোগীগণ বাড়িতে বসেই ঝামেলাহীনভাবে ল্যাট্রিন সেবা পেয়ে থাকেন। উত্তরদাতাদের মধ্যে ৮৫.৪% জানিয়েছেন যে তাদের ল্যাট্রিন পেতে অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে।

টেবিল ৩.২৩: বিভিন্ন ধরনের পিট ল্যাট্রিনে সরকার কর্তৃক ভর্তুকি ও পরিবারের অনুদান

বিভিন্ন ধরনের পিট ল্যাট্রিন	মোট নির্মাণ ব্যয়	সরকার কর্তৃক ভর্তুকি		পরিবারের অনুদান	
		টাকা	%	টাকা	%
১	৬,৮২৮	৫,০০০	৭৩%	১,৮২৮	২৭%
২	৭,৫৪৮	৫,০০০	৬৬%	২,৫৪০	৩৪%
৩	৯,০০০	৫,০০০	৫৬%	৪,০০০	৪৪%
৪	৭,৪০০	৫,৫০০	৭৪%	১,৯০০	২৬%

ঘ. ল্যাট্রিনের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ

উত্তরদাতাদের তথ্য ও প্রত্যক্ষ পরিদর্শন অনুযায়ী প্রায় শতভাগ পরিবারের (৯৮.০%) ল্যাট্রিনের নিকট পানির সংস্থান বিদ্যমান যা ল্যাট্রিন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার সহায়ক। ল্যাট্রিনের ভিতরে হাত ধোওয়ার জন্য পানির ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ৫৬.৮% পরিবারের ল্যাট্রিনে তারা সাবান সংরক্ষণ করেন। মাত্র ৪১.৭% পরিবার ল্যাট্রিনের জন্য পৃথক স্যান্ডেল ব্যবহার করে।

টেবিল ৩.২৪: ল্যাট্রিনের স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবহার

বিভাগ	n	ল্যাট্রিনের নিকট পানির সংস্থান (%)	ল্যাট্রিনের ভিতরে সাবানের ব্যবস্থা (%)	ল্যাট্রিনের জন্য পৃথক স্যান্ডেল (%)
বরিশাল	২৭০	৯৯.৩	৭৫.২	৪২.৬
চট্টগ্রাম	২৪২	৯৭.১	৩৫.১	৪৩.৮
ঢাকা	৪৫৯	৯৬.৫	৬৪.১	৬০.১
খুলনা	৩০৬	৯৯.৭	৫৭.২	২৩.২
ময়মনসিংহ	৩০	১০০.০	৪৩.৩	৩৩.৩
রাজশাহী	৯৪	৯৭.৯	৪৪.৭	৩৮.৩
রংপুর	১৭৬	৯৭.২	৫৪.৫	২৯.০
সিলেট	২১২	৯৮.৬	৫১.৪	৩৮.২
গড়	১৭৮৯	৯৮.০	৫৬.৮	৪১.৭

ঙ. সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া

সাবান দিয়ে হাত ধোওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রায় শতভাগ উত্তরদাতার পরিবারের সদস্যগণ শৌচকার্যের পরে (৯৬.৮%) এবং খাবার প্রস্তুত ও পরিবেশনের আগে (৯৬.৮%) সাবান দিয়ে হাত ধোয়; তবে শিশুদের শৌচকার্য করানোর পরে অথবা শিশুদের খাওয়ানোর আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয় এমন পরিবারের সংখ্যা তুলনামূলক কম যা যথাক্রমে ৭৩.৯% এবং ৭৩.৮%।

টেবিল ৩.২৫: সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া

বিভাগ	n	সাবান দিয়ে হাত ধোওয়া			
		শৌচকার্যের পরে (%)	শিশুদের শৌচকার্য করানোর পরে (%)	শিশুদের খাওয়ানোর আগে (%)	খাবার প্রস্তুত ও পরিবেশনের আগে (%)
বরিশাল	২৭০	৯৮.৯	৮০.০	৮০.৪	৯৮.৯
চট্টগ্রাম	২৪২	৯৭.৯	৭১.১	৭০.৭	১০০.০
ঢাকা	৪৫৯	৯৮.৭	৬৯.৭	৬৯.৫	৯৯.৬
খুলনা	৩০৬	৯৪.৮	৮৪.০	৮৪.০	৯৯.৭
ময়মনসিংহ	৩০	১০০.০	২৩.৩	২৩.৩	১০০.০
রাজশাহী	৯৪	৮১.৯	১০০.০	১০০.০	১০০.০
রংপুর	১৭৬	৯৪.৯	৯৮.৩	৯৭.৭	৯৮.৩
সিলেট	২১২	৯৯.১	৩৯.২	৩৯.২	৯৯.৫
গড়	১৭৮৯	৯৬.৮	৭৩.৯	৭৩.৮	৯৯.৪

প্রকল্প এলাকায় মাত্র ৯.৮% পরিবারের কোনো না কোনো সদস্য সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন, ময়মনসিংহ বিভাগে সর্বোচ্চ এক-পঞ্চমাংশ পরিবার এবং ঢাকা বিভাগে সর্বনিম্ন ২.৪% পরিবার। যে সকল প্রতিষ্ঠান এসকল সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো: ইউনিয়ন/ উপজেলা পরিষদ, কৃষি অফিস, DPHE, BRWSSP, ব্র্যাক, হাঙ্গার প্রজেক্ট, মুসলিম এইড, সেভ দ্য চিলড্রেন, প্রতিবেশি, স্বাস্থ্যকর্মী এবং অন্যান্য স্থানীয় এনজিও। তবে স্যানিটেশন, বিশেষ করে হাত ধোওয়ার ক্ষেত্রে সচেতনতামূলক বার্তা এসকল প্রতিষ্ঠান ব্যতীত টেলিভিশন, রেডিও, পত্রিকা, মোবাইল ফোন ইত্যাদির মাধ্যমেও পেয়েছেন। অতএব, এখানে দেখা যাচ্ছে যে সচেতনতামূলক কার্যক্রমে পরিবারসমূহের অংশগ্রহণের হার কম হলেও প্রকল্প এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রতিষ্ঠান বা মাধ্যম বিদ্যমান আছে। এসকল প্রতিষ্ঠান যদি স্যানিটেশন ও হাত ধোওয়ার বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রম চলমান রাখে তবে প্রকল্প এলাকায় পরিবারসমূহের সচেতনতার হার খুব দ্রুত বৃদ্ধি করা সম্ভব।

টেবিল ৩.২৬: সচেতনতামূলক কার্যক্রম

বিভাগ	n	সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিলেন	স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন	হাত ধোওয়া সম্পর্কে কোনো সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন
বরিশাল	২৭০	৭.৮	২.৫	৪.৪৪
চট্টগ্রাম	২৪২	৮.৭	৪.৮	৫৫.৭৯
ঢাকা	৪৫৯	২.৪	০.৫	২.৪০
খুলনা	৩০৬	১৮.০	৮.১	২১.২৪
ময়মনসিংহ	৩০	২০.০	১১.১	২০.০০
রাজশাহী	৯৪	১১.৭	২.১	১৪.৮৯
রংপুর	১৭৬	১২.৫	৫.০	৬.৮২
সিলেট	২১২	১৩.২	৬.৮	১১.৭৯
গড়	১৭৮৯	৯.৮	৪.০	১৫.৬৫

৩.৫.৯ স্বাস্থ্যগত ও অন্যান্য বিষয়ের উপর প্রকল্পের কার্যক্রমের প্রভাব

ক. স্বাস্থ্যগত প্রভাব

প্রকল্প এলাকায়, গত ছয় মাসে ১০.৬% পরিবারের কোনো না কোনো সদস্য পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। এই আক্রান্তের হার রাজশাহী ও রংপুর বিভাগে এক চতুর্থাংশেরও বেশি পরিবারে এবং ঢাকা ও বরিশাল বিভাগে একেবারেই কম যা যথাক্রমে ০.৯% এবং ৩.৭% পরিবারে। পানিবাহিত রোগসমূহের মধ্যে ডায়রিয়া, জন্ডিস, চর্মরোগ ও টাইফয়েড রোগে পরিবারসমূহ প্রধানত আক্রান্ত হয়ে থাকে, তবে আক্রান্তের হার যথেষ্ট কম। রাজশাহী, চট্রগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগে ডায়রিয়ায় আক্রান্তের হার অন্যান্য বিভাগের তুলনায় বেশি।

টেবিল ৩.২৭: পানিবাহিত রোগের আক্রান্তের হার

বিভাগ	n	গত ছয় মাসে রোগে আক্রান্ত খানা সদস্য				
		পেটের পীড়া (%)	ডায়রিয়া (%)	জন্ডিস (%)	চর্মরোগ (%)	টাইফয়েড (%)
বরিশাল	২৭০	৩.৭	২.২	২.২	১.৫	১.৫
চট্টগ্রাম	২৪২	১০.৭	১৬.৯	-	১.২	০.৮
ঢাকা	৪৫৯	০.৯	৭.৮	০.৪	১.১	০.৯
খুলনা	৩০৬	১১.৮	৯.৫	১.৬	১.৬	১.৩
ময়মনসিংহ	৩০	১৩.৩	১৩.৩	-	-	-
রাজশাহী	৯৪	২৮.৭	১৮.১	২.১	৪.৩	৫.৩
রংপুর	১৭৬	২৭.৮	৮.০	৫.৭	৪.০	৫.৭
সিলেট	২১২	১৫.৬	২.৪	-	-	০.৫
গড়	১৭৮৯	১০.৬	৮.৫	১.৪	১.৬	১.৭
জাতীয় গড় (হেলথ এবং মরবিডিটি সার্ভে, বিবিএস)			৪.০৩	১.৬৫	২.২৩	২.১০

প্রকল্প এলাকায় নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার ও স্বাস্থ্যাভ্যাস অনুসরণের ফলে পরিবারগুলোতে পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমেছে এবং ঐ সকল রোগের চিকিৎসা ব্যয় কমেছে। উত্তরদাতাদের মতে ৯১.৮% পরিবারের পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমেছে এবং ৯১.১% পরিবারের পানিবাহিত রোগের চিকিৎসা ব্যয় কমেছে, রাজশাহী বিভাগে দুটোই অন্যান্য বিভাগের তুলনায় সর্বনিম্ন।

টেবিল ৩.২৮: পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাবের উপর প্রভাব

বিভাগ	n	উত্তরদাতাদের মতে	
		পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমেছে (%)	পানিবাহিত রোগের চিকিৎসা ব্যয় কমেছে (%)
বরিশাল	২৭০	৯৯.৬	৯৯.৬
চট্টগ্রাম	২৪২	৯৭.৯	৯৭.৫
ঢাকা	৪৫৯	৮৭.৮	৯১.১
খুলনা	৩০৬	৯৩.১	৮৪.৬
ময়মনসিংহ	৩০	১০০.০	১০০.০
রাজশাহী	৯৪	৭৫.৫	৭১.৩
রংপুর	১৭৬	৭৭.৮	৮০.১
সিলেট	২১২	৯৯.৫	৯৯.১
গড়	১৭৮৯	৯১.৮	৯১.১

খ. সামগ্রিক প্রভাব

প্রকল্প সমাপ্তির শেষ দিকে মোট ২০,৬৮৪টি হাউস কানেকশন প্রদান করা হয় যা প্রায় লক্ষিত সংখ্যার চেয়ে প্রায় ১৫% বেশি (২য় আরডিপিপি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি), যার মাধ্যমে প্রায় ৯৩,০৭৮ মানুষ নিরাপদ পানির সুবিধা পেয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে। নিয়মিত পানির বিল সংগ্রহের ফলে অবচয় (Depreciation Fund) তহবিল গঠন নিশ্চিত হচ্ছে এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থের সংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে। তবে ১৪টি পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় ৮টি (৫৭.১%) ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাংকে অবচয় তহবিল খোলা হয়েছে এবং ৫টি ক্ষেত্রে উক্ত তহবিলে নিয়মিত টাকা জমা করা হয় । ৬টিতে তহবিল গঠন করা হয়নি। এক্ষেত্রে অবচয় তহবিলের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে আরও সচেতনতা তৈরি, প্রশিক্ষণ প্রদান ও মনিটরিং করা জরুরি। ১৪টি বিদ্যমান পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পুনর্বাসনের মাধ্যমে অতিরিক্ত ১,৩৩৫ পরিবার তথা ৬,০০৭ জন মানুষ নিরাপদ পানির সুবিধা পেয়েছে। ২০,৪৭৫টি পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে এবং এর মাধমে ১২,১৯,৬৭৬ জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নত পানির উৎস নিশ্চিত করা হয়েছে। ৪টি ভিন্ন ধরনের স্বল্পমূল্যের ৫৫,০০০টি পায়খানা নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং এর মাধ্যমে ২,৪৭,৫০০ গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের জন্য স্বল্পমূল্যের স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় ৩৮৩টি ইউনিয়নের জন্য পাইপের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ স্কিম ব্যাতীত অন্যান্য পানি সরবরাহ স্কিমের জন্য কমিউনিটি মবিলাইজেশন এন্ড ডেভলপমেন্ট এ্যাকশন প্ল্যান এবং কমিউনিটি এয়ারনেস বিল্ডিং অন স্যানিটেশন এন্ড হাইজিন প্রমোশন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। ডিপিএইচই কর্মকর্তা, বেসরকারি উদ্যোক্তা, ইউনিয়ন পরিষদ এবং জনগোষ্ঠীর জন্য সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা সফরের আয়োজন করার ফলে সক্ষমতা ও কারিগরি দক্ষতা বেড়েছে।

স্থানীয় বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্মাণ, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা বিতরণ ও স্থাপনের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন দ্রব্য, সেবা সরবরাহের মাধ্যমে ও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় যেখানে অগভীর পানির স্তর উচ্চ মাত্রায় আর্সেনিক এবং অন্যান্য যেমন লবণাক্ততা, আয়রন ও রোগজীবাণু দ্বারা দূষিত সেখানে নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার ফলে প্রকল্প এলাকার মানুষের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পরিবেশে বসবাসের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। এর ফলে মানুষ ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে লাভবান হয়েছে। নিরাপদ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাসের ফলে কম রোগাক্রান্ত হয়েছে এবং স্বাস্থ্য রক্ষাজনিত ব্যয় হ্রাস পেয়েছে। কর্মদিবসের অপচয় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিবেশের উপর কোনো নেতিবাচক বা অপূরণীয় পরিবর্তনের আশঙ্কা নেই। প্রতিটি পানি ব্যবস্থাপনা স্কিমের নির্মাণ স্থানে Environmental Management Framework (MEP) বাস্তবায়ন হয়েছে।

টেবিল ৩.২৯: সামগ্রিক প্রভাব

বিভাগ	n	প্রকল্পের ফলে সার্বিকভাবে লাভবান হয়েছে (%)	প্রকল্পের ফলে সার্বিকভাবে লাভবান হয় নাই (%)
বরিশাল	২৭০	৯৮.৫	১.৫
চট্টগ্রাম	২৪২	১০০.০	-
ঢাকা	৪৫৯	৯২.৬	৭.৪
খুলনা	৩০৬	৯০.২	৯.৮
ময়মনসিংহ	৩০	১০০.০	-
রাজশাহী	৯৪	৭৩.৪	২৬.৬
রংপুর	১৭৬	৭৪.৪	২৫.৬
সিলেট	২১২	১০০.০	-
গড়	১৭৮৯	৯২.৩	৭.৭

৯২.৩%উত্তরদাতা মনে করেন যে, বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় এসে তাদের পরিবার লাভবান হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় যেখানে অগভীর পানির স্তর উচ্চ মাত্রায় আর্সেনিক এবং অন্যান্য যেমন লবণাক্ততা, আয়রন ও রোগজীবাণু দ্বারা দূষিত সেখানে নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার ফলে প্রকল্প এলাকার মানুষের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পরিবেশে বসবাসের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। নিরাপদ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাসের ফলে রোগের হার কমেছে এবং চিকিৎসা ব্যয় কমেছে। কর্মদিবসের অপচয় উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। উত্তরদাতাদের মতে ৯১.৮% পরিবারের পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমেছে এবং ৯১.১% পরিবারের পানিবাহিত রোগের চিকিৎসা ব্যয় কমেছে, রাজশাহী বিভাগে দুটোই অন্যান্য বিভাগের তুলনায় সর্বনিম্ন।

অল্প পরিশ্রমে এবং সময়ে খাবার পানি সংগ্রহ করা যায়, প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপদ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে পারছে, অন্যের কাছে পানি আনতে যেতে হয় না, যখন ইচ্ছা পরিমাণ মতো পানি সংগ্রহ করতে পারছে, শহরের মতো সাপ্লাই নিজের ঘরেই পায়, পানি সংগ্রহের ক্ষেত্রে খরচ কমে গেছে, সারা বছর পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পাওয়া যায়, কাপড় ও বাসন দাগমুক্ত থাকছে, সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, স্বল্পমূল্যে টয়লেট পেয়েছে, টয়লেট ব্যবহারের অভ্যাস হয়েছে, চিকিৎসার পিছনে ব্যয় হ্রাস পেয়েছে, পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমেছে, স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমেছে, সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়ন ঘটেছে, ইত্যাদি।

৩.৫.১০ এফজিডি ও নিবিড় সাক্ষাতকারের পর্যালোচনা

প্রকল্পের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া অনুযায়ী জনগোষ্ঠী, বেসরকারি উদ্যোক্তা (স্পন্সর)/সহযোগী সংস্থা এবং ইউনিয়ন পরিষদকে সম্পৃক্ত করে প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে। চুক্তি অনুসারে পাইপের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ ও জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে ১২ বছর পর্যন্ত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্পন্সরের। সুতরাং দীর্ঘ দিন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের সাথে সম্পৃক্ত থাকার ফলে উপকারভোগীরা স্থাপনা হস্তান্তর পরবর্তীতে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে পুরোপুরি সক্ষমতা অর্জন করবে। প্রকল্প সমাপ্তির শেষ দিকে হাউস কানেকশন প্রদান বৃদ্ধি পেয়েছে যার মাধ্যমে বহুসংখ্যক মানুষ নিরাপদ পানির সুবিধা পেয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও বৃদ্ধি পাবে স্থাপনা সম্প্রসারণের মাধ্যমে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিয়মিত পানির বিল সংগ্রহের ফলে Depreciation Fund গঠন নিশ্চিত হয়েছে এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থের সংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। তবে বেসরকারি স্পন্সরগণের প্রতিটি পাইপ লাইন স্কিমের জন্য ৩০% অর্থায়ন করা এবং এই অর্থ ট্যারিফের মাধ্যমে আদায়ের জন্য ১২ বছর মেয়াদি স্কিম পরিচালনার যা উভয়ক্ষেত্রেই তাদের কাছে অনেক বেশি মনে হয়েছে। বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে পরিচালিত গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমগুলি ব্যবসায়িকভাবে পরিচালনার যথাযথ ব্যবসায়িক পরিকল্পনারও অভাব রয়েছে। কোনো কোনো পাইপ লাইন স্কিমে আয়রন রিমুভাল প্লান্ট স্থাপনের পরেও পানিতে আয়রনের অধিক্য থাকায় গ্রাহকরা হাউস কানেকশন নিচ্ছেন না সে সকল স্কিমগুলি ব্যবসায়িকভাবে সফলতা পাচ্ছে না।

এলাকার জিও-হাইড্রোলজিক্যাল অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে বিকল্প প্রযুক্তি নির্বাচন করা হয়েছে (রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং সিস্টেম, পিএসএফ) । যদিও রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং এবং কিছু পিএসএফ হতে সারা বছর পানি পাওয়া যায় না। বিকল্প পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীরা নিজেরাই করতে সক্ষম। কেবলমাত্র পাইপের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ব্যতীত অন্যান্য পানির অপশন ব্যবহারের জন্য তেমন কোনো কার্যক্রম আবশ্যক নয় শুধুমাত্র মেরামত ও পানির গুণগত মান পরীক্ষা ছাড়া। তবে নলকূপ প্রযুক্তি স্থাপনের স্থান নির্বাচনে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যায়নি। প্রকল্প সমাপ্তির পরে প্রতিটি প্রযুক্তির পানি পরীক্ষা সম্ভব হয়নি তবে ডিপিএইচই নিয়মিত কর্মসূচির আওতায় নমুনাভিত্তিক প্রতিটি ইউনিয়ন ও উপজেলায় পানি পরীক্ষা করে থাকে। সে ক্ষেত্রে সকল পাইপ লাইন সিস্টেম-এর পানি নিয়মিত পরীক্ষা করা প্রয়োজন কারণ এখানে অনেক সংখ্যক ব্যবহারকারী এটি ব্যবহার করে এবং এখানে পানি দুষিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা (WSP) সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের সকলের সমান ধারণা নাই। নিরাপদ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা এবং বাস্তবায়ন কৌশল যেমন আর্সেনিক দূরীকরণ নীতিমালা, ওয়াটার কোয়ালিটি প্রটোকল অনুসরণ করা হয়েছে ।

স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণের মাধ্যমে মানুষকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে। স্থানীয় ল্যাট্রিন উৎপাদনকারীদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে মার্কেটিং এপ্রোচ অনুসরণ করে দরিদ্র মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন বিতরণ এবং স্থাপন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে ল্যাট্রিন উৎপাদনকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে পরিবেশ রক্ষার্থে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোনো স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা নাই।

স্থানীয় জনশক্তি যারা নলকূপ, পিএসএফ, আরডব্লিউএইচ ও এআইআরডি স্থাপনে অংশগ্রহণ করেছে তাদেরকে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দ্বারা কারিগরি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত ও হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে তবে ফলোআপের অভাবে এই প্রচেষ্টা সকল ক্ষেত্রে সফল হয়নি। পাইপের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্মাণে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় যেখানে অগভীর পানির স্তর অত্যধিক মাত্রায় আর্সেনিক, সলবণাক্ততা, আয়রন ও রোগজীবাণু দ্বারা দূষিত সেখানে নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যার ফলে প্রকল্প এলাকার মানুষের অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পরিবেশে বসবাসের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপদ পানি সারা বছর ব্যাপী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে পারা এবং সাপ্লাই ওয়াটার নিজের ঘরেই পাওয়ার ফলে মানুষ ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে লাভবান হয়েছে। নিরাপদ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং স্বাস্থ্যসম্মত অভ্যাসের ফলে পানি ও মলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমেছে এবং স্বাস্থ্য রক্ষাজনিত ব্যয় কমেছে। কর্মদিবসের অপচয় হ্রাস পেয়েছে। স্থানীয় বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ত করে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন বিতরণ ও স্থাপনের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন পণ্য ও সেবা সরবরাহের মাধ্যমেও কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। যেহেতু চিকিৎসা ব্যয় কমেছে, কর্মদিবসের অপচয় হ্রাস পেয়েছে, স্ব-কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে সেহেতু উপোকারভোগীদের দারিদ্রতা হ্রাসের ক্ষেত্রে এই প্রকল্প যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে।

৩.৫.১১ স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা

ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলা পরিষদে গত ২৩/০৫/২০২১ তারিখে বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উপর স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। যার প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন জনাব আব্দুল মজিদ, এনডিসি, মহাপরিচালক মূল্যায়ন সেক্টর-০৩, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নাসির উদ্দিন ঝিলু, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, নবাবগঞ্জ, এবং কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন জনাব এইচ. এম. সালাউদ্দীন মনজু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

উক্ত কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ, পাইপড ওয়াটার সাপ্লাইয়ের উদ্যোক্তা ও উপকারভোগী, নলকূপে কেয়ারটেকার ও উপকারভোগী, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের উদ্যোক্তা ও উপকারভোগী, ডিপিএইচইর কর্মকর্তা ও মেকানিকগণ, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, মসজিদের ইমাম, ঠিকাদার ও মিস্ত্রি।

জনাব মোঃ সাইদুল ইসলাম খান, উপজেলা ডিপিএইচইর কর্মকর্তা, স্বাগত বক্তব্যে তিনি কর্মশালায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি মহোদয়দেরকে তাদের আসন গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ জানান। এরপর সংক্ষিপ্ত পরিচয় পর্বে সভাপতি ও বিশেষ অতিথিবৃন্দের পর কর্মশালার অংশগ্রহণকারীগণ তাদের স্ব স্ব পরিচয় প্রদান করেন।

কর্মশালার মূল পর্বে প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার টিম লিডার জনাব ডঃ রেজাউল করিম প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণসহ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় প্রাপ্ত বিভিন্ন ফলাফল মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশের ৪২টি জেলার, ১০৯টি উপজেলার ও ৩৮৩টি ইউনিয়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৩৭টি গ্রামীণ পাইপড্ ওয়াটার স্কিম নির্মাণ, ২০৪৭৫টি বিভিন্ন ধরনের নন-পাইপড পানির অপশন স্থাপন, ৫৫০০০টি স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ করা হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বের মাধ্যমে পাইপের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ নির্মাণ ও বেসরকারি অংশিদারগণ উক্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন, পরিচালনা ও ভবিষ্যতে ইউনিয়ন পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হবে। এই প্রভাব মূল্যায়ন

সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের উদ্দেশ্য শতভাগ অর্জন হয়েছিল কিনা অথবা উদ্দেশ্য অর্জনে কোনো সীমাবদ্ধতা ছিল কিনা, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সমাজে এর কী প্রভাব, ইত্যাদি। এই কর্মশালায় উপস্থিত সকল সন্মানিত অংশগ্রহণকারীদের আহ্বান করেন যে প্রকল্পের সুফল, ব্যর্থতা, ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত করে সুপারিশ প্রদান করুন যাতে করে ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আপনাদের মূল্যবান মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উপস্থিত ৮টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ মূলত যে সমস্ত বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন তা হলো, বাস্তবায়িত প্রকল্পটি বাস্তবিক অর্থেই স্থানীয় জনগণের জন্য খুবই উপকারী বিশেষ করে নিরাপদ পানি পাওয়া, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন নির্মাণের ক্ষেত্রে। তারা আরও বিশেষভাবে উল্লেখ করেন পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই জনগণকে উপকৃত করেছে। যেহেতু এই এলাকায় আয়রন ও আর্সেনিক আছে। তারা এই ধরনের পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম আরো বেশি সংখ্যায় স্থাপনের জন্য সরকারকে অনুরোধ করেন। যেহেতু ৫টি পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্থাপিত হয়েছে কিন্তু এর অনেক বেশি চাহিদা তৈরি হয়েছে। তারা আরও উল্লেখ করেন এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় জনগণ সময়মতো ও পর্যাপ্ত আর্সেনিক ও আয়রনমুক্ত নিরাপদ পানি ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে, কর্ম সংস্থানের সুযোগ হয়েছে, রোগ-ব্যধি কম হচ্ছে, চিকিৎসা ব্যয় কমেছে। এতে করে জনগণের জীবন মানের উন্নতি হচ্ছে।

তবে তারা প্রকল্পের কিছু দূর্বলতা উল্লেখ করেন যেমন- ৫টি পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমের মধ্যে ১টি স্কিম (চূড়াইন ইউনিয়ন) পানিতে আয়রনের আধিক্যের কারণে ভালোভাবে কাজ করছে না। তারা বিশেষভাবে এই স্কিমটির ব্যাপারে সরকার ও ডিপিএইচই-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যাতে দ্রুত সময়ের মধ্যে স্কিমটির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনে পানি উৎপাদন নলকূপটি অন্যত্র স্থাপন করে অথবা অন্য কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তা মেরামত করে জনগণকে নিরাপদ পানি ব্যবহারের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়।

তারা সরকার ও ডিপিএইচই-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে ৩০% কন্ট্রিবিউশনের টাকা প্রদান করে এই স্কিমগুলো স্থাপন ও পরিচালনা করা সম্ভব। তবে এই ক্ষেত্রে ৩০% কন্ট্রিবিউশনের টাকা না নিয়ে দরিদ্র জনগণকে বিনামূল্যে নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করার কথা বলেন। কারণ নিরাপদ পানি প্রাপ্তি জনগণের একটি মৌলিক অধিকার।

পাইপড ওয়াটার ছাড়াও গভীর নলকূপের অনেক চাহিদা রয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৪/৫ বছর পূর্বে যে সমস্ত টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছিল তা বর্তমানে অকেজো ও মেরামতহীন অবস্থায় পড়ে আছে। তারা আরও উল্লেখ করেন যে, ১টি নলকূপের আওতায় ১০টি পরিবার পানি পাওয়ার কথা থাকলেও বর্তমানে অনেক নলকূপ ব্যক্তিগত পর্যায়ে চলে গেছে। উল্লেখিত বিষয়ে ডিপিএইচই-কে সরেজমিনে তদারকি করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। যদিও এই নলকূপ স্থাপনের ক্ষেত্রে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন পরিষদকে সম্পৃক্ত করা হয় না। যে কারণে অনেক ক্ষেত্রেই স্থান নির্বাচন, সঠিক গভীরতায় নলকূপ স্থাপিত হয়নি। এই কারণে টেন্ডার প্রক্রিয়ার সময় ইউনিয়ন পরিষদকে সম্পৃক্ত করার কথা বলেন। এই উপজেলার ১৪টি ইউনিয়নের মধ্যে গালিমপুর ইউনয়টিকে এই প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। তিনি এর কারণ ও এই ইউনিয়নের জনগণ নিরাপদ পানি থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ জানতে চান।

উপস্থিত ৫টি পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমের উদ্যোক্তারা উল্লেখ করেন যে, স্কিমের শুরুর থেকে বর্তমানে গৃহ সংযোগের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং আরও বিভিন্ন এলাকায় এই স্কিম নেওয়ার জন্য সরকার ও ডিপিএইচইকে অনুরোধ করেন। তারা ৫টি পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমের মধ্যে ৪টি লাভজনক অবস্থায় থাকলেও চূড়াইন ইউনিয়নের স্কিমটি অলাভজনক অবস্থায় পড়ে আছে। এই স্কিমটির ব্যাপারে ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিপিএইচই-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে আরও উল্লেখ করেন স্কিম নেওয়ার পূর্বে ফিজিবিলিটি জরিপ এবং পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন সঠিকভাবে করা হয়নি। সুতরাং এই ব্যাপারে পুনরায় ফিজিবিলিটি জরিপ এবং পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন করে সঠিক নির্দেশনা দিয়ে স্থানীয় উদ্যোক্তাদেরকে সহায়তার করার জন্য ডিপিএইচইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন।

নারী উপকারভোগীরা উল্লেখ করেন যে, পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই, নলকূপ ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ নিরাপদ পানি প্রাপ্তি ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে বিশেষ করে মহিলা ও কিশোরীরা। তারা এখন অল্প সময়ে, অল্প শ্রমে ও পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ পানি সংগ্রহ এবং ব্যবহার করতে পারছেন। পানিবাহিত রোগ ও চিকিৎসা ব্যয় কমার ফলে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। পানির উৎস ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার ও কাছাকাছি হওয়া ফলে মহিলা ও কিশোরিদের নিরাপত্তাহীনতা কমেছে।

বিশেষ অতিথি জনাব নাসির উদ্দিন ঝিলু, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, নবাবগঞ্জ, বলেন যে, এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে স্থানীয় জনগণ আর্সেনিক ও আয়রনমুক্ত নিরাপদ পানি পেয়েছেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, প্রয়োজনীয় সময়ে

পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপদ পানি সারা বছর ব্যাপী সংগ্রহ, শহরের মতো সাপ্লাই ওয়াটার নিজের ঘরেই পাওয়া; স্বল্পমূল্যে ল্যাট্রিন পাওয়া ইত্যাদিসহ স্থানীয় পর্যায়ে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। তিনি এই ধরনের প্রকল্প বিশেষ করে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম আরো বেশি পরিমাণে বাস্তবায়ন করার জন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ব্যাপক হারে ল্যাট্রিন স্থাপনের ফলে পয়ঃবর্জ্য একটি সমস্যা হিসেবে দেখা দিচ্ছে। যে সমস্ত পাকা বসতভিটা ড্রেনেজের পাশে অবস্থিত তারা ল্যাট্রিনের পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশনের সংযোগটি সরাসরি ড্রেনেজের সাথে সংযোগ করছে যা পরিবেশের জন্য বিশেষ ক্ষতির কারণ হিসাবে দেখা দিচ্ছে। এই ব্যাপারে তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দৃষ্টি দিতে বলেন। পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার কারণে নলকূপগুলো অকেজো হয়ে যাচ্ছে এবং পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা পরীক্ষা বহু পূর্বে করা হয়েছিল। সুতরাং নতুন করে এই দুটো জরিপ নতুন করে ডিপিএইচই-কে করার জন্য অনুরোধ করেন। ফিক্যালস্ল্যাজ ম্যানেজমেন্ট এবং ওয়েস্ট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট তৈরি করা প্রয়োজন। যেহেতু সচেতনতামূলক কার্যক্রম এলাকায় কম ও জনগণের মধ্যে এর ব্যবহারও কম সেহেতু এই ব্যাপারে আরও বেশি কার্যক্রম হাতে নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন।

প্রধান অতিথি জনাব আব্দুল মজিদ, এনডিসি, মহাপরিচালক মূল্যায়ন সেক্টর-০৩, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে আইএমইডি'র ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এছাড়াও প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার উদ্দেশ্য, সংশ্লিষ্ট পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যপরিধি ও সমীক্ষা পরিচালনার পদ্ধতিসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। তিনি সকলের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করেন। চূড়াইন ইউনিয়ের পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমটি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। অকেজো গভীর নলকূপগুলো মেরামতের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেন। ড্রেনেজের সাথে পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন। তিনি আরও বলেন ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম পরিচালনার পরামর্শ উৎসাহ ব্যঞ্জক। তবে বাস্তবিক অর্থেই এই মূহুর্তে ইউনিয়ন পরিষদ দ্বারা পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম পরিচালনা সম্ভব নয় কারণ ইউনিয়ন পরিষদের জনবলের অভাব, কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব রয়েছে। তবে ভবিষ্যতে এই ব্যাপারে চিন্তার সুযোগ রয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে জনসচেতনতা কম হওয়ার কারণ চিহ্নিত করে তার সমাধান করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেন। পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ার কারণে নলকূপগুলো অকেজো হয়ে যাচ্ছে এবং পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা পরীক্ষা বহু পূর্বে করা হয়েছিল। সুতরাং নতুন করে এই দুটো জরিপ নতুন করে ডিপিএইচই-কে করার জন্য অনুরোধ করেন।

কর্মশালার সভাপতিত্ব জনাব এইচ. এম. সালাউদ্দীন মনজু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার বলেন যে, অগভীর পানির স্তরে আর্সেনিক দূষণ, মাত্রাতিরিক্ত আয়রনের উপস্থিতি কারণে ভূগর্ভস্থ পানির উৎস উন্নয়ন সহজ নয়। যার ফলে অনেক মানুষের কাছে নিরাপদ পানি প্রাপ্তির সুযোগ দুর্লভ হয়ে পড়ে। সুতরাং কারিগরি ও সামাজিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উদ্ভাবন এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অন্যতম একটি দিক হচ্ছে সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বের মাধ্যমে পাইপের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ। স্কিম নির্মাণে বেসরকারি অংশীদারগণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন, পরিচালনা ও পরবর্তীতে ইউনিয়ন পরিষদের নিকট হস্তান্তর যেটি একটি মডেল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বিশেষভাবে প্রকল্প শেষে প্রকল্প ফলোআপের কোনো কার্যক্রম না থাকা যেমন- পানি সরবরাহ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ফলোআপের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই প্রযুক্তিগুলো যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে না। তাছাড়া প্রকল্প সমাপ্তির পরে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পানির গুণগত মান পরীক্ষা করা হয় না। এই ক্ষেত্রে ডিপিএইচই যাতে আরও বেশি উদ্যোগী হয় সে ব্যাপারে দৃষ্টি আর্কষণ করেন। তিনি কর্মশালাটিকে অংশগ্রহণমূলক ও সাফল্যমন্ডিত করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

সবলতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ (SWOT ANALYSIS)

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার ডকুমেন্ট পর্যালোচনা, খানা জরিপ, কি ইনফরমেন্ট ইন্টারভিউ (কেআইআই), এফজিডি, পর্যবেক্ষণ, এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকার থেকে এ প্রকল্পের যে সকল সবলতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত হয়েছে সেগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

সবলতা (Strength)	সুযোগ (Opportunities)
• স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটি ও প্রাইভেট স্পন্সরদের সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ জনগণের জন্য পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহের নিমিত্তে ৩৭টি রুরাল পাইপড্ ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম স্থাপন; • লবণাক্ত ও আর্সেনিক সমস্যাযুক্ত ইউনিয়ন ও গ্রাম নির্বাচন করে প্রকল্প এলাকায় মোট ২০৪৭৫টি বিভিন্ন ধরনের বিকল্প পানির উৎস (গভীর নলকূপ ব্যতীত এআইআরপি, পুকুরের বালির ফিল্টার, বৃষ্টির পানির সংগ্রহের ব্যবস্থা) স্থাপন; • স্থানীয় স্যানিটারি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্তির মাধ্যমে নির্বাচিত ইউনিয়নসমূহের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য কস্ট শেয়ারিং ভিত্তিতে মোট ৫৫০০০টি স্বাস্থ্যসম্মত স্বল্পমূল্যের ল্যাট্রিন স্থাপন; • বেসরকারি স্পন্সর প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায়িক সুযোগকে উৎসাহিত করা; • বেসরকারি খাতের অর্থায়নকে সঞ্চালন করার দক্ষতা। পাইপযুক্ত পানি সরবরাহ প্রকল্পগুলির জন্য, নির্মাণের মোট ব্যয়ের ৩০ শতাংশ বেসরকারি খাতের অপারেটরদের অর্থায়নে নির্মিত; • স্থানীয় বেসরকারি খাতের ৪৫০ জন উদ্যোক্তাকে ল্যাট্রিন তৈরি ও নির্মাণের জন্য সম্পৃক্ত করা; • এলাকার জিও-হাইড্রোলজিক্যাল অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে পানি প্রযুক্তি নির্বাচন; • নিরাপদ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা এবং বাস্তবায়ন কৌশল যেমন আর্সেনিক দূরীকরণ নীতিমালা, ওয়াটার কোয়ালিটি প্রটোকল অনুসরণ করা;	• আর্সেনিকমুক্ত পানি সরবরাহ প্রযুক্তি স্থাপন ও ব্যবহার বেড়েছে; • বিকল্প পানি প্রযুক্তি ব্যবহারের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে; • মাঠ পর্যায়ে পানির গুণগত মান পরীক্ষার জন্য টেস্ট কিট এবং রি-এজেন্টের মাধ্যমে পানি পরীক্ষার সচেতনতা ও ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে; • প্রত্যন্ত এলাকায় পানি সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ায় সেখানকার জনগণের জীবন মান বৃদ্ধির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে; • বেসরকারি অংশিদারিত্বে প্রকল্প বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে; • পরিবেশ রক্ষার্থে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার চাহিদা তৈরি হয়েছে;
দুর্বলতা (Weakness)	**ঝুঁকি (Threat)**
• নলকূপের উপকারভোগীদের ব্যবহারের উপযোগী স্থান নির্বাচন না হওয়া; • প্রকল্প সমাপ্তির পরে নির্দিষ্ট সময় অন্তর পানির গুণগত মান পরীক্ষা না হওয়া; • প্রযুক্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে কন্ট্রিবিউশন মানি সংগ্রহে কস্ট শেয়ারিং	• পানি প্রযুক্তি নষ্ট হলে এবং সবাই মেরামতের ব্যয় সময়মত এবং সমানভাবে না দেওয়ার কারণে সময় মতো প্রযুক্তি মেরামত না হওয়া;

স্ট্র্যাটেজি ২০১২ অনুসরণ না করা; • সরকারি পানি নীতিমালা অনুযায়ী ১টি গভীর নলকূপের আওতায় ৫৫ জন ব্যবহারকারী (১০টি পরিবার) নির্ধারণ করা হলেও, এই প্রকল্পের অনেক ক্ষেত্রে একটি পরিবার ১টি নলকূপ ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া। ; • গ্রামীণ পাইপড প্রকল্পগুলি টেকসই করার জন্য পানি ব্যবসায় যথাযথ ব্যবসায়িক পরিকল্পনা না থাকা; • পাইপ লাইন সম্প্রসারণ ও গৃহ সংযোগ বৃদ্ধির সুযোগ না থাকা; • পর্যাপ্ত সংখ্যক ওয়াশ আউট পয়েন্ট না থাকা; • CBO এর সক্ষমতা ও কার্যকারিতা আশানুরূপ না হওয়া; • প্রাইভেট স্পন্সরের বিনিয়োগের হার বেশি হওয়া (৩০%) এবং ১২ বছর ব্যাপী চুক্তি করা; • বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে যথাযথ ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন না করা; • পানির গুনগত মান নিশ্চিত করতে ল্যাবে পরীক্ষার অভাব;	• পানির গুণগত মান নিয়মিত পরীক্ষা না হওয়ায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে; • পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা (WSP) সম্পর্কে ব্যবহারকারীদের কম ধারণা থাকায় পানি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে; • রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং, কিছু পিএসএফ হতে সারা বছর পানি সরবরাহ না পাওয়ায় অনিরাপদ উৎসের ব্যবহার বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে;

পঞ্চম অধ্যায়

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

১. বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি মোট দুইবার সংশোধিত হয়েছে। মূল ডিপিপি থেকে কার্যক্রম কমিয়ে দেওয়ায় প্রকল্প বরাদ্দ ৪৩.৬৭% কমেছে এবং ৫০% সময় বৃদ্ধি করতে হয়েছে। মূলত এর প্রধান কারণ ছিল পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ স্কিমের জন্য যথা সময়ে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বেসরকারি স্পন্সর না পাওয়া যার অন্যতম কারণ ছিল প্রতিটি স্কিমে ৩০% অর্থায়ন করা যেটি তাদের কাছে অনেক বেশি মনে হয়েছে এবং এই অর্থ ট্যারিফের মাধ্যমে আদায়ের জন্য ১২ বছর মেয়াদী স্কিম পরিচালনার চুক্তি স্বাক্ষর করতে হয়েছে। সুতরাং এই জাতীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে প্রারম্ভিক প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময়ের প্রয়োজন ছিল। গ্রামীণ এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে বেসরকারি স্পন্সরদের কনট্রিবিউশন ৩০% পরিবর্তে ১০% করলে বেশি মাত্রায় স্পন্সরগণ এই সকল প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

২. অগভীর পানির স্তরে আর্সেনিক দূষণ, মাত্রাতিরিক্ত আয়রনের উপস্থিতি এবং লবণাক্ততার কারণে ভূগর্ভস্থ পানির উৎস উন্নয়ন সহজ নয়। যার ফলে অনেক মানুষের কাছে নিরাপদ পানি প্রাপ্তির সুযোগ দুর্লভ হয়ে পড়ে। সুতরাং কারিগরি ও সামাজিক দিক থেকে গ্রহণযোগ্য পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উদ্ভাবন এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অন্যতম একটি দিক হচ্ছে বেসরকারি অংশিদারিত্বের মাধ্যমে পাইপের মাধ্যমে গ্রামীণ পানি সরবরাহ। স্কিম নির্মাণে বেসরকারি অংশীদারগণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন, পরিচালনা ও পরবর্তীতে ইউনিয়ন পরিষদের নিকট হস্তান্তর যেটি একটি best practice হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এই ব্যাবস্থাপনাটি ভবিষ্যতে অন্য প্রকল্পে অনুসরণ করা যেতে পারে।

৩. প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য দিকের অন্যতম একটি হচ্ছে আর্সেনিক, লবণাক্ততা ও আয়রন দ্বারা অত্যধিক মাত্রায় দূষিত গ্রাম অঞ্চলে নিরাপদ পানি প্রাপ্তি সুবিধা বৃদ্ধিকল্পে জিও-হাইড্রোলজিক্যাল পরিস্থিতি বিবেচনায় পানি প্রযুক্তি স্থাপন। ভূ-উপরিস্থ নিরাপদ পানি সরবরাহের অপশনসমূহ পিএসএফ ও আর ডব্লিউ এইচ স্থাপন এবং এর গ্রহণযোগ্যতা তৈরি।

৪. ওয়াটসান কমিটি কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রযুক্তি স্থাপনের স্থান নির্বাচনে যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেনি। যে কারণে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী একটি নলকূপের আওতায় ৫৫জন ব্যবহারকারী নির্ধারণ করা হলেও, এই প্রকল্পের অনেক ক্ষেত্রে একটি পরিবার একটি নলকূপ ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছে।

৫. নিরাপদ পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা এবং বাস্তবায়ন কৌশল যেমন আর্সেনিক দূরীকরণ নীতিমালা এবং ওয়াটার কোয়ালিটি প্রটোকলসমূহ অনুসরণ করা হয়েছে। তবে প্রযুক্তি স্থাপনের জন্য কন্ট্রিবিউশন মানি এবং প্রযুক্তি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপকারভোগীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কস্ট শেয়ারিং স্ট্র্যাটেজি '২০১২ পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়নি। কন্ট্রিবিউশন মানি সব ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীরা সমানভাবে পরিশোধও করেনি।

৬. প্রকল্প থেকে প্রযুক্তি স্থাপনের সময় এবং শেষে পানির গুণগত মান পরীক্ষা করা হলেও প্রকল্প সমাপ্তির পরে পানি নিরাপত্তা প্রটোকল অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রকল্প থেকে স্থাপিত প্রযুক্তির পানির গুণগত মান পরীক্ষা করা হয়নি। যদিও ডিপিএইচই তাদের নিয়মিত কার্যক্রমের আওতায় সকল জেলা উপজেলায় নমুনাভিত্তিক পানি পরীক্ষা করে থাকে।

৭. পানি সরবরাহ ব্যবস্থার টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীসহ অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করাও খুব গুরুত্বপূর্ণ সেক্ষেত্রে বিকল্প প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়কদের প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হলেও ফলোআপ কার্যক্রমের অভাবে রক্ষণাবেক্ষণে ও মেরামত কাজে যথাযথ দক্ষতা দেখাতে পারেনি।

৮. বেসরকারি উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে পরিচালিত গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমগুলি ব্যবসায়িকভাবে টেকসই করার যথাযথ ব্যবসায়িক পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। যথাযথ ফিজিবিলিটি স্টাডি না হওয়া এর একটি অন্যতম কারণ।

৯. স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনের ক্ষেত্রে স্থানীয় স্যানিটেশন উদ্যোক্তা নির্বাচন ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের মাধ্যমে স্যানিটেশন মার্কেটিং পদ্ধতি ব্যবহার করে জনগোষ্ঠীর মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি এবং ল্যাট্রিন স্থাপন যা অন্যত্র অনুসরণীয়। তাছাড়া এখন পরিবেশ রক্ষার্থে গ্রামীণ পর্যায়ে পয়ঃবর্জ্য ব্যবস্থাপনার চাহিদা তৈরি হয়েছে।

১০. প্রকল্প এলাকায় পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী, বেশির ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন যে, বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় এসে তাদের পরিবার লাভবান হয়েছে। যে সকল বিষয়ে লাভবান হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে, আর্সেনিক, লবণাক্ততা, আয়রন ও জীবাণুমুক্ত নিরাপদ পানির সহজলভ্যতা; অল্প পরিশ্রমে এবং সময়ে খাবার পানি সংগ্রহ করা; প্রয়োজনীয় সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপদ পানি সারা বছর ব্যাপী সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে পারা; অন্য কোথাও পানি আনতে না যাওয়া; শহরের মতো সাপ্লাই ওয়াটার নিজের ঘরেই পাওয়া; পানি সংগ্রহের খরচ বেঁচে যাওয়া; সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়া, স্বল্পমূল্যে ল্যাট্রিন পাওয়া; ল্যাট্রিন ব্যবহারের অভ্যাস হওয়া; পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমা ফলে চিকিৎসার পিছনে ব্যয় সাশ্রয় হওয়া; অন্যান্য স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমা; গ্রামীণ পর্যায়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়া, সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটা; ইত্যাদি। যেহেতু চিকিৎসা ব্যয় কমেছে, কর্মদিবসের অপচয় হ্রাস পেয়েছে, স্ব-কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে সেহেতু উপোকারভোগীদের দারিদ্রতা হ্রাসের ক্ষেত্রে এই প্রকল্প যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সুপারিশ

প্রাপ্ত তথ্যের সার্বিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ:

১. সরকারি বেসরকারি অংশিদারিত্বের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্মিলিত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রারম্ভিক প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সময় রাখা প্রয়োজন;

২. গ্রামীণ এলাকায় পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে বেসরকারি স্পন্সরদের কনট্রিবিউশন ৩০% এর পরিবর্তে যৌক্তিকভাবে কমালে বেশী মাত্রায় স্পন্সরগণ এই সকল প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে পারবে;

৩. সরকারি বেসরকারি অংশিদারিত্বের মাধ্যমে গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই ও স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের পরীক্ষিত best practice ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা যেতে পারে;

৪. গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার স্কিমগুলি টেকসই করার জন্য বেসরকারি উদ্যোক্তাদের যথাযথ ব্যবসায়িক পরিকল্পনা থাকা প্রয়োজন;

৫. স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন স্থাপনের ক্ষেত্রে স্যানিটেশন মার্কেটিং পদ্ধতিটি ভবিষ্যতে এ জাতীয় প্রকল্পে অনুসরণ করা যেতে পারে;

৬. প্রযুক্তি স্থাপনের স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে ওয়াটসান কমিটির পাশাপাশি ইউনিয়নের সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির ভূমিকা থাকা প্রয়োজন;

৭. স্থান নির্বাচন ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং চাহিদাভিত্তিক কৌশল নির্ধারণ করা প্রয়োজন; নারী যেখানে পুরো পরিবারের পানির জন্য প্রাথমিক সংগ্রহকারী সেখানে স্থান নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তার নিরাপত্তা ও তাদের অংশগ্রহণের দিকটি বিবেচনা করা প্রয়োজন;

৮. ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বিশেষত পাইপলাইন, পন্ড স্যান্ড ফিল্টার ও রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং স্থাপন ও ব্যবহার বাড়ানো দরকার ;

৯. ডিপিএইচই'র পক্ষ থেকে নিয়মিত তদারকি কার্যক্রমে বিশেষত স্যানিটারি ইন্সপেকশন, নির্দিষ্ট সময় অন্তর পানির মান পরীক্ষা করা প্রয়োজন;

১০. প্রযুক্তি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণকারী কেয়ারটেকারদের প্রশিক্ষণে পানি নিরাপত্তা পরিকল্পনা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন;

১১. প্রযুক্তি স্থাপনের জন্য কন্ট্রিবিউশন মানি এবং প্রযুক্তি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপকারভোগীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কস্ট শেয়ারিং স্ট্র্যাটেজি ২০১২ অনুসরণ করা প্রয়োজন;

১২. পরিবেশ রক্ষার্থে পয়ঃবর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন; এবং

১৩. অবকাঠামোগত প্রকল্পের ক্ষেত্রে ডিপিপি প্রণয়নের সময়ই এর বাস্তবভিত্তিক মেয়াদ ও সঠিক কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণের বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিতে হবে। যাতে বার বার ডিপিপি সংশোধন ও প্রকল্পের প্রধান অংঙ্গসমূহ বাদ দিতে না হয়।

সংযুক্তি-১: প্রশ্নপত্র ও গাইডলাইন

প্রশ্নপত্র ১: খানা জরিপের জন্য প্রশ্নমালা

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা

বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর আওতায় "বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে আপনার কাছ থেকে প্রকল্প সংক্রান্ত কিছু তথ্য জানতে চাওয়া হবে। এ সকল তথ্য প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনার প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা অবলম্বন করা হবে এবং প্রকল্পের প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোথাও প্রকাশ করা হবে না।

খানা জরিপ প্রশ্নপ্রত্র – ১

শিডিউল নং [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

তথ্য সংগ্রহের তারিখ [ ][ ] [ ][ ] ২০২১

দিন মাস বছর

জেলার কোড	জেলার নাম	উপজেলার কোড	উপজেলার নাম	ইউনিয়ন কোড	ইউনিয়নের নাম

গ্রাম/পাড়া ……

A. খানার আর্থ-সামাজিক অবস্থা (Socio-economic Status of Household)

১. উত্তরদাতার নাম:..... ২. মোবাইল [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

৩. উত্তরদাতার বয়স		বছর		৪. উত্তরদাতার লিঙ্গ		[১=পুরুষ, ২=মহিলা]

৫. উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা [ ] [স্কুল বর্ষ]

৬. খানা প্রধানের নাম ……	৭. খানা প্রধানের বয়স		বছর	৮.খানা প্রধানের লিঙ্গ	[১= পুরুষ, ২=মহিলা]

৯. খানা প্রধানের পেশা [ ] [১=কৃষি, ২=ক্ষুদ্র ব্যবসা, ৩=বড় ব্যবসা, ৪=সরকারী চাকুরি, ৫=বেসরকারী চাকুরি, ৬=দিনমজুর, ৭=গৃ
৮=মৎস্য চাষ, ৯=বিদেশে কর্মরত, ১০=অন্যান্য উল্লেখ করুন]

১০. উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা [ ] [স্কুল বর্ষ]

১১. **খানার সদস্যবর্গের তথ্যাদি (প্রতিবন্ধী সদস্যসহ যদি থাকে)**

ক্রম.	খানার সদস্যবর্গের ধরন	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	১৮ বছর এবং তদূর্ধ্ব			
২	৬ থেকে ১৭ বছর			
৩	৫ বছর পর্যন্ত			
	মোট			
৪	প্রতিবন্ধী সদস্য (যদি থাকে) সংখ্যা			

১২. পরিবারের মাসিক ব্যয় কত? ☐ টাকা

১৩. পরিবারে মাসিক আয় কত ☐ টাকা

১৪. পরিবারের উর্পাজনকারী লোকের সংখ্যা ☐ জন

B. পানি সরবরাহ (Water Supply)

১৫. **বর্তমানে খাবার পানি কোন উৎস থেকে পাচ্ছেন?**

(উত্তর একাধিক হতে পারে)

☐ ১= পাইপ লাইন

☐ ২= গভীর নলকূপ, ৩= অগভীর নলকূপ

☐ ৪= তারা, ৫= সংরক্ষিত বৃষ্টির পানি,

৬= পিএসএফ, ৭= রিং ওয়েল

১৬. বর্তমান প্রযুক্তি স্থাপনের আগে আপনি কোন উৎস থেকে খাওয়ার পানি সংগ্রহ করতেন।

উৎসের নাম:.....

১৭. খাবার পানির উৎস আপনার ঘরের ১৫০ ফুট/১১০ হাতের মধ্যে আছে কি? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

১৮(উত্তর না হলে, খাবার পানির উৎস আপনার ঘরের ৩০০ ফুট/২২০ হাতের মধ্যে আছে কি? ☐ ১ হ্যাঁ, ২=না

১৯. খাবার পানি সংগ্রহ করতে কত মিনিট সময় লাগে?

☐ ১=১৫ মিনিটের কম

☐ ২=১৫ থেকে ৩০ মিনিট

☐ ৩=৩০ মিনিটের বেশি

২০. প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার পানি সংগ্রহ করতে পারেন? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

২১. আপনি আপনার খানার খাবার পানির উৎস নিরাপদ মনে করেন কি? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

(উপাত্ত সংগ্রহকারী নিরাপদ পানি সম্পর্কে উত্তরদাতাকে ধারণা দিবেন, যেমন জীবজন্তুর মলমূত্র, ময়লা/আবর্জনা, ময়লা ফেলার গর্ত, ভূপৃষ্ঠের জমা পানি, আর্সেনিক মুক্ত ইত্যাদি)

২২. না হলে, কেন?

১.

২.

৩.

২৩. সারা বছর উক্ত উৎস থেকে খাবার পানি পাওয়া যায় কি? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

২৪. না হলে, কেন?

১.

২.

৩.

২৫.যদি না হয়, তবে কত মাস পানি পাওয়া যায়? ☐ মাসের সংখ্যা

২৬. যখন পানি না পাওয়া যায়, তখন বিকল্প পানির উৎস কি? ☐ ১= পাইপ লাইন, ২= গভীর নলকূপ,

(উত্তর একাধিক হতে পারে) ☐ ৩= অগভীর নলকূপ, ৪= তারা, ৫=সংরক্ষিত বৃষ্টির পানি,

☐ ৬= পিএস এফ, ৭=নদী, ৮=পুকুর, ৯=খাল

২৭. আপনারা যে উৎস থেকে পানি সংগ্রহ করেন সে উৎসের অর্থায়ন কে করেছে? ☐ ১=জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

২=ইউনিয়ন পরিষদ

৩=ইউনিয়ন পরিষদ (অন্যান্য উৎস থেকে),

৪=এনজিও, ৫=নিজস্ব, ৬=অন্যান্য/জানা নাই

২৮. পানির উৎস স্থাপনে আপনাকে কোনো টাকা (contribution money) দিতে হয়েছে কি? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

২৯.হ্যাঁ হলে, আপনি কত টাকা দিয়েছেন/ খরচ করেছেন? ☐ নগদ টাকা

৩০. অন্যান্য (জমি,শ্রম,পণ্য) ☐ টাকায় মূল্যমান

৩১. প্রযুক্তিটি স্থাপনের পরে এলাকাটি বন্যা কবলিত হয়েছিল কি না ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৩২. উত্তর হ্যাঁ হলে পানি সরবরাহ প্রযুক্তিটি ডুবে গিয়েছিল কি না ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৩৩. উত্তর হ্যাঁ হলে তখন খাবার পানি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন? উৎসের নাম: ..... ☐

৩৪. প্রকল্পের আওতায় আসার পূর্বে আপনাদের খানার খাবার পানি কি আর্সেনিক মুক্ত ছিল? ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানা নাই ☐

৩৫. প্রকল্পের আওতায় আসার পরে/বর্তমানে আপনাদের খানার খাবার পানি আর্সেনিক মুক্ত কিনা? ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানা নাই ☐

৩৬. প্রকল্পের আওতায় আসার পূর্বে আপনাদের খানার খাবার পানি কি আয়রন মুক্ত ছিল? ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানা নাই ☐

৩৭. প্রকল্পের আওতায় আসার পরে/বর্তমানে আপনাদের খানার খাবার পানি আয়রন মুক্ত কিনা? ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানা নাই ☐

৩৮. প্রকল্পের আওতায় আসার পূর্বে আপনাদের খানার খাবার পানি লবণাক্ত ছিল কিনা? ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানা নাই

৩৯. প্রকল্পের আওতায় আসার পরে/বর্তমানে আপনাদের খানার খাবার পানি লবণাক্ত মুক্ত কিনা? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানা নাই

C. স্যানিটেশন বিষয়ক তথ্যঃ

৪০. আপনার পরিবারের সদস্যগণ সাধারণত কি ধরনের ল্যাট্রিন ব্যবহার করেন? ☐ ১=টাইপ ক (খানার অনুদান ১৮২৮ টাকা), ২=-টাইপ খ (সরেজমিনে দেখে নিশ্চিত হয়ে সার্কেল করুন) (উত্তর হবে একটি) (খানার অনুদান ২৫৪৮ টাকা), ৩=টাইপ গ (খানার অনুদান ৪০০০ টাকা),

৪=ফ্লাশ ল্যাট্রিন (পাকা স্যানিটারি/জলাবদ্ধ ল্যাট্রিন, ৫=পিট ল্যাট্রিন (স্লাব/রিং) ওয়াটার সিলসহ, ৬=পিট ল্যাট্রিন (স্লাব বিহীন/খোলা), ৭=কাঁচা ল্যাট্রিন, ৮=খোলা/ঝুলন্ত, ৯=অন্যান্য নির্দিষ্ট করুন

৪১. ল্যাট্রিনের আউটলেট/নির্গমন নল পানির উৎস/খোলা জায়গার সাথে সংযুক্ত কিনা? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৪২.ল্যাট্রিনের জলাবদ্ধতাটি (ওয়াটার সিল) অক্ষত আছে কি (খানার ল্যাট্রিনটি পর্যবেক্ষণ করে লিখুন)? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৪৩.পরিবারের শিশুর মল সাধারণত কোথায় ফেলা হয়? ☐ ১=নির্দিষ্ট ল্যাট্রিনের গর্তে

(পরিবারের ৫ বছরের নিচে শিশু না থাকলে প্রযোজ্য নয়)

২=বাড়ির আবর্জনা ফেলার গর্তে

৩=খোলা জায়গায়, ৪=অন্যান্য নির্দিষ্ট করুন

৫= জানে না

৪৪. আপনার বসত ঘর থেকে ল্যাট্রিনের দূরত্ব কত? .....ফিট/হাত

৪৫. পরিবারের সদস্যগণ যে ল্যাট্রিন ব্যবহার করেন সেটির কি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অবস্থা? ☐ ১=ল্যাটিনের দেয়াল বা বেড়া দিয়ে ঘেরা (সাক্ষাতকারগ্রহণকারী নিজে গিয়ে খানার ল্যাট্রিনটি পরিদর্শন করুন এবং ☐ ২=ল্যাট্রিনে মল ভাসছে না

পর্যবেক্ষণ করে তথ্য লিপিবদ্ধ কররুন) [উত্তর একাধিক হবে] ☐ ৩=ল্যাট্রিনে দুর্গন্ধ ছড়ায় না

৪=ল্যাট্রিনের দেয়াল বা বেড়া দিয়ে ঘেরা না

৫=ল্যাট্রিনে মল ভাসছে, ৬=ল্যাট্রিনে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে

৭=অন্যান্য নির্দিষ্ট করুন

৪৬. ল্যাট্রিনের ভিতর/কাছে পানির ব্যবস্থা আছে কি? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৪৭. বর্তমানে আপনারা যে ল্যাট্রিন ব্যবহার করেন সেটি তৈরি করতে কে/কারা সহযোগিতা করেছেন? ১=প্রকল্প থেকে, ২=স্থানীয় স্যানিটারি এন্টারপ্রাইজ/ ☐

দোকান, ৩=কোনো এনজিও,

৪=এলাকার জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি,

৫=অন্যান্য নির্দিষ্ট করুন

৪৮. ল্যাট্রিনের মোট দাম কত?.....টাকা

৪৯. ল্যাট্রিন পেতে আপনার কোনো আর্থিক ব্যয় হয়েছে কি না? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৫০. হ্যাঁ হলে কত টাকা? .....টাকা

৫১. ল্যাট্রিনের ভিতর হাত ধোয়ার জন্য সাবান আছে কি? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৫২. ল্যাট্রিন ব্যবহারের জন্য আলাদা স্যান্ডেল আছে কি? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

D. আপনার খানার সদস্যরা নিম্নোক্ত কাজের আগে ও পরে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে থাকে কিনা তা অনুগ্রহ করে বলুন

৫৩. শৌচকার্যের পরে ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৫৪. শিশুদের শৌচকার্য করানোর পরে ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৫৫. শিশুদের খাওয়ানোর আগে ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৫৬. খাবার প্রস্তুত ও পরিবেশনের আগে ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

E. খাবার পানির নিরাপত্তা (উৎস, সংগ্রহ, বহন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার)

৫৭. আপনার পানির উৎসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য আপনি কিকি ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন? ১= পরিস্কার হাত ও পাত্রের মাধ্যমে সংগ্রহ করেন (উত্তরদাতা যে কয়টি বলতে পারছেন সে কয়টিতে টিক দিন) ☐

২=উচুঁ ও নিরাপদ স্থানে সংরক্ষন করেন

৩=ঢাকনাযুক্ত পাত্রে সংরক্ষন করেন

৪=পানি ব্যবহারের সময় পরিস্কার পাত্র ব্যবহার করেন,

৫=জানেন না

F. স্বাস্থ্যগত:

৫৮.গত ছয় মাসে খানার কোনো সদস্যের পেটের পীড়া হয়েছিল কি? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৫৯. গত ছয় মাসে খানার কোনো সদস্যের ডায়রিয়া হয়েছিল কি? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৬০. গত ছয় মাসে খানার কোনো সদস্যের জন্ডিস হয়েছিল কি? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৬১. গত ছয় মাসে খানার কোনো সদস্যের চর্মরোগ হয়েছিল কি? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৬২. গত ছয় মাসে খানার কোনো সদস্যের টাইফয়েড হয়েছিল কি? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৬৩. আপনি কি মনে করেন যে নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহারের ফলে আপনার পরিবারে পানি বাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব কমেছে? (ডায়রিয়া, আমাশয়, জন্ডিস, চর্মরোগ ইত্যাদি) ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=জানি না

৬৪. নিরাপদ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবহার ও স্বাস্থ্যসম্মত প্রচলন অনুসরণের ফলে আপনার পরিবারের চিকিৎসা ব্যয় কমেছে কি? (ডায়রিয়া, আমাশয়, জন্ডিস, চর্মরোগ ইত্যাদি) ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৬৫. যদি হ্যাঁ হয় তবে কি কি উন্নতি হয়েছে? ……

G. সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তথ্যঃ

৬৬. আপনি অথবা আপনার পরিবারের কোনো সদস্য কি নিরাপদ পানির উপকারিতা, সংগ্রহ এবং ব্যবহার সম্পর্কে কোনো সচেতনতামূলক সভা, মিটিং এ অংশগ্রহণ করেছিলেন? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=উত্তর না দেয়া/জানি না

৬৭. যদি হ্যাঁ হয় তবে কে/কারা এই সচেতনতামূলক সভা, মিটিং এর আয়োজন করেছিলেন? (ব্যক্তি ও সংস্থার নাম নির্দিষ্ট করে লিখুন এবং সম্পর্ক লিখুন)

……

৬৮. আপনি অথবা আপনার পরিবারের কোনো সদস্য কি স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের ব্যবহার সম্পর্কে কোনো সচেতনতামূলক সভা, মিটিং এ অংশগ্রহণ করেছিলেন? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=উত্তর না দেয়া/জানি না

৬৯. যদি হ্যাঁ হয় তবে কে/কারা এই সচেতনতামূলক সভা, মিটিং এর আয়োজন করেছিলেন? (ব্যক্তি ও সংস্থার নাম নির্দিষ্ট করে লিখুন এবং সম্পর্ক লিখুন)

……

৭০. আপনি অথবা আপনার পরিবারের কোনো সদস্য কি সঠিক পদ্ধতিতে হাত ধোয়া সম্পর্কে কোনো সচেতনতামূলক সভা, মিটিং এ অংশগ্রহণ করেছিলেন? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না, ৩=উত্তর না দেয়া/জানি না

৭১. যদি হ্যাঁ হয় তবে কে/কারা এই সচেতনতামূলক সভা, মিটিং এর আয়োজন করেছিলেন? (ব্যক্তি ও সংস্থার নাম নির্দিষ্ট করে লিখুন এবং সম্পর্ক লিখুন)

……

H. অন্যান্য তথ্যঃ

৭২. আপনি কি মনে করেন যে বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্পের আওতায় এসে আপনার পরিবার লাভবান হয়েছে? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না,

৭৩. যদি হ্যাঁ হয় তবে কি কি ধরনের লাভ হয়েছে বলে আপনি মনে করেন? ……

১.

২.

৩.

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষরঃ

তারিখঃ

গাইডলাইন ২: উপকারভোগী পর্যায়ে এফজিডি গাইডলাইন

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন

বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর আওতায় "বাংলাদেশ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে আপনার কাছ থেকে প্রকল্প সংক্রান্ত কিছু তথ্য জানতে চাওয়া হবে। এ সকল তথ্য প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হবে। আপনার প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা অবলম্বন করা হবে এবং প্রকল্পের প্রয়োজন ব্যতীত অন্য কোথাও প্রকাশ করা হবে না।

প্রশ্নপত্র আইডি **#** : .....

জেলা ..... উপজেলা ..... ইউনিয়ন ..... গ্রাম .....

প্রযুক্তির নাম .....

১. আপনারা সবসময় পানি সরবরাহকৃত প্রযুক্তির পানি পান কিনা? না পেলে কখন কখন পান না এবং কেন?

২.আপনারা আপনাদের দৈনিক চাহিদা অনুযায়ী পানি পান কিনা? হ্যাঁ--/না--

৩. না পেলে কেন?

১.

২.

৩.

৪. মৌসুম ভেদে পানির মানের কোনো তারতম্য ঘটে কি না? হ্যাঁ--/না--

৫. মৌসুম ভেদে পানির পরিমাণের কোর তারতম্য ঘটে কি না? হ্যাঁ--/না--

৬. হ্যাঁ, হলে কেন?

১.

২.

৩.

৭.পানির গুণগতমান ঠিক আছে কিনা? হ্যাঁ--/না--

৮. পানির গুনগত মানের অবনতির কারণসমূহ?

১.

২.

৩.

৯. বর্তমান পানি সরবরাহ প্রযুক্তি নেবার পূর্বে আপনারা কোথা থেকে পানি সংগ্রহ করতেন?

১০. আপনারা সাধারণত পানি কী কী কাজে ব্যবহার করছেন?

১১. আপনাদের পানি সংগ্রহের সময় আগের তুলনায় কি কমেছে? হ্যাঁ--/না--

১২. আগের তুলনায় আপনাদের পানি সংগ্রহ পয়েন্টের দূরত্ব কি কমেছে? হ্যাঁ--/না--

১৩. পানি ও মলবাহিত রোগ কমেছে কিনা? হ্যাঁ--/না--

১৪. পানি ও মলবাহিত রোগের চিকিৎসা ব্যয় কমেছে কিনা? হ্যাঁ--/না--

১৫. উৎসটি পরিচালনা করতে কোন ধরনের সমস্যা হচ্ছে কিনা? হ্যাঁ--/না--

১৬. হলে কি ধরনের সমস্যা হচ্ছে?

১.

২.

৩.

১৭. পানি ব্যবহার করে আপনারা কী কী ভাবে লাভবান হয়েছেন?
.....

১৮. না হলে. কেন?
.....

১৯. কমিউনিটি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ইউনিয়ন পরিষদের অংশিদারিত্ব কতটা কার্যকর হয়েছে?
কাংক্ষিত/মোটামোটি/নূন্যতম

সহায়কের নাম ও স্বাক্ষরঃ
তারিখঃ

প্রতিবেদন প্রণয়নে

Research & Study
Monitoring & Evaluation
Engineering & Technology
Human Resource Development
Organizational Development
Community Management
IT & Communication

PMID
Participatory
Management
Initiative for
Development